আট আনা সংস্করণমালার সপ্তত্রিংশ গ্রন্থ।

কোন্ পথে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

কোন্ পথে

(১)
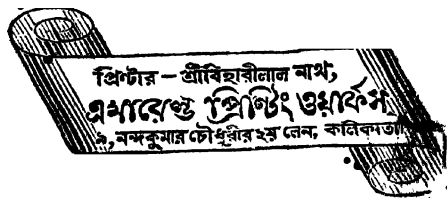
বৈকাল বেলা; রৌদ্র পড়িয়াছে; রাস্তায় জল দিয়া গিয়াছে,—দুপুরের গরমের পর এখন রাস্তা এবং রাস্তার উপরের বাতাসটি বেশ একটু স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিজলী বৈকালে চুল বাঁধিয়া, টিপ পরিয়া, হাত পা মুখ সাবানে ধুইয়া, ভাল একখানি কাপড়ে সাজিয়া, খোলা জানালাটির কাছে দাঁড়াইয়াছিল। একটি অতি সুরূপ ও সুবেশ যুবক—হাতে সুদৃশ্য মিহি ছড়ী দুলাইয়া রাস্তার ওধার দিয়া যাইতেছিল। সহসা বিজলীর দিকে তার দৃষ্টি পড়িল, অতি সুন্দর ঢুলুঢুলু চক্ষু দুটি তুলিয়া সে বিজলীর দিকে চাহিল। বিজলী একটু চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যুবক থামিল, জানালার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিল। কাছেই একটা পাণ সিগারেটের দোকান ছিল। দোকানের কাছে গিয়া সে একটি মিঠা খিলি কিনিয়া মুখে পুরিল,—একটি সিগারেট কিনিয়া ধীরে ধীরে ধরাইল। দুই একবার বিজলীদের জানালার দিকেও চাহিল। বিজলী আবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কে, এই

লোকটি! বেশ সুন্দর চেহারা ত! আর চক্ষু দুটি কেমন দিব্যি—যেন শিবঠাকুরের মত! যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে এদিক ওদিক কয়বার পায়চারী করিল। বিজলীর দিকেও মধ্যে মধ্যে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেছিল। বিজলীর কি হইয়াছিল, এক একবার সরিয়া গিয়াও আবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

"কি দিদিমণি, কি দেখ্‌ছ ?"

ঝি আসিয়া তাম্বুলরাগরক্ত অধরে ঈষৎ হাসিয়া পাশে দাঁড়াইল।

বিজলীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল,—চমকিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। থতমত খাইয়া কহিল, "না, ও কিছু না। এম্‌নিই দেখ্‌ছিলাম—"

ঝি রাস্তার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বিজলীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি দেখ্‌ছিলে ?—হুঁ!—তা দেখ্‌বার মত হ'লে—দেখ্‌তে হয় বই কি ?—তা লজ্জা কি দিদিমণি ? এস না।"

ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া তাকে জানালার কাছে টানিয়া আনিল। বিজলী হাত একটু টান দিল,—কিন্তু বেশী জোর করিল না। লজ্জায় মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকে চাহিবেনা ভাবিয়াও একবার না চাহিয়া পারিল না। যুবক তখনও তাহাদের দিকে চাহিয়া ওধারে দাঁড়াইয়া-

ছিল। একটু মুচকি হাসিয়া একদিকে কিছু দূরে সরিয়া গেল, আবার ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি কহিল, "বেশ বাবুটি—যেন রাজপুত্তুর গো! আহা, অমনি একটি বর যদি তোমার হয় দিদিমণি—"

"দূর!"

বিজলী জোর করিয়া ঝির হাত ছাড়াইয়া সরিয়া আসিল। ঝি রাস্তার দিকে আর একবার চাহিয়া কহিল, "তা পালাও আর যাই কর দিদিমণি, বাবুটির কিন্তু তোমাকে চোকে খুব ধ'রেছে। ইস্! এখনও হা ক'রে যে চেয়ে আছে। তা দেখ্‌তে দিদিমণি, তুমিও ত রাজকন্যেটির মত, যদি—"

বিজলী ছুটিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিজলীর বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইয়াছিল,—এখনও বিবাহ হয় নাই। পিতা মহীন্দ্রবাবু একেবারে দরিদ্র না হইলেও ধনী নন। কলিকাতার কোনও সরকারী আফিসে চাকরী করেন, বেতন এখন দেড় শত টাকা। দুইটি ছেলে কলেজে পড়ে, ছোট আরও তিন চারিটি ছেলে মেয়ে আছে। স্ত্রী এবং একটি বৃদ্ধা পিসিও আছেন। দিনকাল যেমন পড়িয়াছে, তাহাতে সঞ্চয় তেমন কিছু করিতে পারেন নাই, সুতরাং এ এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টায় ছিলেন, যদি সুলভে একটি সুপাত্র মিলে। বিজলীকে তিনি কোনও

ইস্কুলে পড়িতে দেন নাই। ঘরে কখনও ভাইদের কাছে, কখনও নিজে সে পড়িত। পুস্তক মহীন্দ্রবাবু নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন—কোনওরূপ নাটক নভেল পড়া তিনি বড় পছন্দ করিতেন না। মহীন্দ্রবাবু গ্রাম্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া বহুকাল কলিকাতায় আছেন। আত্মীয়স্বজনও বেশী ছিল না,—বিজলী বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও বড় যায় নাই, লোকসমাজে মিশিবারও অবকাশ বড় একটা পায় নাই। যারপরনাই সরল শান্ত ও মিষ্ট স্বভাব তার ছিল,—কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই একরূপ হয় নাই, লোকচরিত্রের জটিল বৈচিত্র্যও বড় কিছু বুঝিত না।

সুরূপ কুরূপ কত লোক সে রাস্তায় দেখিয়াছে।—সুরূপ যে, তাকে চোকে ভাল লাগিত, হয়ত আরও দেখিতে ইচ্ছা করিত। আবার কুরূপ যে, তাকে ভাল লাগিত না। বেশী বিকৃত হইলে, কখনও হাসিত,—কাছে কেহ থাকিলে দেখাইয়া দু কথা বলিত। কিন্তু তার প্রশান্ত চিত্তে কাহাকেও দেখিয়া কোনও বিক্ষোভ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। আজও হইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু ঝির সেই কথাগুলি তার চিত্ত ভরিয়া নূতন একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিল। পিতা মাতা ও ভাইরা মধ্যে মধ্যে তার বিবাহের কথা আলোচনা করিতেন, কত সম্ভাবিত বরের রূপ গুণের বিশ্লেষণ করিতেন,—বিজলী কখনও

কখনও তা শুনিত। খুব সুরূপ ও গুণবান্ পাত্রের কথা যখন হইত, তার মনে হইত—এমন সকল মেয়েরই হয়—আহা, এই রকম একটি বরের সঙ্গে যদি তার বিবাহ হয়, তবে বেশ—বেশ হয়! সেই বরের আকৃতি সে কল্পনায় মানসপটে আঁকিয়া তুলিবারও চেষ্টা করিত। কিন্তু কি আঁকিত, কতদূর আঁকিতে পারিত, সেই জানে।

আজ যখন এই সুরূপ ও সুবেশ যুবককে সে দেখিল, তার চেহারা—বিশেষ তার সুন্দর চক্ষু দুটি সত্যই তার চোকে বড় বেশ লাগিয়াছিল। অমন হয়ত আরও কত জনের সুন্দর মুখ, ঢুলু ঢুলু সুন্দর চক্ষু, তার চোকে কত ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু তারাও যেমন তার মনে কোনও দাগ ফেলিতে পারে নাই, এই যুবকও হয়ত পারিত না। হয়ত বা ইহাকে চোকে একটু বেশীই ভাল লাগিতেছিল, কারণ ঝি আসিয়া যখন ধরিল, সে একটু লজ্জাই পাইয়াছিল। যুবককে যে সে তখনকার মত কিছু মুগ্ধদৃষ্টিতেই দেখিতেছিল, সে কথা নিঃসঙ্কোচে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে নাই। যাহা হউক, তাও হয়ত সে ভুলিয়া যাইত,—হয়ত দুই একদিন মাঝে মাঝে মনে পড়িত, তারপর আর ওকথা ভাবিত না। কিন্তু ঝি বলিয়াছিল, অমনি একটি বর যদি তার হয়, তবে বেশ হয়। আরও বলিয়াছিল, তাকে ঐ যুবকটির চোকে ধরিয়াছে,—তখনও সে মুগ্ধদৃষ্টিতে

চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কথাগুলি বিজলীর মনে কেমন অনম্নুভূতপূর্ব্ব একটা চঞ্চল পুলকের সাড়া আজ তুলিয়াছিল। সেই পুলকের সঙ্গে আবার নূতন একটা লজ্জার ভাবও তার মনে আসিল,—আরও একবার সে যখন তার দিকে চাহিল, যেন নূতন চোকে দেখিল। আহা, সত্যই যদি ওই বাবুটি তার বর হয়! বাবুটির সুন্দর মুখখানি, ঢুলুঢুলু চক্ষু দুটি, সুসজ্জিত সমস্ত দেহখানি লইয়া সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটি, তার মন ভরিয়া অপূর্ব্ব এক আনন্দের লহর তুলিয়া ভাসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লজ্জা—যেমন লজ্জা আর কখনও সে জীবনে অনুভব করে নাই—তাকে বড় কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝির কাছেও সে দাঁড়াইতে পারিল না। ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মা নীচে পাকের আয়োজন করিতেছিলেন,—বিজলী মার কাছে গেল। কিন্তু মার মুখপানে সে চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিল না,—সরল মুক্তভাবে রোজ যেমন কথা বলিত, তেমন কোনও কথাও তার মুখে আজ ফুটিল না। মনে সেই নূতন আনন্দময় ভাবের তরঙ্গ নৃত্য করিতেছিল,—অথচ মনে হইতে-ছিল, তাহাতে সে মার কাছে যেন কত অপরাধী হইয়াছে।

মা কহিলেন, "কিলো বিজলী, কি হ'য়েছে তোর?"

"না, কিছু না।"

নত মুখে বিজলী কোটা তরকারীগুলি দুই চারিখানি

করিয়া থালার এধার হইতে ওধারে সরাইয়া রাখিতে লাগিল।

মা কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, আর তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না। বিজলী আবার উপরে গেল। ঝি গৃহমার্জ্জনা করিতেছিল, বিজলীর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। বিজলী হাসি চাপিতে চাপিতে লাল মুখখানি ফিরাইয়া নিয়া পাশের একটি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বিজলী যখন শুইল,—সেই যুবকের মূর্ত্তিখানিই তার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আহা, কে ও! উহার সঙ্গে কি তার বিবাহ হয় না? আহা, যদি হয়,—তবে সে কেমন বেশ—বেশ হয়! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, সেই যুবকের সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া সে যেন কোথায় যাইতেছে। তার সেই সুন্দর মুখে মিষ্ট হাসি, ঢুলু-ঢুলু সেই চোক দুটি তার মুখের উপর রাখিয়া কত সোহাগ করিয়া সে কত কথা কহিতেছে। কোথায় যাইতেছে? সেই বরের ঘরে? হঠাৎ তার পিতা মাতার কথা মনে পড়িল,—ছোট ছোট ভাইবোন্‌গুলির কথা মনে পড়িল। হায়! হায়! তাদের ছাড়িয়া সে কোথায় যাইতেছে! গাড়ীর দরজা ফাঁক করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল। তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ঘরে বিছানার একপাশে সে শুইয়াছিল, সকলেই নিদ্রিত, তবু তার

বড় একটা ভয় আর লজ্জা হইল। মনে মনে যেন সে মরিয়া গেল। ছি! কে সে, কিছুই জানে না,—একদিন পথে দেখিয়াছে, আর অমনই স্বপ্নে দেখিল—সে তার বর, আর তার সঙ্গে সে গাড়ী চড়িয়া যাইতেছে! ছি, কেন সে এই সব ছাই কথা ভাবিতেছিল। ঝি যেন কি! ছি, অমন কথা বলিতে আছে? হ'ক্ না খুব সুন্দর,—অচেনা লোক, কে, কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, কিছুই ত সে জানে না। হয়ত একটি টুক্‌টুকে সুন্দর বউও তার ঘরে আছে। না না, ওসব কথা ভাবিতে নাই। আর সে ভাবিবে না। ঝি যদি কিছু বলে, তাকে গালি দিবে।

সকাল হইতে বিজলীকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। ঝির দিকে চোক্ তুলিয়া সে একবারও চাহিল না,—কথাও বড় একটা বলিল না। একা ঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই সরিয়া যাইত। ঝিও বিজলীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মুখ ফিরাইয়া মধ্যে মধ্যে মুচকি হাসিল। কিন্তু কথা আর কিছু তুলিল না।

(২)

"ওপারের ওই খালি বাড়ীটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে দিদিমণি, দেখেছ?"

বিজলী স্নান করিয়া ছাদে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া

দু হাতে চুল ঝাড়িতেছিল। তখন ঝি আসিয়া একটু হাসিয়া এই কথা বলিল।

বিজলী সহজভাবে উত্তর করিল, "হাঁ, কাল বিকেলে অনেক জিনিষ এসেছে দেখেছি। বোধ হয় ওরা বড়লোক, ভাল ভাল আসবাব দেখ্‌লাম।"

"কে এসেছে জান?" ঝি হাসিল, চোকে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"না,—কে এসেছে?"

ঝির চোকে মুখে তীব্রতর আর একটা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। কহিল,—"শুন্‌বে? সেই বাবুটি—" বলিয়াই ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

বিজলীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তমাত্র।—পরেই আবার সেই লালমুখ কেমন যেন পাংশু হইয়া গেল! অন্তরে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিতে উঠিতেই যেন কেমন যেন অজানা আতঙ্কে তাহা দমিয়া গেল। অর্দ্ধ-অবশ জড়িতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "সেই বাবুটি—কেন—"

ঝি হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন, তা কি আমি জানি? তবে মনে হয়—কি মনে হয় ব'লব দিদিমণি?"

বিজলী কিছু কহিল না,—স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি কহিল, "তোমাকে দেখ্‌বে বলে। বলিনি, বাবুটি তোমার ওই ফুলের মত মুখখানি দেখে ভুলেছে ?"

চটুল হাসিভরা মুখে বিজলীর দাড়ি ধরিয়া ঝি একটু নাড়িল। বিজলী মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল।

ঝি কহিল, "তা অত লজ্জা কি গো! বয়সের কালে অমন ভালবাসাবাসি কত হয়,—আরও অমন রূপ যদি থাকে। রূপে কে না ভোলে দিদিমণি?—ওমা! বল্‌তে না বল্‌তে—ওই দেখনা, বাবুটি ছাদে এসে দাঁড়িয়েছেন। তোমায় দেখবে বলে নয় কি? ভালবাসার প্রাণ কিনা, অম্‌নি সাড়া পেয়েছে তুমি ছাদে এসেছ—"

সত্যই সেই যুবকটি ছাদে আসিয়া রেলিং ধরিয়া তাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তা খুব বড় রাস্তা নয়, অনতি-প্রশস্ত গলি। ছাদে ছাদে ব্যবধান বড় বেশী নয়, বেশ স্পষ্ট তাকে দেখা যাইতেছিল। বিজলী একবার চাহিয়া দেখিল,—দেখিয়াই ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেল। যুবক একটু মুচকি হাসিল। ঝির চোকে তার চোক পড়িল,—ঝিও তেমনই একটু মুচকি হাসিয়া নীচে চলিয়া আসিল।

(৩)

রাস্তার উপরেই দ্বিতলের বড় ঘরটি সুন্দর আসবাবে সাজান,—সুন্দর দুটি খোলা আলমারীতে ঝক্‌ঝকে সব সুন্দর বইএর সারি। দেয়ালে কত সুন্দর জাঁকাল ফ্রেমে বাঁধান ছবি। কার্পেট মোড়া মেজের উপরে চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়াম,—আরও কত সুচারু সৌখীন দ্রব্য পরিপাটি-ভাবে সজ্জিত। পাশেই আর একটা ঘরে জানালার নীচের খড়খড়ির উপরে কতদূর পর্য্যন্ত বিচিত্র পাতলা পর্দ্দা টাঙ্গান,—উপরের ফাঁক দিয়া খাটের সুচারু ফ্রেমের সঙ্গে নেটের মশারি দেখা যাইতেছে। বাহিরে পাগ্‌ড়ীপরা গম্ভীরমূর্ত্তি এক দারোয়ান, ভিতরে একটি পরিচ্ছন্ন চাকর ও একটী শাদাসিধা পাচক ব্রাহ্মণ—এই কয়জন মাত্র উপস্থি লোক। কোথাও আমিরী রকম জাঁকাল বিলাসবাহুল্য এমন নাই, যাহা দেখিয়া সসম্ভ্রম সঙ্কোচে কেহ দূরে সরিয়া যাইতে চায়,—অথচ সর্ব্বত্রই অতি মনোজ্ঞ এমন একটি পারিপাট্য রহিয়াছে, যাহা দেখিয়া লোকে তৃপ্ত হয়, আরও দেখিতে চায়।—যুবকটি বোধ হয়, কোনও সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে,—সৌখিন অথচ সুমার্জ্জিত-রুচি।

বিজলী যতবার তাদের রাস্তার পাশের উপরকার ঘরটিতে

আসিয়াছে, ওবাড়ীর মুক্তদ্বার গৃহটির সুপরিপাটি সাজসজ্জার দিকে তার দৃষ্টি পড়িয়াছে, চোকে বেশ ভালও লাগিয়াছে। বাবুটিকেও মধ্যে-মধ্যে সে ঘরে দেখিয়াছে,—কিন্তু যখনই দেখিয়াছে, চোকে চোকে পড়িয়াছে, সে সরিয়া গিয়াছে।

দুইদিন এই ভাবে গেল। বেশভূষা সম্বন্ধে বিজলী সাধারণতঃ একটু আলুথালু রকম ছিল। কিন্তু এ দুইদিন তাকে সেইরূপ আলুথালু কখনও দেখা গেল না। মা বকিয়াও তাকে পরিষ্কার কাপড়ে রাখিতে পারিতেন না। নিজে সে বাক্স খুলিয়া ভাল ছাঁটাকাটা দুটি ব্লাউজ্ আর ভাল পাড়ের থান দুই তিন ভাল ধোয়া কাপড় বাহির করিয়া নিয়াছিল। বেশ পরিপাটি ভাবে তাই সে পরিয়া থাকিত, মধ্যে মধ্যে আরসিতে গিয়া মুখ দেখিত, চুলগুলি একটু এদিক ওদিক হইয়া পড়িলে, অমনই হাত দিয়া তা ঠিক করিয়া দিত, মুখ কখনও একটু ময়লা মনে হইলে, আঁচলে ঘসিয়া ঘসিয়া পুঁছিত। কাছে কেহ না থাকিলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তার পাশের সেই ঘরটিতে আসিত,—এটা ওটা নাড়িত, চোরের মত রাস্তার ওপারের দিকে চাহিত, আবার চলিয়া যাইত। কিন্তু কেহ থাকিলে, এই ঘরমুখীও কখনও হইত না।

দিন দুই গেল। সন্ধ্যার পর একদিন, মুক্তগবাক্ষ

আলোকোজ্জ্বল সেই সুসজ্জিত গৃহে দুই সখাকে একতান হার্মোনিয়ামের সুরে মিশান মধুর গম্ভীরকণ্ঠে বড় মধুর-সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। বারান্দায় বসিয়া বিজলী পান সাজিতেছিল। হাতের পান হাতে রহিল, উৎকর্ণ হইয়া সে সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে ঘরের মধ্যে গেল, সেই সঙ্গীত সুধালহরী যেন তাকে টানিয়া নিল। ঘরে আলো ছিল না। জানালার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। যুবক গাহিতেছিল। দুর্লভ প্রেমপাত্রীর প্রতি প্রেমিক হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস সেই গানে ব্যক্ত হইতেছিল। মুখখানি ঈষৎ উত্তোলিত, ঢুলু ঢুলু সে চক্ষু দুটি—যেন আজ বুক-ভরা প্রেমের মদির আবেশেই ঢুলু ঢুলু—বাহিরের দিকে তার বিভোর দৃষ্টি নিবদ্ধ—যেন মুক্ত আকাশ পথে তার প্রাণের আকুল বেদনা তার সেই প্রেমপাত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছে। ঘর অন্ধকার—কেহ দেখিতেছে না—মুগ্ধ বিজলী নিঃশঙ্ক নিঃসঙ্কোচ চিত্তে মুক্তনেত্রে তার দিকে চাহিয়া রহিল। আহা, কি সুন্দর! কি মোহন সুকুমার ওই মূর্ত্তি! এমন করিয়া ত আর কখনও সে দেখে নাই! চাহিয়া চাহিয়া—চক্ষু ভরিয়া সে দেখিতে লাগিল,—আর সেই সঙ্গীত যেন দুটি কাণে তার অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তার মনে হইতেছিল, আকুল সঙ্গীতে প্রাণের ওই আকুল কামনা—আকুল বেদনা—

তাকেই সে জানাইতেছিল,—আকুল দৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকেই সে খুঁজিতেছিল। বড় আবেগময় এক একটি কথা যখন উচ্ছ্বাস কম্পিত স্বরে ব্যক্ত হইতেছিল, বিজলী সমস্ত প্রাণ ভরিয়া যেন সেই বেদনায় প্রতিবেদনা জাগিয়া উঠিতেছিল—দেহ যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া অবশ হইয়া আসিতেছিল। সমস্ত জগৎ সে ভুলিয়া গেল,—সে কে, কোথায় আছে, কি করিতেছে—কিছুই তার মনে ছিল না—অপূর্ব্ব এক সঙ্গীতময় স্বপ্নরাজ্যের মাধুরীসাগরে সে ডুবিয়া গেল!

"বিজলী!"

সহসা মাতার কঠোর কণ্ঠে সে চমকিয়া উঠিল। স্বপ্নবিভোরতা তার টুটিয়া গেল। ছি ছি! কি লজ্জা! কি করিতেছে সে! চমকিয়া একটা লাফ দিয়া সে সরিয়া আসিল। ঘর অন্ধকার, তবু সে ভাবিয়া পাইল না, কোথায় তার মুখখানি সে লুকাইবে!

মা কহিলেন, "কি কচ্চিস্ দাঁড়িয়ে ওখানে?"

বিজলী কিছু বলিল না, ঘর হইতে নতমুখে বাহিরে চলিয়া আসিল। মা সেই জানালার কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইলেন,—একটু ভ্রূকুটি করিলেন। বাহিরে আসিয়া পাশের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলেন, আলোর কাছে একটা কি বই খুলিয়া বিজলী তার দিকে চাহিয়া আছে।—

মা কহিলেন, "নীচে আয়।"

বিজলী বই রাখিয়া মার সঙ্গে নীচে চলিয়া গেল। মা মৃদুস্বরে কহিলেন, "জানালার কাছে গিয়ে আর অমন দাঁড়াস্‌নে।"

পরদিন পুরাণ কাপড় ছিঁড়িয়া কয়টি পর্দা তৈয়ারী করিয়া মাতা জানালায় টাঙাইয়া দিলেন।

বিজলী যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। মনে মনে সংকল্প করিল,—আর ওদিকে ফিরিয়াও চাহিবে না, ও কথাও আর কখনও ভাবিবে না।

সেদিন ও ঘরেও সে গেল না। সন্ধ্যার পর আবার সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল। বিজলী উপরে একটি ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গীত তার কাণে গেল—কাণ তুলিয়া সে শুনিল। সুললিত ছন্দে গ্রথিত, সুমধুর কণ্ঠে গীত, গানের পদগুলিতে প্রেয়সীর অদর্শনে বিরহী প্রেমিকের হৃদয়বেদনা যেন তপ্ত তরল ধারে উছলিয়া পড়িতেছিল। বিজলী কাঁপিয়া উঠিল। হাতের বই ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। নীচে ছোট একটি ঘরে তার দিদিমা (পিতার পিসিমাতা) সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। বিজলী সেই ঘরে গেল। বৃদ্ধা সম্মুখে গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটী লইয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, বিজলী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল,—দিদিমার কাছে গিয়া বসিল। সেখানে

একখানি হরগৌরীর চিত্র টাঙ্গান ছিল, সেই চিত্রের উদ্দেশ্যে গৃহ-তলে বিজলী প্রণাম করিল,—করিয়া চিত্রের দিকে চাহিল। মহাদেবের ওই চক্ষু দুটি—ওমা! ও যে তারই সেই চক্ষু! আর তার পাশে ওই গৌরী—ছি ছি! একি হইল। দেবতাও তাকে আজ এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিতেছেন? অপরাধ কি তার এতই বড় হইয়াছে? বিজলীর চক্ষে জল আসিল।

দিদিমা একটু হাসিলেন—মুখের একটি মন্ত্র শেষ করিয়া কহিলেন, "ও কিলো বিজলী! হঠাৎ এসে ছবিকে প্রণাম ক'ল্লি যে।"

বিজলী একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "তা দেবতার ছবি—প্রণাম ক'ত্তে হয় না?"

"হয় বই কি? তা তোরা করিস্ কই? ছেলেবেলায় কত ব্রত নিয়ম আমরা ক'রেছি। এখন ত সে সব পাট উঠেই গেছে। বড় হ'য়ে যখন উঠ্‌লি—তোর মাকে বল্লাম, মেয়েকে চাঁপাচন্দনের ব্রত করাও।—তা কথা কাণেও তুল্লে না। বল্লাম ওতে মহাদেবের মত বর হয়—"

বিজলী মুখখানি ফিরাইয়া নিল। ছি! পিসিমাই বা আবার এ ছাই কি বলিতেছেন! কোথাও কারও কাছে কি তার আজ একটু স্বস্তি নাই? দিদিমা আরও কয়েকবার জপ করিয়া কহিলেন, "ব্রত যদি করাত—এদ্দিন কি বিয়ে হ'ত না?

অবিশ্যি হ'ত। আমাদের সময় মেয়েরা এই পাঁচ ছ বছর বয়স থেকেই কত ব্রত ক'ত। তাই না সকাল সকাল তাদের বিয়ে হ'য়ে যেত। এখন হয় না। হবে কেন? ব্রত নিয়ম কেউ করে না, দেবতা বামুণে কারও ভক্তি নেই,—বর না মেয়ে মানুষের শিব, সেই শিব কি কেউ আরাধনা না ক'রে পায়? স্বয়ং যে মা ভগবতী, তিনিও দুই জন্মে কত তপিস্তে ক'রে তবে মহাদেবকে পেয়েছিলেন। তা কত বল্লাম, আর কিছু না হ'ক শুধু চাঁপাচন্দনের ব্রতটাও যদি তোকে করাত—"

বিজলী আবার একটু কাঁপিয়া উঠিল।—কহিল, "তোমার ও চাঁপাচন্দনে কাজ নেই দিদিমা! আর কিছু ব্রত করাও না?—"

"ওতে যে সাক্ষাৎ শিবের মত বর হয় লো।"

"না, ওতে আমার কাজ নেই। বর টর কিছু আমি চাইনে। তুমি ত কত পূজো কর, ব্রত কর,—বর চেয়ে কর?"

দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, "দূর আবাগী! কি বলে শোন না! আমাদের কি আর বর চাইতে আছে? যিনি ছিলেন, তিনি এখন নারায়ণ। এখন সেই নারায়ণকে পেলেই ত মুক্তি হ'য়ে যায়। আহা, কবে যে তা পাব, কবে যে পাপক্ষয় হবে—!"

"পূজো ক'ল্লে কি নারায়ণকে পাওয়া যায় দিদিমা ?"

দিদিমা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আমরা কি আর পূজো করি দিদি ? এ ত খেলা করি। পূজোর মত পূজো যদি কেউ ক'ত্তে পারে, নারায়ণ তাকে দয়া করেন বই কি ? হুঁ—!"

"তবে আমিও পূজো ক'র্ব দিদিমা।"

"তোর বাপ মা কি তা ক'ত্তে দেবে ? তাদের হ'ল একেলে খিষ্টেনী মত—"

"বিজলী !"

বাহিরে মাতার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল।

"কি মা !" বিজলী উঠিয়া গেল।

ও বাড়ীতে এখনও সঙ্গীত হইতেছিল। বিজলী যে দিদিমার পূজোর ঘরে আসিয়া বসিয়া ছিল, মাতা ইহাতে একটু সন্তুষ্ট হইলেন। হাঁ, তাঁর ইঙ্গিত বিজলী বুঝিয়াছে। আপনাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে উৎকণ্ঠা তাঁর হইয়াছিল, তা অনেকটা দূর হইল। পাক হইয়াছিল। ছোট ভাই বোন্ কয়টিকে আহার করাইতে আদেশ দিয়া তিনি কি কার্য্যে উপরে চলিয়া গেলেন।

(৪)

"হাঁ, দিদিমণি! কি হ'য়েছে তোমার?"

"কেন, কি হবে?"

"আজ দুদিন বড্ড ব্যাজার ব্যাজার দেখছি তোমায়। মুখখানির দিকে চাইলে মনে হয় বুকভরা যেন কত দুঃখু তুমি চেপে রাখ্‌তে চাচ্ছ।"

বিজলী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "না, দুঃখ কি আমার? ছি!"

ঝি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "ছি কর্‌লে কেন দিদিমণি? সত্যিকার যদি বড় কোন দুঃখু কারও হয়, সেটা ত আর দোষের কথা কিছু নয়। তবে কেউ বা খুলে ব'ল্‌তে পারে, কেউ বা পারে না। পার্‌লে বুকের ভার বেশ হাল্‌কা হয়। আর না পার্‌লে সেই ভারে লোক গুম্‌রে মরে।"

বিজলীর পাশেই ঘরের মেঝেয় তেলময়লায় কি একটা ছোট দাগ পড়িয়াছিল। বিজলী হাঁটুর উপরে সেই দিকে মুখখানি ঈষৎ ফিরাইয়া রাখিয়া আঙুল দিয়া জোরে সেই দাগটি রগড়াইতে লাগিল। ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুঁ—! দুঃখু যে পেয়েছে, সেই পরের দুঃখু বোঝে। আমারও একদিন বড় একটা দুঃখু হয়েছিল,—কত এম্‌নি

গুমরে মরেছি। তবে সে কতদিনের কথা, এখন মনটা অনেক হাল্কা হ'য়ে গেছে। হুঁ—। তবে কারও অমন দুঃখু দেখ্লে নিজের সেই দুঃখু আবার মনে পড়ে, প্রাণটা কেঁদে ওঠে।"

ঝির গলাটা একটু কাঁপিয়া উঠিল,—অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু দুটী একটু মার্জ্জনা করিল। তার সুমিষ্ট কথাগুলিতেও বড় স্নেহময় একটা সহানুভূতির সাড়া বিজলী অনুভব করিতেছিল। ঝি যথন তার দুঃখের কথা তুলিল, তাহাতে এমনই একটা করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছিল যে বিজলীর প্রাণেও ঝির প্রতি তেমনই যেন একটা স্নেহময় সমবেদনা বাজিয়া উঠিল। কেমন যেন একটা সখিত্বের সমপ্রাণতা সে ঝির সঙ্গে অনুভব করিল। তার ইচ্ছা হইল, ঝির সব কথা সে শোনে, আর তার প্রাণেরও সকল বেদনা ঝির কাছে বলিয়া বুকের ভার লঘু করে।

বাহিরে সিঁড়ির দিকে কি একটা শব্দ হইল। বিজলীর মা উপরে আসিতেছিলেন। পাশেই একটা তাকের উপরে চিরুণী ও চুলের ফিতা ছিল। অতি ক্ষিপ্রহস্তে ঝি তা টানিয়া নিয়া বিজলীর চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল, বিজলীও একটু ঘুরিয়া ঠিক হইয়া বসিল। বিজলীর মা গৃহে প্রবেশ করিলেন।—ঝি কহিল, "এই যে মা,—হাত

থালি আছে, ভাবলুম দিদিমণির চুলটা বেঁধে দিই। আহা, কি চুল দিদিমণির মাথায়, দুহাতে গোছা ধরা যায় না। আর কি নরম—যেন পশম! দেখ্‌লেই ইচ্ছে করে, হাতে নেড়ে চেড়ে বেঁধে দিই। তা পারিনে ত রোজ,—আজ হাত খালি আছে, ভাবলুম চুলটা আমিই বেঁধে দিই। এখনও বেলা আছে, হ'লেই উনুনে আঁচ দিয়ে দোকানে যাব।"

মা কহিলেন, "তা দেও বাছা,—ইচ্ছে যদি হয়, দেবে না কেন? হাত যেদিন খালি থাকে তুমিই ওর চুল বেঁধে দিও। —হাঁ বিজলী, চুল বাঁধা হ'লে হাত মুখ যখন ধুবি, জটু, বাণু, পুঁটী ওদেরও গা হাত পা পুঁছে দিস্। আর শোন ঝি, ওর চুল বাঁধা হ'লে—আমি একবার বিন্দুদের বাড়ী যাব, আমায় পৌঁছে দিয়ে এসে তারপর উনুনে আঁচ দিয়ে দোকানে যেও। তার ছেলেটির বড় ব্যামো কদিন, একবার গে দেখে আস্‌ব। ওদের একজন লোক নিয়ে ফিরে আসব এখন। ফিরতে যদি একটু দেরী হয়, রান্নাটা চড়িয়ে দিস্ বিজলী—"

ঝি কহিল, "তা মা রুগী দেখ্‌তে যাবে, দেরী ত একটু হবেই। তা আমি সব গুছিয়ে দেব,—দিদিমণিই রাঁধ্‌বে এখন। কেমন পারবে না দিদিমণি?"

বিজলী কেমন অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তা কেন পার্‌ব না? তা—তোমার কি—বেশী দেরী হবে মা?"

মা কহিলেন, "না, বেশী দেরী কেন হবে? তবে—সত্যিই ত রুগী দেখ্‌তে যাচ্ছি—কতদিন বিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় না—একটু দেরী যদি এমন হয়ই—তা ভয় কি? ঝি র'য়েছে, তোর দিদিমা আছেন—ওঁরাও হয়ত এরি মধ্যে এসে প'ড়্‌বেন——"

ঝি কহিল, "ওমা, ভয় কি গো! ক'ল্‌কেত্তা সহর, চারদিকে কত লোক, রাস্তায় কত লোক আনাগোনা ক'চ্চে, ভয় কি? আমরাও ত বাড়ীতে র'য়েছি। না মা, তুমি ভেবোনা, কখনও ত বেরোওনা,—একদিন রুগী দেখ্‌তে আপনার লোকের বাড়ীতে যাচ্ছ—দেরী যদি একটু হয় ত হবে। দিদিমণিকে দিয়ে আমি রান্না বান্না সব করিয়ে রাখ্‌ব এখন।"

গত দুইদিন বিজলী রাস্তার ধারের ঘরটিতে একেবারেই যায় নাই। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে, তবু যায় নাই,—শক্তপণে আপনাকে বাঁধিয়া সে রাখিয়াছিল। মাও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। মনে যেটুকু উদ্বেগ তাঁর ছিল, একেবারে চলিয়া গেল। আহা, ছেলে মানুষ, অত কি বোঝে? একদিন একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছিল। তা, লক্ষ্মী মেয়ে, একটু ইসারা করিতেই সামলাইয়া গিয়াছে।

এ দুইদিন মনে না হউক, বাহিরের আচরণে রিজলী সত্যই সামলাইয়াছিল। কিন্তু আজ তার কি হইল, কিছুতেই পারিল না। মা বাড়ীতে নাই,—দিদিমা তাঁর পূজা আহ্নিক ও তার আয়োজনাদি লইয়া নীচের ঘরটিতেই প্রায় থাকেন, সংসারের কোন দিকে কিছু লক্ষ্য করেন না। ছোট ভাইবোন্‌গুলি সব ছাদে খেলা করিতেছে। কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না। একটিবার—শুধু একটিবার—আর ত কিছু নয়, শুধু একটিবার মাত্র ওঘরে গেলে ক্ষতি কি?

ধীরে ধীরে কম্পিত-চরণে বিজলী দ্বারের কাছে গেল, —একটু দাঁড়াইল। মনে হইল, কে যেন পিছন হইতে দেখিতেছে। চমকিয়া বিজলী ফিরিয়া চাহিল। না, কই কেহ ত কোথাও নাই! কম্পিত বক্ষে কম্পিত চরণে বিজলী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জানালায় পর্দা টাঙ্গান রহিয়াছে। পর্দাগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ তার মাতার নিষেধের মত দ্বার আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিজলী বড় ভয় পাইল। কিন্তু হৃদয়ের সেই দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা সে ভয়কেও অভিভূত করিয়া উপরে উঠিল। বিজলী সামলাইতে পারিল না,—ধীরে ধীরে পরদার কাছে গিয়া পরদাটা একটু সরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। ওই যে, আহা, ওই যে! ওই যে তিনি বাড়ীর সম্মুখের স্কুল

বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাদেরই জানালার দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া আছেন! একটিবার যেন তাকেই দেখিতে চাহিতে-ছেন। বিজলী চাহিল—চোকে চোক পড়িল। যুবক একটু হাসিল।—পরদা টানিয়া দিয়া বিজলী ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত শরীর তার কাঁপিতে লাগিল।—দ্রুতপদক্ষেপে সে নীচে নামিয়া গেল।

ঝি তাড়াতাড়ি পাকের সব যোগাড় করিয়া দিল। বিজলী গিয়া পাক চড়াইল। ঝি দরজার কাছে বসিল।—বিজলীর বড় ইচ্ছা হইতেছিল, ঝির সেই দুঃখের কথা শোনে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কেমন বাধ বাধ লাগিল। কিন্তু ঝি নিজেই কথা তুলিল।

"ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে মা এসে পড়লেন, কথাটা হ'ল না। হাঁ, তা কি হয়েছে তোমার দিদিমণি?"

"কি হবে? কিছু হয় নি।"

"না, হয় নি!—আমি যেন কিছু বুঝিনে। জান দিদি-মণি, তোমাকে কত ভালবাসি? কি চোখেই যে তোমাকে দেখেছিলুম, মা যদি ঝাঁটা মেরেও তাড়িয়ে দেন তবু বোধ হয় তোমায় ছেড়ে যেতে পারিনে। প্রাণের টান এম্‌নিই বটে,—তোমার মনটি যেন আমি তোমার মুখখানির মতনই দেখ্‌তে পাই।"

বিজলী উঠিয়া গিয়া হাতা দিয়া ডাইলে একটা নাড়া দিল।

ঝি কহিল, "আচ্ছা, তুমি আজ কদিন ওঘরটিতে একেবারেই যাওনা কেন?"

বিজলী ডাইলে আরও একটা নাড়া দিয়া কহিল, "দরকার কিছু হয় না—যাইনে।"

"হুঁ, দরকার হয় না! আমি যেন বুঝিনে কিছু। পর্দা দেওয়া হ'য়েছে কেন? মা বারণ করেছেন তোমায়।"

বিজলী বসিয়া নীরবে ওবেলার সাঁতলান মাছগুলি গণিতে আরম্ভ করিল।

ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুঁ—! তা কথার ধমকে কি আর প্রাণ কেউ কারও বেঁধে রাখ্‌তে পারে দিদিমণি? পরদা দিয়ে চোক ঢাকা যায়, প্রাণ কি কেউ ঢেকে রাখ্‌তে পারে? কতকালের কথা—যমুনা তীরে কদমতলায় যখন শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ত, রাধিকা পাগল হ'য়ে ছুটত! দড়ী নিয়ে বেঁধেও কি জটিলে কুটিলে তাকে ঘরে রাখ্‌তে কখনও পেরেছে?"

বিজলী সমস্ত দেহ ভরিয়া, যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ চঞ্চল উচ্ছ্বাসে বহিয়া গেল,—বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি বলিতে লাগিল, "নিজে জানি, তাই বুঝি দিদিমণি! ব'ল্‌ছিলুম না—তা শুন্‌বে দিদিমণি আমার কথা ?"

কৌতূহলটা বড় প্রবল হইয়াই উঠিতেছিল।—এবার বিজলী মুখ ফিরাইয়া কথা কহিল।

"কি, বলনা শুনি ?"

ঝি তার প্রথম জীবন সম্বন্ধে একটি গল্প বলিল। দূর কোনও গ্রামে ভাল গৃহস্থের মেয়ে সে ছিল। গ্রামে একটি মেয়ে ইস্কুল ছিল, একটু লেখা পড়াও সে শিখিয়াছিল। ক্রমে তার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইল, এই তার দিদিমণিরও এখন যেমন হইয়াছে। কিন্তু তবু বিবাহ হইল না। কোন সম্বন্ধই তার বাপের পছন্দ হইত না। প্রতিবেশী একটি যুবক ছিল—দেখিতে বেশ। কলিকাতায় তাদের দোকান ছিল—মধ্যে মধ্যে দেশে যাইত। কলিকাতায় থাকিত কিনা, বেশ ফিট্-ফাট্ বাবুটির মতই চলিত ফিরিত। ঘাটে পথে যেখানেই সে যাইত, তাকে দেখিত। সেও একদৃষ্টিতে তার দিকেই চাহিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম তার বড় লজ্জা করিত। তাহাকে দেখিলেই সে পলাইয়া যাইত। শেষে কি হইল, তারও তাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত। আর সে পলাইত না, চাহিয়া চাহিয়া তাকে দেখিত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে ঘাটে যাইতেছিল,—পথে কেহ ছিল না, তার সঙ্গে দেখা

হইল। তার হাতখানি ধরিয়া কত ভালবাসার কথা সে বলিল,—আহা, কি যে সেব কথা! জীবনে কি তা সে আর কখনও ভুলিতে পারিবে? তারপর কত দেখা হইত, কত কথা তারা বলিত। একদিন তার মা দেখিয়া কত গালি দিল,—বাপ তার বাপকে ডাকিয়া কত ধমকাইয়া বলিয়া দিল, আর কখনও তার ছেলেকে তার মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিলে তাকে খুন করিয়া ফেলিবে! তার বাপও তাকে কত শাসন করিল,—কলিকাতায় দোকানের কাজে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু সে গেল না। কদিন আর তাদের সাক্ষাৎ হইল না। দুজনেই সমান পাগল হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। একদিন সে গোপনে খবর দিল,—রাত্রিতে একস্থানে তার সঙ্গে দেখা হইল। সে কহিল, "তোমার বাপ রাগিয়া আছেন, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন, না। তা আমি সব বন্দোবস্ত করিয়াছি,—আমার সঙ্গে পলাইয়া কলিকাতায় চল। সেখানে তোমাকে আমি বিবাহ করিব।" বলিয়া তার হাত ধরিয়া কত কাঁদিতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই তারা পলাইয়া আসিল। কলিকাতায় তাদের বিবাহ হইল। তারপর, আহা, দুই তিন বৎসর কি সুখেই তারা ছিল! শেষে কলেরায় তার গঙ্গালাভ হইল। মনের দুঃখে আর সে দেশমুখী হইল না,—কাশী গেল। কিছু টাকা

কড়ি আর গহনাও ছিল। কয় বৎসর তাতেই চলিল। শেষে পেটের দায়ে সে দাসীবৃত্তি আরম্ভ করিল। আগে কাশীতেই ছিল। ৫।৬ বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছে।

কথাগুলি মোটের উপরে সত্য। তবে ঝি যখন গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিল, তখন সে কুমারী নয়, বালবিধবা। কিন্তু বিজলী, ঝি যেমন বলিয়াছিল, কথাগুলি তেমনই বিশ্বাস করিল। ঝির সেই কাহিনীর সঙ্গে তার নিজের যে কাহিনী-টুকু, তা যেন একেবারে মিলিয়া গেল! ঝিকে তার এখন বড় আপন বলিয়া মনে হইল। তাই ত! ভালবাসিলে এমনই বুঝি হয়। আহা, ওই বাড়ীর উনি—তাকে কি সত্যই এমন ভালবাসিয়াছেন? তিনি কি তাকে বিবাহ করিতে চাহিবেন? কিন্তু তার বাবা যদি রাজি না হন, তবে—? না, না, কেন রাজি হইবেন না? মেয়েকে অমন বরের হাতে কে না দিতে চায়?

ঝি কহিল, "ভালবাসা এমন জিনিস—তার জন্যে হাজার দুঃখু পেলেও সে সুখ। আর প্রথম বয়সের ভালবাসা—যারা বুড়ো হ'য়েছে তারা তার মরম বোঝে না। নইলে ভালবাসার পথে এমন করে' আগ্‌লে দাঁড়াতে চায়? মাত পরদা দিয়েছেন, তা সত্যি যদি তুমি ভালবেসে থাক, প্রাণ যদি তোমার টানে,—পরদা তাকে ধ'রে রাখতে পারবে? হাঁ,

দিদিমণি? বলনা, সত্যি কি তুমি ওই বাবুটিকে ভালবাসিনি?"

বিজলী লজ্জায় হাঁটুর উপরে মাথাটি গুঁজিয়া রাখিল। নাও বলিতে পারিল না। হাঁ কথাও লজ্জায় মুখে সরিল না।—

ঝি একটু হাসিয়া কহিল, "হুঁ, বুঝেছি! আগেই ত বুঝেছি। বলিনি তোমায় বড় ভালবাসি—তোমার মনটি তোমার মুখখানির মতই দেখতে পাই? তা বেসেছ—বাসবেই ত,—এমন কার্ত্তিকের মত বাবুটি চোকে দেখে কে না ভালবেসে পারে? আর কি জান দিদিমণি, ভালবাসা—ও যখন হবে ত হবেই। আর আপনা থেকে এই যে ভালবাসা—জানা নেই শুনো নেই—অথচ চোকে দেখা হ'ল, আর প্রাণের সঙ্গে প্রাণটা বাঁধা পড়ে গেল, এই হচ্ছে আসল ভালবাসা। আহা, এমন ভালবেসে যে ভালবাসা পেয়েছে, তার মত ভাগ্যি আর কার! তা বলতে পারি দিদিমণি—বাবুটিকে কদিন দেখ্‌ছি,—তুমি যেমন ভালবেসেছ, তিনিও তেম্‌নি ভাল তোমায় বেসেছেন। এখন দুটি হাত যদি এক তোমাদের হয়, তবেই সব মঙ্গল। আহা, ডাল ত একেবারে পুড়ে গেল। একঘটি জল দেও শীগ্‌গির। মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন, কি ব'লবেন তবে?"

বিজলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডালের কড়াতে কতখানি জল ঢালিয়া নাড়িয়া দিল।

সদর দরজায় কে কড়া নাড়িল, ঝি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিজলীর মা স্বর্ণময়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাকের ঘরের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঝি কহিল, "তা মা, তুমি এই এদ্দূর হেঁটে এলে, উপরে গিয়ে বরং জিরোও একটু। আমি দেখিয়ে দিচ্চি, দি'দমণিই রাঁধ্‌বে এখন।"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "কিলো, পার্‌বি বিজলী।"

বিজলী কহিল, "পার্‌ব।"

স্বর্ণময়ী হাত পা ধুইয়া উপরে গেলেন।—ঝি আর ওসব কথা কিছু তুলিল না। তাড়াতাড়ি বিজলীকে দিয়া পাক সারিয়া ফেলিল।

(৫)

বিজলী এখন আপন মনে স্বীকার করিয়া নিল, ওবাড়ীর ওই সুন্দর বাবুটিকে সে তার বরের মত ভালই বাসিয়াছে। এতদিন সে তা করিতে পারে নাই।—বাবুটির দিকে তার মন টানিত, কিন্তু সে টান হইতে তার মন সে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিত। বাবুটিকে দেখিতে তার ভাল লাগিত,

দেখিতে বড় ইচ্ছা করিত,—কিন্তু ভাল যাতে না লাগে, দেখিতে যাতে ইচ্ছা না হয়, তারি জন্ত অবিরত একটা সংগ্রাম সে করিত—যদিও সে সংগ্রামে তার মন ক্ষতবিক্ষত হইত। অত যে মন টানে, অত যে ভাল লাগে, তাহাতে—কেন তা ঠিক বুঝিত না অথচ—আপনার কাছেই আপনাকে বড় আপরাধী তার মনে হইত। কিন্তু এই কুণ্ঠা, এই দ্বিধা—এই সংগ্রাম ও সংযমের প্রয়াস তার প্রায় চলিয়া গেল। বাবুটিকে যে সে তার বরের মত ভালই বাসিয়াছে—এ কথা ঠিক বুঝিয়া সে এখন স্বীকার করিয়া নিল। ঝি তার মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিয়াছে,—কথাটা ত সত্যই। যতই 'না' বলিয়া সে চাপিয়া দিতে চাক্, সেই 'না' ত তার প্রাণ মানিতে চাহিতেছে না। সকল চাপ ঠেলিয়া এই সত্যটাই যে তার মন ভরিয়া উঠিতেছে, ওই বাবুটিকে সে ঠিক তার বরের মতই ভাল বাসিয়াছে। তা ইহাতে দোষ কি? অমন ভাল লাগিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। কেন বাসিবে না? ভাল বাসিয়া এত ভাল লাগিতেছে, কেন বাসিবে না? এমন ভালবাসা নাকি আপনিই হয়, তারও তাই হইয়াছে। দোষ ইহাতে কি থাকিতে পারে? ঝি বলিল, বাবুটিও তাকে ভালবাসিয়াছেন। তাকে কেন তবে সে ভাল বাসিবে না? ঝির কথা যদি সত্য হয়—সত্যই হইবে, তারও ত তাই মনে হয়,—তবে সত্যই ত তিনি তার বর হইবেন।—

তার বাবাকে বলিয়া তাকে বিবাহ করিবেন। আহা, সে দিন কবে আসিবে! তখন ওঁ তার কাছেই সে থাকিবে, কত কথা তার শুনিবে,—আরও কত ভাল বাসিবে, আরও কত ভাল তার লাগিবে! তবে বড় লজ্জা করে। তা লজ্জা ত করিবেই। সবারই করে। এখন করিতেছে, শেষে আর করিবে না। তাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। তা কারও সামনে না পারুক্, লুকাইয়া একটু দেখিবে, তাতে দোষ কি? মা অত বোঝেন না। ঝি বলিয়াছে, যারা বুড়া হইয়াছে ভালবাসার মরম তারা বোঝে না। ঠিকই বোধ হয় বলিয়াছে। তা মাকে সে জানিতেও দিবেনা যে সে ওঁকে এত ভাল বাসিয়াছে।

কিন্তু—তবু যেন মনটার মধ্যে কেমন এক একটা খোঁচা দিয়া উঠে, যেন মনে হয় এটা ভাল হইতেছে না। না, ও কিছু নয়। মা দোষের মনে করেন, তারও তাই মনটা একটু কেমন কেমন করিয়া উঠে। মারই ভুল। না, এতে দোষ কি হইতে পারে? ভালবাসা ত ভাল কথা, সুখের কথা!

লজ্জা করিত, মাকেও ভয় করিত, আপনার মনটাও কখনও একটু খুঁৎ খুৎ করিত,—কিন্তু আর বিজলী আপনার মনকে সংযত করিতে পারিল না। যখনই উপরে কেহ না থাকিত, চোরের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া

সে রাস্তার পাশের সেই ঘরটিতে ঢুকিত, পর্দা একটু সরাইয়া দেখিত। কখনও তাকে দেখিতে পাইত, কখনও পাইত না। যখন পাইত না, ক্ষুণ্ন মনে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিত। যখন পাইত, আনন্দ যতই হউক, বড় লজ্জা করিত, একটু দেখিয়াই পলাইত। চোকে চোকে যদি কখনও পড়িত, লজ্জায় সে যেন একেবারে মরিয়া যাইত, অতি ত্রস্ত ছুটিয়া আসিত।

স্বর্ণময়ীরও যেন কেমন একটু সন্দেহ হইয়াছিল। বিজলীকে তিনি যেন চোকে চোকে রাখিতেছেন। নীচে হাজার কাজে জোড়া থাকিলেও, বিজলী উপরে আসিলেই তিনি যখন তখন আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। কখনও নীচে নিজের কাছে তাকে ডাকিয়া নিতেন, এমন অনেক কাজে তাকে নিয়োগ করিতেন, যে সব আগে কখন বিজলীকে তিনি করিতে বলিতেন না। ঝি এটা বেশ লক্ষ্য করিল।

সকালে একদিন বিজলী তার দাদার কাছে কি পড়া বুঝিয়া নিতেছিল, স্বর্ণময়ীর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দুই একবার চাহিয়া ঝি চুপি চুপি কহিল—"মা, একটি কথা তোমায় ব'লব,—কদিন ভাবছি—"

স্বর্ণময়ী যেন চমকিয়া উঠিলেন, হাতের কাজ রাখিয়া কহিলেন,—"কি ঝি? কি হ'য়েছে?"

ঝি মৃদুস্বরে কহিল,—"তা মা, আমাদের আর এ সংসারে কেই বা আছে? তবে তোমাদের কাছে আছি,—তোমরাই মা বাপ—দাদাবাবুরা দিদিমণি খোকাবাবু খুকুমণিরা—ওরাই এখন ছোট ভাইবোনের মত। তোমাদের ভাল মন্দ কিছু দেখ্‌লে প্রাণটায় নাকি বড় বাজে—"

স্বর্ণময়ীর বুকটার মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ঝি কি বলিতে চায়? কি ভালমন্দ সে দেখিয়াছে?

"কেন, কি হ'য়েছে? কিসের ভাল মন্দ?"

ঝি কহিল, "এই ব'ল্‌ছিলুম কি মা, দিদিমণির বে টে এখন দেবে না? এত বড় হ'য়েছে—"

হঠাৎ ঝি আজ এ কথা কেন বলে? স্বর্ণময়ী যেন থমকিয়া গেলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ, বড় ত হ'য়েছেই, চেষ্টাও উনি ক'চ্চেন। তবে ভাল ঘর বর পান না, টাকারও যোগাড় নেই—"

"তা মা, যে ক'রে হ'ক্, শীগ্‌গিরই দেখে শুনে বিয়েটা দিয়ে ফেল,—আর দেরী মোটেই ক'রোনা।—

"কেন লো? এ কথা কেন আজ বল্‌ছিস্?"

"ব'ল্‌ছি কেন? তা মা, তুমি কি কিছু দেখ না?"

স্বর্ণময়ীর মুখ শুকাইয়া গেল। "কি—"

"কি আর ব'ল্‌ব মা, তুমিও ত দেখ্‌ছ। ওই যে ওপারের

খালি বাড়ীটায় বাবুটি এসেছে,—উনি লোক ভাল নয়। নিশ্চয় কোনও বড় লোকের ঘরের কাপ্তানী ছেলে—ওরা না ক'র্ত্তে পারে এমন কাজ নেই। আমি ত দেখ্‌ছি—এসেছে অবধি হা ক'রে এই দিকেই চেয়ে থাকে। অবিশ্যি তাতে এমন কিছু দোষ হ'তনা, তুমি ত পরদা টাঙ্গিয়েই দিয়েছ। তা মা, দিদি-মণির এই সোমত্ত বয়েস, আর বাবুটিও দেখ্‌তে—তা সত্যি কথাও ব'ল্‌তে হয়—দেখ্‌তে যেন রাজপুত্তুরটির মত। (অতি চাপাস্বরে) আমি ত দেখ্‌ছি, দিদিমণি—কেউ যখন না থাকে—চোরের মত চুপি চুপি ওই ঘরে যায়—পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখে। দু তিন দিন আমার চোকে প'ড়েছে—"

স্বর্ণময়ী নির্ব্বাক্! কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। ঝির মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

ঝি বলিতে লাগিল, "তা মা, লোকে বলে, এই যৈবন কাল—তোমরা বে দেওনি—মনটা অমন থগ্‌বগ ক'রে ওঠে বই কি? চোকে চোকেই কত সব্বনাশ হ'য়ে যায়। একটা বাড়াবাড়ি না হয়, তাই ব'ল্‌ছিলুম কি—যে ক'রে হয়, একটি বর টর দেখে বিয়েটা দিয়ে ফেল। আর যদ্দিন না হয়, দিদিমণিকে একটু চোকে চোকে রেখো। আটকুঁড়ির ছেলে! কোত্থেকে এসে পয়দা হ'য়েছে! ইচ্ছে হয় মুখে মুড়ো ঝ্যাটা মেরে আসি!"

স্বর্ণময়ী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "হুঁ—আমারও, তাই

সন্দ একটু হ'য়েছে। তা দোহাই ঝি—এ কথা কাউকে ব'লিস নি যেন। আজই আমি বাবুকে ব'লব, তাড়াতাড়ি ক'রে একটা সম্বন্ধ দেখেন। খুব ভাল না হ'ক,—চলনসই যেমন পাওয়া যায়, কারও হাতে এখন দিয়ে ফেল্‌তে পাল্লেই বাঁচি বাছা।"

"হাঁ, তাই ক'রো। আর একটু চোকে চোকে দিদিমণিকে রেখো। আমিও অবিশ্যি রাখি—তবে—"

"তাই রাখিস্ বাছা,—আমি ত সর্ব্বদা পারিনে, কাজ-কর্ম্ম অনেক। তা তুই ঘরে আছিস্, আপনার লোকের মত দরদও একটা হ'য়েছে,—আমি যখন না পারি একটু চোকে চোকে ওকে রাখিস্ বাছা। ওঘরে যদি একলা কখনও যেতে দেখিস্, সঙ্গে সঙ্গে যাস্। ছাদে কখনও গেলেও সাথে সাথে যাবি।"

"তা যাব বই কি মা, তা যাব বই কি? তোমাদের নুন খাই, এইটুকু ভাল তোমাদের দেখ্‌ব না? আর ব'ল্‌তে কি মা, বয়সের কাল—বে হয়নি—মনটা একটু এদিক ওদিক টল্‌তে পারে। নইলে দিদিমণি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। নিজের বোন্‌টির মত ওকে আমি ভালবাসি। দেখি কি হয়,—বলে ক'য়ে বুঝিয়ে ওর মনটা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কর্‌ব—যদি মনের কথা ধ'ত্তে পারি। তা তোমরাও শীগ্‌গির একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখ। আর ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার কথাও বলি! ওমা, কি সব্বনেশে

লোক গা! গেরস্তর মেয়ে—না হয় একটু বয়েসই হ'য়েছে,—তা মুখপোড়া তুই কি বাইরের পথ চোকে দেখিস্ নে? যদি পাত্তুম মা, ঘাটের মড়ার মুখে নুড়োর আগুন জ্বেলে দিয়ে আস্তুম।"

স্বর্ণময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন। ঝি কহিল, "হাঁ, আর একটা কাজ ক'রো মা। দিদিমণিকে তুমি নিজে কিছু ব'লোনা,—ওতে কে জানে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে। আর কে জানে—হয়ত কিছুই নয়—মিছে কেবল মনে একটা নতুন কথা উস্কে দেওয়াই হবে। কথায় বলে—'ওরে পাগলা, শাক নাড়িস্ নে।' তা শীগ্‌গির ক'রে বিয়েটা দিয়ে ফেল, সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।"

"হুঁ—তা ঠিক বটে। আচ্ছা, তাই করা যাবে। তবে তুইও একটু চোক্ রাখ্‌বি, জান্‌লি।"

"তা আর ব'ল্‌তে হবে কেন মা?"

ঝি তার কাজে চলিয়া গেল। স্বর্ণময়ী কতক্ষণ নীরবে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর গভীর একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হাতের কাজে আবার হাত দিলেন।

রাত্রিতে স্বর্ণময়ী স্বামীকে সব কথা বলিলেন। মহীন্দ্র-বাবুও কিছু ভীত—উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বুঝিলেন,—খুব ভাল না পান, চলনসই গোছের একটি

পাত্র খুঁজিয়া অতি শীঘ্রই কন্যার বিবাহ দেওয়াটা দরকার। টাকা যা লাগে, অন্য উপায়ে না পারুন—স্ত্রীর গায়ে গহনা ত কিছু আছে—তাই বেচিয়াই না হয় সংগ্রহ করিবেন।

৬

পরদিন বৈকালে ঝি একটু সকাল করিয়া আসিল।—কাজকর্ম্ম সব তাড়াতাড়ি সারিয়া উপরে গেল।

স্বর্ণময়ী সূচ সুতা লইয়া ছোট ছেলেমেয়েদের কতকগুলি পুরাণ জামা মেরামত করিতেছিলেন। বিজলী ঘরের এক ধারে দেওয়ালের কাছে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একখানা খাতায় কি আঁকিচুকি কাটিতেছিল। ঝি বলিল, "চল না দিদিমণি, বেলা পড়েছে, ছাদে বেশ হাওয়াতে বসে তোমার চুলটা বেঁধে দিইগে।"

বিজলী খাতা পেন্‌সিল ফেলিয়া রাখিয়া মার মুখের দিকে চাহিল। মা কহিলেন, "তা বেশ ত, যা না, চুল বাঁধা হ'লে অম্‌নি কাপড়গুলো দুজনে তুলে নিয়ে আসিস্।"

ছাদে গিয়াই বিজলী রাস্তার ওপারে সেই বাড়ীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চোক ফিরাইয়া নিল। মুখখানি ভরিয়া লজ্জার ঈষৎ লালিমা ফুটিয়া উঠিল

ঝি একটু হাসিল; কহিল,—"ছাদে ত কেউ নেই; শুধুই এত লজ্জা! ভালবাস্‌লে এমনিই হয় বটে।"

"যাও! আমি বুঝি তাই দেখছিলুম?"

"তবে কি দেখছিলে?"

"কি দেখব, এমনিই চোক প'ল ওদিকে"—বলিতে বলিতে বিজলী আর একবার সেই ছাদের দিকে চাহিল। ঝি কহিল, "চোক বুঝি কেবল ওই দিকেই যায়?"

"যাও তুমি ভারি দুষ্টু ঝি, এখন চুল বেঁধে দেবে ত দাও, না হয় আমি চ'লে যাই।"

"তা দাঁড়িয়ে ত চুল বাঁধা যায় না। তোমার যে বস্‌তেই মোটে গা নেই।"

"না গা নেই। কি যে বল, গা থাক্‌বে না কেন?"

"এখন থাক্‌তে পারে, তবে বেলাটা আর একটু প'লে, কে জানে হয়ত থাক্‌বে না।" ঝি আবার তেমনই চটুল চোকে হাসিয়া ওপারের ছাদের দিকে একবার চাহিল।

"যাও, আমি চুল বাঁধব না, নীচে যাই চলে।"

বিজলীর হাত টানিয়া ধরিয়া ঝি কহিল, "না দিদিমণি, বসো বসো, দিচ্ছি চুল বেঁধে। ছি, মা কি মনে করবেন?"

একধারে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, বিজলী সেই ছায়ায় গিয়া বসিল। ঝি তার চুল খুলিয়া তাহাতে চিরুণী দিতে-দিতে

বলিল, "সত্যি দিদিমণি বড় চমৎকার চুলগুলি তোমার! পিঠভরা যখন এলিয়ে পড়ে; কি যে সুন্দর দেখায়! চুলের গোছা এমনি এলিয়ে দিয়ে যদি মাথায় একটা রাঙা ফিতে খোঁপায় বেঁধে রাখ, তবে যে চেহারাখানি খোলে! দেখলে লোকের তাক্ লেগে যায়। তাই ক'রে দেব দিদিমণি?"

"না, মা যদি গাল দেন?"

"তা মাকে সুধিয়ে আসি না? রাগ কেন ক'রবেন?"

"লাল ফিতে যে নেই।"

"তা হ'লে আজ মাকে বল্ব, দাদাবাবুদের ব'লে বেশ চওড়া দেড়-গজ লাল রেশমী ফিতে কিনে আনিয়ে দেন। ঐ যে হগ্ সাহেবের বাজার আছে, কত মেয়েরা ত সেখানে বেড়াতে যায়। তোমায় যদি এক দিন যেতে দেন, নিজে দেখে পছন্দ ক'রে কিনে আন্তে পার। কেমন সব চওড়া ফিতে, আর কত যে খাসা খাসা জিনিষ সেখানে পাওয়া যায়! আর সে কি বাজার, যেন ইন্দ্রপুরী! সন্ধ্যে হলে যখন সব ইলেক্‌ট্রি আলো জেলে দেয়, আর সায়েবদের মেয়েরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে,—মনে হয়, সে যেন এ পৃথিবীর কোনও যায়গা নয়, একেবারে অপ্সরাদের নন্দন-কানন! যাওনি কখনও দিদিমণি?"

"ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একদিন গিয়েছিলুম—সে

বিকেলে—একটু-একটু মনে আছে। বেশ সুন্দর সাজান,—বাজার বলে মনে হয় না।"

"কত বড় বড় মেয়েরাও বেড়াতে যায়। বাবু যে তোমাদের কোঁথাও বেরোতে বড় দেন না। নইলে দাদাবাবুরা এক দিন সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে নিয়ে গেলেও পারেন। বল্লে ত আমিও টেরামে করে তোমায় নিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি।"

"ওমা! একা তোমার সঙ্গে কি ক'রে যাব? আমি যে বড় হয়েছি এখন।"

"তা গেলে এমন দোষই বা কি? আমি ত তোমাদের ঘরের লোকের মতই। কেন আমায় কি পর মনে কর দিদিমণি?"

"না পর ব'লে নয়। তবে তুমি মেয়ে মানুষ কি না—"

"তা হলুমই বা মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ বলে কি আমরা এমন্নিই অপদার্থ যে ইচ্ছেমত একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখেশুনেও আস্তে পারব না। আমাদের এই পোড়া দেশেই মেয়ে মানুষ ব'লে যত ঘেন্না—যেন তাদের মানুষের আত্মা নেই! এই ত মেম সাহেবরা—তারাও ত মেয়ে মানুষ বটে—কেমন ইচ্ছেমত বেড়ায়, যেখানে খুসী যায়—কেউ কি তাদের কেড়ে নেয়?"

"তা তাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়?"

ঝি উত্তর করিল,—"হয়, না সেই ত দুঃখ, কিন্তু কেন হবে না? তারাও মেয়ে মানুষ, আমরাও মেয়ে মানুষ। তবে আমাদের নাকি সব খাঁচার পাখীর মত আট্‌কে রেখেছে, তাই সকল সুখে বঞ্চিত হ'য়ে আছি। তবু আমরা ছোট ঘরের মেয়ে, চাকরী ক'রে খাই—ইচ্ছে মত চ'লতে ফিরতে পারি,—অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু তোমাদের যে দুর্গতি, তা আর বল্‌তে নেইকো। এই যে জীবনের সব চেয়ে বড় সুখ ভালবাসা, তাতেও তোমাদের কত বাধা! যতই না একজনকে ভালবাস, তার দিকে চোক তুলে চাইবার যোটি নাই। নিজের মনে মনেই কত লজ্জা পাবে, যেন কত বড় অপরাধই একটা হ'চ্চে। ঐত মেম-সাহেবদের কথা শুনেছি, যার সঙ্গে ভালবাসা হয়, কত তাদের সঙ্গে মেলে মেশে, কত নাচ গান করে, কত বেড়ায়, কত চিঠি লেখে, কেউ তাতে কিছু বলেনা। আর ব'ল্লেই কি তারা তা শোনে? কারও সঙ্গে ভালবাসা হ'য়েছে, বাপ মা হয় ত অপছন্দ করে বিয়ে দিতে চায় না, পালিয়ে তার সঙ্গে দূরে কোথাও চলে যায়,—গিয়ে শেষে বিয়ে করে।"

"ওমা কি সর্ব্বনাশ! বাপ মা কিছু বলে না?"

"কি ব'ল্‌বে? আর ব'ল্‌বেই বা কি ক'রে? পালিয়ে যখন যায়, টের পেলে ত ব'ল্‌বে।"

"কে বিয়ে দেয় ?"

"কে দেবে ? নিজেরাই করে।"

"ওমা, সে আবার কি ! নিজেরা বিয়ে করে ? তাই কি হোতে পারে ?"

"সাহেবদের দেশে তা হয়। শুনেছি, আমাদের দেশেও নাকি আগে বর কনে আপনারা আপনারাই বিয়ে কত্তে পারত। আজকালই দেশের কপাল পুড়েছে,—নইলে সেকালে এমন ছিল, বয়সের কালে ভালবাসাবাসি হলে নিজেরা লুকিয়েও বিয়ে ক'ত্ত। এই রকম বিয়েকে নাকি গন্ধর্ব্ব বিয়ে বলে। শকুন্তলার গল্প পড়নি দিদিমণি !"

"হাঁ, পড়েছি।"

"তারও ত রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল। বাপ জান্‌ত না, পিসী জান্‌ত না, কেউ আর জান্‌ত না। কেবল দুটি সই ছিল, তারাই জান্‌ত। তা এসব মিলন সইরাই ঘটায় কি না ! আরও কত এমন গল্প আছে। তোমরা ত থিয়েটার দেখ্‌তে বড় যাও না,—আমি মাঝে মাঝে যাই। নাটকে কত ভালবাসাবাসির কথা—লুকিয়ে দেখা-শুনার কথা, কুঞ্জবনে নায়ক-নায়িকার কত মিলনের কথা, নায়িকাকে নিয়ে নায়কের পালিয়ে যাবার কথা, কি সুন্দর ক'রেই লিখেছে। আর, কি সুন্দর ক'রে দেখায়—যেন হুবহু সব

চোকের সাম্‌নে হ'চ্ছে! যদি দেখ, তাহ'লে বুঝ্‌তে পার। আর সেই যে নায়ক নায়িকে—তারা কি যে সে লোক! সব রাজপুত্তুর আর রাজকন্তে—আর না হয় তেম্‌নিধারা বড় বড় ঘরের সব ছেলে মেয়ে! কেবল কি তাই?—গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়েও কত নাটকের নায়িকে আছে, রাজপুত্তুর কি বড় বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গে তাদের কত ভালবাসাবাসি হ'চ্চে। মেয়ে মানুষের খুব রূপ থাক্‌লেই সে নাটকের নায়িকে হ'তে পারে। শকুন্তলা যে বনে মুনির ঘরে বাকল পরে থাক্‌ত, তবু রাজা দুষ্মন্ত তাকে দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠ্‌ল, কত চোকে চোকে চাউনি—কত লুকিয়ে দেখা শুনো, শেষে ত কাউকে না জানিয়ে বিয়ে ক'রেই ফেল্লে।"—

বিজলী কহিল, "হাঁ, বাপ তখন তপোবনে ছিলনা,—তবে পিসী ছিল, আরও কত মুনি ঋষিরা ছিল,—তা সত্যি কাউকেও ত কিছু জানালে না? কেবল সখীরা দুইজনে জান্‌ত,—নিজেরাই গন্ধর্ব্ব বিয়ে ক'ল্লে।"

"তাইত! জানাবে কেন? ভালবাসাবাসি হলে, তখন গন্ধর্ব্ব বিয়েই নায়ক নায়িকারা ক'ত্ত। আর জানাতে গেলে ওই বুড়ো পিসী, ওই সব বুড়ো বুড়ো মুনি ঋষি—ওরা কি ভালবাসার মর্ম্ম কেউ বুঝত! হয় ত একটা বাধা বিপত্তি ঘটাত, তাই লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেল্লে। বিয়ে হ'য়ে গেলে ত আর

কেউ কিছু ব'লতে পারবে না। ওই ত! বাপ এসে যখন শুনল, অমনি শকুন্তলাকে তারা বরের ঘরে পাঠিয়ে দিল। তবে দুর্ব্বাসা মুনির শাপ ছিল, প্রথমটা কিছু দুঃখ পেতে হয়। তা শেষে ত আবার মিলন হ'ল, কত সুখে দুজনে রইল। শকুন্তলা নাটকখানি বড় খাস্সা নাটক।"

বিজলী কহিল, "থিয়েটারে বুঝি শকুন্তলা নাটক খুব হয়।"

ঝি উত্তর করিল—"শকুন্তলা হয়, আরও কত অমন খাসা খাসা নাটক হয়। তোমরা ত বড় একটা যাওনা,—দেখ্‌বে কি?"

"বাবা পছন্দ করেন না—মারও ওসব বাই নেই। অনেক দিন হ'ল একবার প্রতাপাদিত্য দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। আর কোনও নাটক দেখিনি।"

"ওটা ভাল নাটক নয়। নাটকের আসল রস যে ভালবাসাবাসির কথা, ওর মধ্যে কিচ্ছু তা নেই। কেবল মারামারি কাটাকাটি, কেমন তাই নয়?"

"তা লেগেছিল ত বেশ তখন।"

"সে তখন ভালবাসার মর্ম্ম ত বোঝ নি—তাই ঐ মারামারি কাটাকাটিই ভাল লেগেছিল।"

"তুমি বুঝি খুব থিয়েটার দেখ ঝি!"

ঝি উত্তর করিল, "খুব আর কই দেখি,—এই মাঝে মাঝে

যাই। গরীব লোক, আমরা পয়সা অত কোথায় পাব? তবে বড্ড ভাল লাগে। এক দিন—বলছি ত তোমায়—ভালবেসেছিলুম, মনের মানুষও পেয়েছিলুম, তা সে সুখ পোড়া কপালে ত টিকল না। তবু পরের সুখ দেখ্‌লেও মনটায় একটু শান্তি পাই। থিয়েটার ছাড়া কোথায় আর তা দেখ্‌ব দিদিমণি? তাই যখন পারি, যাই। কত যে ভাল লাগে! ইচ্ছে করে রাতদিন ব'সে দেখি।"

ঝি বড় গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িল। বিজলীও একটি নিশ্বাস ছাড়িল। ঝির জন্য তার বড় দুঃখ হইতেছিল। একটু পরেই ঝি আবার কহিল, "তা— একদিন থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে দিদিমণি?"

"বাবা কি আর যেতে দেবেন? কার সাথেই বা যাব?"

ঝি কহিল, "যেতে ত আমার সঙ্গেও পার। আমি কত যাই, সব জানি শুনি, বেশ তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আন্‌তে পারি।"

"তা বাবা যেতে দেবেন না। তবে বল্লে দাদারা কেউ নিয়ে যেতে পারে।"

ঝি কহিল, "আগে আমি ওই শ্যামবাজারে এক বাড়ীতে কাজ কত্তুম। সে বাড়ীতে মেয়েদের খুব থিয়েটারের বাই ছিল। কত দিন লুকিয়ে তারা আমার সঙ্গে থিয়েটারে গেছে।"

"ওমা! বাড়ীর পুরুষরা গাল দেয় নি?"

"সে এমন একটা চালাকী টালাকী করে যেত যে কেও টের পায় নি। টের যেদিন পেত, গাল দিত বই কি? তা তখন আর গাল দিয়ে কর্‌বে কি?"

ঝি হাসিয়া উঠিল। আবার কহিল, "ইচ্ছে যদি তেমন হয়, কে না কি কত্তে পারে? এই ধরনা, তুমিই যদি যেতে চাও, একটা ফন্দি সন্দি ক'রে কি তোমাকেই আমি নিয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারি না? খুব পারি।"

বিজলী একটু শিহরিয়া কহিল, "ও বাবা! সে আমি পার্‌বনা। বড্ড ভয় করে।"

"ওমা, তা ত কর্‌বেই। কখনও ত এমন বেরোওনি কোথাও? তবে ভরসা ক'রে দুই একদিন গেলে শেষে আর ভয় করে না। তা ওঠ এখন, চুল বাঁধা হ'ল, কাপড় টাপড় গুলো তুলে নিয়ে নীচে যাই।"

আঁচলে ঝি বিজলীর মুখখানি বেশ করিয়া পুছিয়া দিল। দুজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ও বাড়ীর ছাদেও তখন বেশ ছায়া পড়িয়াছে। বাবুটি খালি গায়ে ছাদের উপরে একখানি চেয়ারে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন।

ঝি আস্তে আস্তে কহিল, "বাঃ! ঐ যে! দেখ দিদিমণি; কি সুন্দর চেহারাখানি!—সত্যিই যেন নাটকের রাজপুত্তুর নায়কটি!"

· বিজলীও চাহিয়া দেখিল, আজ আর ঝির কাছে অতটা লজ্জা তার করিল না। ঝি কহিল, "চল না কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসি।" বিজলীর হাত ধরিয়া ঝি রাস্তার দিকে রেলিংএর কাছে গেল। তাদের সাড়া পাইয়াই যেন বাবুটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, চোকে চো্কে পড়িল। বিজলী আর পারিল না। ঝির হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আড়ালে গিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইল।

ঝি বাবুটির দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বিজলীকে ডাকিল, "বাঃ! পালালে কেন দিদিমণি? এস না, আমি একা এত কাপড় কি করে' নেবগো?"

বিজলী তার সলজ্জ হাসিমাখা রাঙ্গা মুখখানি একটু বাহির করিয়া, মৃদুস্বরে কহিল, "কাপড়গুলো তুমি তুলে নিয়ে এসনা। আমি ত আছি এইখানে।"

একবার ও বাড়ীর ছাদের দিকে চকিতে চাহিয়াই বিজলী মুখ সরাইয়া নিল! বাবুটি এই দিকেই চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছিলেন,—সেই ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি—তার দিকে চাহিয়া কি মধুর হাসিটুকুই তায় ফুটিয়াছিল! বিজলীর প্রাণটা ভরিয়া সেই হাসিটুকু যেন হিল্লোল খেলিয়া গেল। সমস্ত প্রাণ সেই হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কি পোড়া লজ্জা! একটিবারও সে আর মুখ বাহির করিয়া চাহিতে পারিল না।

৭

সে দিন রবিবার, দুপুরে মহীন্দ্র বাবু আহারে বসিয়াছেন, বৃদ্ধা পিসী শ্যামাশশী নিজের নিরামিষ পাকের কয়েকপদ তরকারী লইয়া আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। অন্য দিন ৯।১০টার মধ্যেই মহীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আফিসে চলিয়া যান, শ্যামাশশী তখন পূজা আহ্নিকই সারিয়া উঠিতে পারেন না। রবিবারে মহীন্দ্রবাবু একটু বেলায় আরাম বিরামে খাইতেন। পিসীমাও দুই তিন পদ তরকারী রাঁধিয়া আনিয়া নিজের হাতে তাহার পাতে দিতেন,—সম্মুখে বসিয়াও বহুবিধ স্নেহব্যঞ্জনা করিতেন।

"হাঁ বাবা মহীন্, বিজলীর বে থার কিছু ক'র্‌লি ?"

"কেন ?" মহীন্দ্র বাবু একটু চমকিয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বিজলীর দিকে চাহিলেন। পিসীমাও কি তবে এই সব কিছু টের পাইয়াছেন ?

"কেন ! ওমা বলে কি ? মেয়ের কি বে' দিবিনে ? কত বড় থুবড়ো হ'য়ে উঠেছে, ওই মেয়ে আইবুড় আর রাখতে আছে ? ওতে যে পাপের ভাগী হ'তে হয়। গাঁ ঘর ছেড়ে দিয়ে কল্‌কাতায় বাসা করে আছিস, নইলে যে জাত যেত।"

বিজলী কাছে দাঁড়াইয়াছিল, শ্যামাশশী তার দিকে চাহিয়া

আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। মহীন্দ্রবাবু ও স্বর্ণময়ীও যুগপৎ কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিজলী বড় লজ্জা পাইল, আনতমুখে বাহির হইয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেল।

মহীন্দ্র বাবু কহিলেন, "দেব বই কি দেব বই কি পিসীমা, মেয়ের বিয়ে কি আর না দিয়ে চলে? তবে পাচ্চিনে খুঁজে সুবিধে মত, মেলা টাকাও লাগে—কি করি, বল?"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "তেমন গরজই দেখি নে কিছু। ভাল করে একটু খুঁজে দেখ্‌লেই হয়। একেবারে রাজপুত্তুর নেই বা হ'ল—চলনসই একটি ছেলে খুঁজলে কি সত্যি মেলে না? ব'লছি ত—আমার গয়না গাঁটি যা আছে, তাই বেচেই না হয় দেও।"

"গয়না বেচ্‌লেই ত মেয়ের বিয়ে হয় না। পাত্রও ত একটি চাই। আর সেটিও কিছু মানুষের মত হওয়াও আবশ্যক বটে।"

শ্যামাশশী কহিলেন, "আর কি পোড়ার দশাই হ'য়েছে! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা না হ'লে নাকি মেয়ের বিয়ে হ'বে না। আবার গা-ভরা সোণাও দিতে হ'বে। সবাই ত চাকরী বাকরী ক'রে পয়সা রোজগার ক'চ্ছে—আগে আর কজনেই বা চাকরী কত্ত? তবু এত টাকায় খাই কেন বাপু?"

মহীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "টাকা এমন জিনিষ পিসীমা —যত লোকে পায়, তত আরও চায়।"

"এত টাকা দিয়ে কি করে? এই যে রোজগার ক'চ্চে, তবু ত কারও কুলোয় না। হা হা—টা টা লেগেই আছে। তোর ঠাকুরদাদা শুনেছি মাসে মোটে ৫০টি ক'রে টাকা উপায় কত্তেন, তবু পাঁচটা পাল পার্ব্বণ বাড়ীতে হ'ত, দশ জন খেত দেত। আর তুই মাসে দেড়শো দুশো টাকা ক'রে পাচ্চিস,—বাসা খরচ ক'রেই ত আর কুলোয় না কিছু।"

"সে দিনকাল যে আর নেই পিসীমা। মাগ্‌গি সব হয়েছে কত, খরচ বেড়েছে কত।"

শ্যামাশশী বলিতে লাগিলেন, "আমার যে বিয়ে হ'ল—মোটে নয় বচ্ছর বয়স তখন আমার—একটি পয়সা তাদের দিতে হ'ল না। সোণাদানাও বেশী লাগেনি হাতে রূপোর বালা, একখানা আর তাবিজ; একটু পাতবাজু কেবল দিয়েছিলেন সোণার। পায়ে মল বেঁকী, কোমরে গোট—ঢের গয়না হয়েছিল। আর মার গলায় মটরদানা ছিল,—তিনি ব'ল্লেন, গলাটা খালি থাকবে, ঐটেই ওকে দিই। আর যে নথ একটা দিতে হ'য়েছিল, এই ছোট্ট এতটুকু—নয় বছরের মেয়ে ত, কত বড় নথই আর লাগ্‌বে? আমার পিসীমা ছিলেন—এক এক কাণে একেবারে চার পাঁচটা ক'রে ছেঁদা ক'রে দেন—সে

ছেঁদাগুলোর মুখ এইযে এখনও রয়েছে! তা কাণ ভরে অত গয়না কে দেবে? তবে কাণে নাকি একটু সোণা দিতে হয়, দুটি আংটি গড়িয়ে বাবা আন্‌লেন। শ্বশুরবাড়ী যখন গেলাম, গয়না দেখে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল! খুঁৎ যা ছিল, ওই কাণে কেবল ওই দুইটুকু আংটি।—তা আমার শ্বশুর শেষে ঝুম্কো গড়িয়ে দিলেন। কোথাও যখন বেরোতাম, লোকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ত, সমানবয়সী বউরা কত হিংসে ক'র্ত্ত। আর এখন কত যে লাগে! মাগো, এত সোণা চক্ষেও ত তখন আমরা দেখিনি!"

"তাই ত পিসীমা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া এত শক্ত হয়ে উঠেছে এখন।"

পিসীমা কহিলেন, "তা টাকাও ত বেশী রোজগার করিস্ তোরা। বাবা মোটে দশটি ক'রে টাকা মাসে আন্‌তেন, আর তুই আন্‌ছিস্ দেড়শো। কত বেশী হ'ল, হিসেব ক'রে দেখ্ দিকিন্! বেশী গয়না যদি লাগে, কেন দিতে পার্‌বিনি?"

মহীন্দ্র বাবু একটু হাসিলেন।—এই সব অর্থ নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বৃদ্ধ পিসীমাতার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা বৃথা।

শ্যামাশশী কহিলেন, "আসল কথা কি জানিস্ মহীন—

বিয়ে যে হয় না—কেন হবে? তোদের যে ধর্ম্মে মোটে মতি নেই। টাকায়ও তাই কুলোয় না কিছু। ধর্ম্ম যে ঘরে নেই, সে ঘরে কি লক্ষ্মী থাকেন? আর কুমারী মেয়ে, ওদের ব্রত নিয়ম ক'ত্তে হয়, দেবতাকে ডাক্‌তে হয়, তবে ত ফুল ফুট্‌বে, প্রজাপতির দয়া হবে! বর না মেয়েমানুষের শিব, আরাধনা না ক'ল্লে কেউ সেই শিবকে পায়? তা বৌমাকে কত বল্লুম, বলি মা, মেয়েকে ব্রতনিয়ম করাও, শীগ্‌গির বিয়ে হবে। তা আবাগীর মেয়ে যদি আমার কথা একদিন কাণে তুল্লে! তোদের সব একেলে খিষ্টেনী মত, বেম্মজ্ঞানী হয়েছিস্, দেবতা ধর্ম্ম কিছু মানিস্ নে। তা মেয়ের মতি গতি ভাল ছিল,—ওই ত সেদিন সন্ধ্যে বেলায় আমি জপ ক'চ্ছিলুম ব'সে, আমার পূজোর ঘরে ঢুকে—মহাদেবের ছবি ছিল দেয়ালে—কত ভক্তি ক'রে প্রণাম ক'ল্লে! তা মহাদেব ভোলানাথ হ'লেও একদিন দৈবি একটা প্রণাম ক'ল্লেই কি অমনি ভুলে যাবেন?"

মহীন্দ্রবাবু একটু হাসিলেন। স্বর্ণময়ী কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা বেশ ত—ব্রত নিয়ম যদি কিছু পারে ত করুক না। আমি ত জানিনা কিছু, আপনিই ব্রত পূজো কিছু করান না?"

মহীন্দ্রবাবু যে বাস্তবিক ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন তা নয়।

তবে এখন ইংরেজিশিক্ষিত বাবুসমাজে যেমন সচরাচর দেখা যায়—হিন্দুসমাজভুক্তই আছেন, কিন্তু ধর্ম্মে বিশেষ কোনও আস্থা নাই, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদিও গৃহে কখনও কিছু হয় না। চাকরী বাকরী করা, খাওয়া দাওয়া, ছেলেপিলেদের ইস্কুল-কলেজে পড়ান, পরিবারের জন্য যথাসাধ্য বা যথাপ্রয়োজন বস্ত্রালঙ্কারাদির আহরণ, আর অর্থ ও অবসর হইলে তদনুরূপ কখনও কিছু আমোদ প্রমোদ,—ইহা ব্যতীত মানবজীবনে আর কোনও কর্ম্ম, চিন্তা কি সাধনার আর কোনও লক্ষ্য আছে বা থাকিতে পারে এ কথা যে কখনও ইঁহাদের মনে হয়,—এরূপ লক্ষণ কচিৎ দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধেয় কোনও তত্ত্ব আছে কি না, অনুষ্ঠানে কোনও সার্থকতা আছে কি না, তাহা শিখিবার কি বুঝিবার কোনও সুযোগও বড় কাহারও হয় না। এরূপ কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা, এ দেশে নাই। যাহা আছে, তাহাতে ইহার প্রতি অবজ্ঞাই জন্মে, শ্রদ্ধা বড় হয় না। ইঁহারা দেখেন, অজ্ঞ প্রাচীনারাই ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়া গৃহে একটা উপদ্রবের সৃষ্টি করেন—যাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝা যায় না,—অনর্থক কেবল কতকগুলি অর্থব্যয়ই হয়। এই সব ব্রতসম্পাদনে অথবা কোনও পালপার্ব্বণ বা বিবাহশ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোহিত যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও কোনরূপ শ্রদ্ধার

উদ্রেক কাহারও চিত্তে করিতে পারেন না। উদ্রেক যদি কিছু করেন, তবে তাহা শ্রদ্ধা ত নয়ই, বরং তাহার বিপরীত অন্য কিছু ভাব। বাবু যাই করুন, আহারে বিহারে যতই ব্যভিচারী হউন, গৃহে মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের কিঞ্চিৎ কদলী-তণ্ডুল-প্রণামী-দক্ষিণাদি প্রাপ্তির পক্ষে উদাসীন থাকিলেই ইঁহারা যথেষ্ট ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আর বাবু যদি কখনও কোনও অনুষ্ঠানের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, তবে ইঁহাদের ত কথাই নাই, ইঁহাদের সম্পূজিত দেবদেবীরাও যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রসন্নবদনে ধন্য ধন্য করিতে থাকেন!

এ অবস্থায় যাহা হইতে পারে, ইংরেজিশিক্ষিত নাগরিক বাবুদের অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। মহীন্দ্র বাবু ঠিক এই রূপই একজন নাগরিক চাকুরে বাবু,—তাঁহার স্ত্রীও তাঁহারই মত আবার একজন নাগরিক চাকুরে বাবুর কন্যা। সুতরাং অহিন্দু, বা ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান না হইলেও গৃহে দেবার্চ্চনাদি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম কখনও হয় না। পিসীমা যাহা করিতেন, তাহা এই গৃহের বা পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানের মত কেহ মনে করিতেন না। পিসীশাশুড়ীর সঙ্গে কচিৎ কখনও গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, কোনও দেবালয়ে কখনও গেলে প্রণাম করিতেন, কিছু প্রণামী দিয়া আসিতেন। ইহা

ব্যতীত আর কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্ণময়ীর কোনও রূপ আসক্তি বা আগ্রহ কখনও দেখা যায় নাই। শ্যামাশশী বিজলীকে ব্রত করাইবার কথা মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন। ইহাতে যে স্বর্ণময়ীর বাস্তবিক কোনও আপত্তি ছিল তা নয়, কারণ বিপরীত কোনও ধর্ম্মমত তিনি বা তাঁহার স্বামী কখনও পোষণ করিতেন না। তবে এ সব নিজে কখনও করেন নাই, কাহাকে করিতেও বড় দেখেন নাই, তাই কোনও শ্রদ্ধা বা আগ্রহ তাঁহার এদিকে ছিল না। পিসীমা নিজে যদি উদ্যোগী হইয়া করাইতেন, তাহাতে বাদী তিনি হইতেন না। হয় ত বা একটু হাসিতেন, নিষেধ করিতেন না। কিন্তু শ্যামাশশীও ততদূর উদ্যোগী কখনও হন নাই। মনে মনে তাঁহার একটা ধারণা হইয়াছিল, ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, দেবতাধর্ম্ম কিছু মানে না, ব্রত নিয়ম পছন্দ করে না।

কয়েকদিন যাবৎ কন্যার জন্য স্বর্ণময়ীর মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। শ্যামাশশীর কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল সত্যই যদি ব্রতনিয়ম কিছু করে, দেবতাধর্ম্মে ভক্তি হয়, হয়ত তার সুমতি তাহাতে হইবে। তাই তিনি বলিলেন, ব্রতনিয়ম যদি বিজলী কিছু পারে ত করুক না? তিনি নিজে ত জানেন না কিছু, পিসীমাই উদ্যোগী হইয়া করান না?

শ্যামাশশী কহিলেন, "তাইত মা, কি ব্রতই বা এখন করাব? বৈ'শেখ মাস ত গেল, চাঁপাচন্দনের ব্রত আর এ বছর হ'ল না। ফলদানও ত মাসের প্রথম থেকেই আরম্ভ ক'ত্তে হয়। পঞ্চমীর ব্রত নিতে হয় শ্রীপঞ্চমীতে। মাঘমণ্ডল ত মাঘমাসে করে। যমপুকুর হবে কার্ত্তিকে—সেও ত অনেক দেরী আছে। জষ্ঠিতে করে সাবিত্রী ব্রত, আর ষষ্ঠী—সে ত বারমাসই আছে—তবে নিতে হয় আগোণে। ওমা কি ব'লছি—হি—হি—হি! বিয়ে হয়নি সাবিত্রী ব্রত কি ক'রে করবে? আরে ছেলে হ'লে ত ষষ্ঠী। হি—হি—হি—হি!"

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন! মহীন্দ্রবাবুর ইতিমধ্যে আহার হইয়াছিল, তিনি উঠিয়া আঁচাইতে গেলেন।

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "তা হ'লে আর কি ব্রত করাবেন এখন? কার্ত্তিকের আগেও কি বিয়ে হবে না?"

"ওমা, তা না হ'লে আর হবে কবে গো?"

স্বর্ণময়ী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "শুনেছি ত মহাকালী পাঠশালার মেয়েরা শিবপূজো করে—"

"কোন্ মেয়েরা ব'ল্লে মা? মহাকালীর মন্দির কোথায় আছে? কই, কখনও ত যাই নি সেখানে?"

"মন্দির নয় পিসীমা, মেয়েদের একটা ইস্কুল আছে,

তার নাম মহাকালী পাঠশালা, সেই ইস্কুলে মেয়েদের শিবপূজো করায়।”

“ইস্কুলে শিবপূজো করায়? ওমা, এমন কথা ত কোথাও শুনি নি!”

“সেই ইস্কুলে তাই শেখায়। তা মেয়েরা যদি শিবপূজো ক’ত্তে পারে, তাই বরং ওকে করান না?”

শ্যামাশশী কহিলেন, “বিয়ের আগে ত শিবপূজো ক’ত্তে কাউকে দেখিনি। ইস্কুলে যা খুসী তাই করুক গে বাছা, ঘরে—কে জানে, যদি কিছু মন্দ টন্দ হয়—কাউকে ত ক’ত্তে কখনও দেখিনি মা, তাই ভাবছি। তা বরং কোনও বামুনকে শুধোব। তা শিবপূজো না করুক—ব্রতই বা কি কর্‌বে এখন দেখ্‌তে পাই নে—তবে দেবালয়ে টেবালয়ে মাঝে মাঝে যদি যায়, প্রণাম করে, ভক্তি টক্তি যদি হয়, তাহ’লে দেবতা দয়া কর্‌বেন বই কি? এই ত কালীঘাটে মা কালী আছেন, তিনিই ত মহাকালী, ইস্কুলে কি আর প্রত্যক্ষি হ’তে তিনি আসেন? আবার পাশেই বাবা নকুলেশ্বর আছেন—মহাকালীর মহাশিব হ’লেন তিনি। তা চল না মা, এই শনি কি মঙ্গলবারে একদিন ওকে নিয়ে যাই, পূজো দিয়ে প্রণাম ক’রে আসিগে। কি বল?”

“তা—মন্দ কি? গেলেই হ’ল। ওঁকে বলি, যেদিন সুবিধে হয় পাঠিয়ে দেবেন।”

মহীন্দ্র বাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। স্বর্ণময়ীও আহারাদি সারিয়া ছুটি পাণ মুখে দিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বলিলেন।

"হাঁ, খোঁজ কিছু ক'রলে ?"

মহীন্দ্র বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "ও সব তোমার মিছে আশা। বর্দ্ধমানের ওদিকে ওদের বাড়ী। বাবা জমিদার,—বড় লোকের খোস্‌খেয়ালী ছেলে—কল্‌কেতায় থাকে, আমোদ আহ্লাদ ক'রে বেড়ায়।"

"তা—"

"তা টা আর এর মধ্যে কিছু নেই। ও সব বনেদি জমিদারের ঘরে আমাদের মত লোকের মেয়ে নেয় না।"

"তা ছেলের যদি মেয়ে তেমন পছন্দ হয়—"

"বাপে ছেলেতে লড়াই বেধে যায়। আর তা হ'লেও ঐ সব ছেলের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ের কখনও সুখ হয় ?"

"তা তেমন কিছু বদখেয়াল যদি অভ্যেস না হ'য়ে থাকে,—বিশ্রী মাতাল টাতাল ব'লেও ত বোধ হয় না—দেখেছি পড়ে শোনেও খুব, সন্ধ্যের পর নিজে গান বাজনা করে, ছুই একটি ভদ্রলোক কখনও আসে, কোনও হৈ রৈ গোলমেলে আড্ডাও কখনও দেখি নি।"

"হুঁ—তুমিও ত দেখ্‌ছি—তা এই বুড়োকালে শেষে—বলি হ্যাঁগো. আমায় একেবারে অনাথ ক'রে পালিয়ে যাবে না ত ?"

মহীন্দ্র বা ? মুচ্‌কি হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।

"যাও—কি যে ব'লছ! একেবারে কাণ্ডজ্ঞান যেন লোপ পেয়েছে! মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে—"

"বাজে কথাই ত কেবল হচ্ছে—কাজে কিছুই হবে না, হতে পারে না।"

"তা যদি ওকে পছন্দ ক'রে খুব ভালবেসে বিয়ে করে, তেমন মন্দ ত কিছু নয়—শুধ্‌রে যাবে।"

"শোধরায় ত নি এখনও। ঘরে নাকি বউ আছে—অবশ্য সুন্দরই হবে—"

"ওমা বিয়ে হয়েছে! তা বল্‌তে হয়!"

"তা ছাড়া,—ওরা জেতে বামুন, সতীনের ঘরে দিতে চাইলেও কায়েতের মেয়ে নেবে না!"

"আ কপাল! তবে আর মিছে এত কথা কেন? কিন্তু—লোক ত তবে ভাল নয়।"

"এতক্ষণ ত নেহাৎ মন্দ ছিল না। এখন মেয়ের বিয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে লোকটা একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেল!"

স্বর্ণময়ী উত্তর করিলেন, "তা যা খুসী হ'ক্‌গে। এখানে এসে কেন বাসা করেছে?"

"বাড়ীটা খালি ছিল, পছন্দ হ'ল, করেছে। ক'ল্‌কেতাতে

কত রকম লোক পাশাপাশি মুখোমুখি হয়ে বাস করে। তাতে আপত্তি কল্লেত আর চলে না।”

“তা ত চলেই না।—তা তুমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা বিয়ের সম্বন্ধ দেখ।”

“তা ত দেখ্‌ছিই। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে এখন দিতে পাল্লেই অবশ্য ভাল। তবে এইজন্যে এত ব্যস্ত হবারই বা কি এমন দরকার হয়েছে, তা দেখ্‌তে পাইনে।”

“দেখ্‌তে পাওনা? ব'লেছি ত সব।”

“হাঁ, বলেছ, শুনে আমারও মনটা একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব মিছে ভাবনা। দোষের কি এতে হ'তে পারে? ও লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কি কত্তে পারে ও? আমার বাড়ীতে যদি আসত যেত, তবু বা ভাবনার কথা ছিল কিছু। তা তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, পড়শী ব'লে আলাপ কখনও ক'ত্তে এলেও আমি আমল দেব না।”

স্বর্ণময়ী কহিলেন, “কেবলই এই দিকে চেয়ে থাকে, আর সন্ধ্যে হলেই যত সব ভালবাসার গান গায়। দেখ্‌তেও একেবারে ফুলবাবুটির মত চেহারা। বয়েসের মেয়ে—মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে পারে বৈকি। সেটাও ত ভাল কথা নয়। বিয়ে হয়ে গেলে আর কোন বালাই থাকে না।”

মহীন্দ্রবাবু কহিলেন, “তা বিয়ে যাতে হয় শীগগির, সে

চেষ্টা ত ক'চ্চিই। ও সব চঞ্চলতা বয়েসের কালে একটু আধটু সকলেরই হতে পারে। তা তাতে এমন সর্ব্বনাশ কিছু হয় না। একটু সাবধানে ওকে রেখো, ও দিকে যেন যায় আসে না বেশী। কিছু ভয় নেই। এর জন্যে দুশ্চিন্তায় একেবারে দেহপাত করবার দরকার কিছু দেখিনে। তবে বড় হয়েছে—বিয়েটা যাতে শীগ্‌গিরই দিতে পারি তার চেষ্টাও আমি ক'চ্চি।"

৮

"আজ এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে দিদিমণি!"

সে দিনও ছাদে বসিয়া ঝি বিজলীর চুল বাঁধিতেছিল। ঝি তাহাকে সদুপদেশ দেয়, সাবধানে রাখে,—তাই স্বর্ণময়ী ইহাতে আশ্বস্ত বই শঙ্কিত কখনও হইতেন না। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কিছু মৃদুস্বরে ঝি কহিল, "আজ এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে দিদিমণি!"

"কি?"

কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে বিজলী কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি হাসিয়া কহিল, "অমন চ'ম্‌কে উঠ্‌লে কেন? ভয় পাবার কিছু হয় নি, তবে—"

"কি তবে?"

"তা ভয়ের এমন কিছু না থাক্, শুন্‌লে চমক লাগ্‌তে পারে বই কি।—আমারই লেগে গেছে।—কেবল হাসি মস্করার কথা আর নেই,—সতি সত্যি বড় গুরুতর একটা কাণ্ড বেধেই উঠ্‌ল দেখ্‌ছি!—তাইত ভাব্‌ছি, কি হ'ল, আর কিই বা হবে এখন।"

কিছু ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে বিজলী জিজ্ঞাসিল, "কেন কি হ'য়েছে ঝি?"

ঝিও অতি কুণ্ঠিত ভাব দেখাইয়া উত্তর করিল, "তাইত—কি ক'রেই বা সে কথা তোমাকে এখন বলি? হাসিখেলা ক'ত্তে ক'ত্তে এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌বে, তা যদি বুঝতে পাত্তুম, তবে কি আর এই সব রঙ্গ করি? এখন তোমারই বা সত্যি কি দশা হ'য়েছে, তাই বা কে জানে? তাহ'লে ত বড় বিষম কথাই হ'ল দেখ্‌ছি।"

বিজলীর বুকটার মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। মুখে কোনও কথা বাহির হইল না। ঝি কহিল, "আচ্ছা, বেশ ভাল ক'রে, নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখ দিকিন দিদিমণি, বেশ করে বুঝে দেখ দিকিন—ঠিক সত্যিই ওই বাবুটিকে ভাল বেসেছ নাকি।"

বিজলী দুই হাতে মুখখানি ঢাকিয়া হাঁটুর উপরে রাখিল।

"হুঁ! বুঝেছি, ম'রেছ। আর উনি ত ম'রেছেনই।" ঝি বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিজলীর কাণে তাহা প্রবেশ করিল। অধরপ্রান্তে ও নয়নকোণে একটু হাসিও ফুটিয়াছিল,—মুখ ঢাকা ছিল, বিজলী তাহা দেখিল না।

বুকটার মধ্যে তার বড়ই কেমন করিতেছিল। প্রবল একটা হর্ষের উচ্ছ্বাস নাচিয়া উঠিতে উঠিতেই কেমন একটা ভয়ে যেন সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা দুব্‌ দুব্‌ কাঁপিতে লাগিল। হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া দুই হাতে সে বুকটা চাপিয়া ধরিল।

ঝি বলিতে লাগিল, "আজ দুপুরে যখন যাই, দেখি বাবুটি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে চেয়ে রইলেন—চোখে যেন আর পলক পড়ে না। কেমন ভয় হ'ল আমার, আমি আর চাইলুম না, মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। কতদূর গিয়েই পেছনে, পায়ের সাড়া পেয়ে কেমন সন্দ হ'ল। ফিরে একেবার চাইলুম—ওমা! দেখি যে বাবুটি আমার পেছনে পেছনে আস্‌ছেন! আমার গা এমন কাঁপতে লাগ্‌ল! পা আর যেন চলে না। আরও কতদূর গেলুম,—দেখি বাবু ঠিক আমার পেছন পেছন আস্‌ছেন। বাসার দোরে গিয়ে পৌঁছুলুম—তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুক্‌ব,—বাবু আমায় ডাক দিলেন, 'ঝি, একটা কথা শোন!' ব'লব কি দিদিমণি, মনে হ'ল আমি যেন আর নেই!"

ঝি চুপ করিল—এই ঘটনার স্মৃতি সত্যই যেন আবার তখন তাহার অস্তিত্ব লোপ করিল, এমনই ভাবে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিজলীর কৌতূহল তখন তার লজ্জা ভয় সব ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। মৃদু কম্পিত স্বরে সে জিজ্ঞাসিল, "তার পর—তুমি কি ব'ল্লে ?"

ঝি কহিল,—"আমি আর কি ব'লব দিদিমণি ? মুখে কি রা সরে ? থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ! তিনি ত কত কথা সুধোতে লাগ্‌লেন, কত কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি কি আর জবাব কিছু দিতে পারি ? দেখ্‌লুম, একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন তোমার জন্যে। অবিশ্যি আগেও আমার সন্দ হয়েছে,—তবে ভেবেছি ও সব হয় ত উপর উপর কেবল চোকে চোকে একটু হাসি খেলা—ফ'চ্‌কে ছোঁড়ারা যেমন ক'রে থাকে,—আসলে কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সত্যিই উনি একেবারে ভালবেসেছেন তোমায়। এম্‌নি করে তাঁর ভালবাসার কথা সব বল্লেন—যেমন নাকি কোনও থিয়েটারেও কখনও শুনিনি। আমি ত অবাক্ ! লজ্জায় মরে যাই—কে কোত্থেকে এসে শুন্‌বে ! রাস্তার ওপর—দুপুর বেলা—আর এই যে মাথাফাটা রোদ, তাও একটু হুঁস নেই !"

বিজলীর সমস্ত দেহ ভরিয়া একটা হর্ষোচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল বেগে বহিতে লাগিল। বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত

হইল। উজ্জ্বল ছলছল চোখদুটি, রক্তফোটা মুখখানি, কোন দিকে নিবে, কোথায় লুকাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

ঝি কহিল, "শেষে বল্লেন, 'আমারও মনে হয়—হয়ত দুরাশাই হবে—কিন্তু তবু মনে হয়, সেও আমাকে ভালবাসে। তবে তার নিজের কাছথেকে সেই কথাটি আমি শুন্‌তে চাই। আর কিছু চাইনে, শুধু এই কথাটি শুন্‌তে পেলেই আমি কৃতার্থ হব। হয় ত এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। নাও যদি তা হয়, শুধু ঐ কথাটি ধ্যান ক'রেই সারাটি জীবন আমি কাটাতে পারব'।"

বিজলী দুই হাতে তার মুখখানি আবার ঢাকিল। ঝি কহিল,—"এই ব'লে একখানি চিঠি আমার হাতে দিলেন। বল্লেন, 'এই চিঠিখানি তাকে দিও। আর এর উত্তর—বেশী কিছু চাইনে—শুধু একটুখানি উত্তর—একটি মোটে কথা—সে আমাকে ভালবাসে কেবল এই কথাটি—তার হাত থেকে যদি পাই,—তাতেই আমি ধন্য হব, আমার জীবন সার্থক হবে।' তা চিঠিখানা আমার আঁচলেই বাঁধা আছে, দেখবে?"

"না—না। ছি! বড় লজ্জা করে! চিঠি কেন আবার?"

"তা লিখেছেন, পড়েই একটু দেখনা? না হয় জবাব কিছু নাই দেবে। চিঠিটা একটু পড়বে, তাতে আর দোষ

কি ?" আঁচল হইতে চিঠিখানি খুলিয়া ঝি বিজলীর হাতে গুঁজিয়া দিল। বিজলী চিঠিখানা খুঁটিতে লাগিল—খুলিতে পারিল না। ঝি কহিল, "খুলে একটু পড়না দিদিমণি ? জিজ্ঞেস কর্‌লে আমি কি ব'লব বল্‌দিকি ? খুলে তুমি পড়ওনি শুন্‌লে, তিনি বড় দুঃখু পাবেন। হিতাহিত জ্ঞান কি তাঁর এখন আছে ? মনের দুঃখে হয় ত একটা অত্যাহিতই ক'রে ফেল্‌বেন। আহা, যদি কথাগুলি তাঁর শুন্‌তে দিদিমণি! ব'ল্‌তে বল্‌তে একেবারে কেঁদেই ফেল্লেন।"

বিজলী পত্রখানি খুলিয়া পড়িল। আহা, কি সুন্দর লেখা! আর কি সব কথাই লিখিয়াছেন! আহা, ওই কথাগুলি তাঁর মুখে যদি সে শুনিতে পাইত! পড়িতে পড়িতে কি যে এক মধুময়ভাবে বিজলী বিভোর হইয়া পড়িল! নীচে নাম স্বাক্ষর ছিল—'তোমারই নিরঞ্জন!'—নিরঞ্জন! আহা কি সুন্দর—কি মিষ্ট নামটি। এমন নাম কি আর কারও হয় ?

ঝি কহিল,—"হ'য়েছে পড়া ? দেও এখন আমার কাছে, কেউ দেখ্‌লে বড় লজ্জার কথা হবে।"

পত্রখানি বিজলী ঝির হাতে দিল।

"তা উত্তর একটু লিখে দেবে ?"

"ছি—বড় লজ্জা করে যে।"

"ওমা, লজ্জা ত করবেই। তা বেশী ত কিছু লিখতে হবে

না, শুধু একটি কথা; তুমি যে তাকে ভালবাস—শুধু তাই একটু লিখে দিলেই ঢের হবে।"

"না—না, তা পারব না, ছি! বড় লজ্জা করে।"

"আচ্ছা, তবে থাক্ বরং এখন। আমি মুখেই সব বল্‌ব। এর পর আর একটু জানা শুনো হলে তখন বরং লিখ্‌বে, কেমন?"

বিজলী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

৯

শ্যামাশশী কহিলেন, "কালীঘাটে যাবে বলেছিলে বউমা, কাল মঙ্গলবার, আমাবস্যের যোগ আছে, এমন দিন আর কবে পাবে? কালই চলনা যাই।"

স্বর্ণময়ী কহিলেন, "কে নিয়ে যাবে? ছেলেরা ত পরশু তাদের কে বন্ধুর বিয়েতে গেল। উনি কি আর আপিস কামাই ক'রে যেতে পারবেন? ওরা আসুক ফিরে, শনিবারে না হয় যাব।"

"মঙ্গলবার—আমাবস্যের যোগ ছিল, শনিবারে ত আর তা পাওয়া যাবে না। ঝি বলছিল, গাড়ী ক'রে যাব—সেই নিয়ে যেতে পারে। ওরা সর্ব্বদা যায়—সব জানে শোনে। আর কালীঘাটে কি মেয়েমানুষের লজ্জা কিছু আছে? কত মেয়ে-

মানুষ দেখেছি নিজেরাই রেঁধে শুনে বেড়ায়। তা মা, তুমি বল না মহীন্‌কে, সে যদি না পারে, ঝির সঙ্গেই আমাদের পাঠিয়ে দিক না।"

"আচ্ছা, বলব।"

মহীন্দ্রবাবু একটু আপত্তি করিয়া স্ত্রী ও পিসীমার পীড়াপীড়িতে শেষে সম্মতি দিলেন। নয়টার সময়ই তিনি আহার করিয়া আফিসে গিয়া একজন বেহারাকে পাঠাইয়া দিবেন। সে বাসায় পাহারা থাকিবে। চেনা একজন গাড়োয়ান ঠিক করিয়া দিবেন। ঝির সঙ্গেই সেই গাড়ীতে সকলে কালীঘাটে যাইবেন।

পরদিন যথাসময়ে সব বন্দোবস্ত হইল। মহীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি খাইয়া আফিসে গেলেন। বেহারা আসিল, গাড়ীও আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। বেলা হইয়াছে, ঝি বড় তাড়া দিতেছিল। স্বর্ণময়ী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের রকে পা দিতেই আছাড় খাইয়া পড়িলেন। স্থানটায় জল ঢালা ছিল, আর তরকারির খোসাও কিছু ছড়ান ছিল। তাড়াতাড়িতে স্বর্ণময়ী ইহা লক্ষ্য করেন নাই, পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন।

আঘাত অতি গুরুতর না হইলেও কোমরে ও পায়ে এমন চোট লাগিয়াছিল যে হাঁটা দূরে থাক্, সোজা হইয়া

দাঁড়ানও তখন স্বর্ণময়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ঝি কহিল, "তাইত মা, কি হবে এখন? কি ক'রে যাবে?"

"না, আজ আর যেতে পারব না।"

শ্যামাশশী রোদন আরম্ভ করিলেন। অদৃষ্টে তীর্থে গমন দেবদর্শনাদি ত ঘটেই না। আজ এমন পুণ্যযোগটায় যদিও সুযোগ জুটিয়াছিল, তাও বৃথা হইল। এমন দুরদৃষ্ট কি এ পৃথিবীতে কাহারও আছে? আর কি কখনও এমন পুণ্য-যোগ ঘটিবে? ঘটিলেও তাঁহার মত দুর্ভাগিনীর কি আর যাওয়া হইবে? তাই যদি হইবে, তবে আজ এমন সময় এমন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে কেন? কাহাকে তিনি কি বলিবেন? কোনও আশা তাঁহার পূর্ণ হইবে না, স্বয়ং বিধাতাই তাঁহার ললাটফলকে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ললাটফলকে তিনি কঠোর করাঘাত করিলেন।

স্বর্ণময়ীর বড় দুঃখ হইল। তিনি কহিলেন, "তা আমি নাই গেলাম। গাড়ীটাড়ী এসেছে, আপনারাই যান না?"

শ্যামাশশীর যেন পরমার্থ লাভ হইল। শতমুখে তিনি বধূমাতার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার জন্য রাজার ঐশ্বর্য্য, আর স্বয়ং কৈলাসনাথ তুল্য জামাতা কামনা করিলেন।

বিজলী কহিল, "তাহ'লে আমিও থাকি মা। বড্ড লেগেছে তোমার, মালিশ টালিশ কে ক'রে দেবে?"

"তাই ত! তুইও যাবিনি, সেই বা কেমন হয়? অটু বাপু ওরা থাকলেই বোধ হয় হবে।—উঃ!"

ঝি কহিল, "তা এক কাজ করি না মা? আমাদের বাসায় একটা ঝি খালি আছে। তাকে এনে তোমার কাছে রেখে যাই। এই ত কাছেই, যাব আর আসব, কতক্ষণ আর হবে?"

"আচ্ছা—দেখ্ তাই।"

ঝি ছুটিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরেই আর একটি ঝিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। একা ঝি সব সামলাইতে পারিবে না। ভিড়ে যদি কেহ হারাইয়া যায়, ছোট ছেলে-মেয়েদের কাহাকেও স্বর্ণময়ী যাইতে দিলেন না। কেবল শ্যামাশশী ও বিজলীকে লইয়াই ঝি সেই গাড়ীতে কালীঘাটে গেল।

গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শন হইল।

ঝি কহিল, "চলনা দিদিমা, নাটমন্দিরে যাই। সেখানে ব'সে ইচ্ছে হয় ত জপ টপ একটু ক'র্‌বে।"

তিন জনে গিয়া নাটমন্দিরে উঠিলেন। একধারে এক বৃদ্ধা বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তাঁহার দিকে চোখ পড়িতেই শ্যামাশশী উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এই বৃদ্ধা তাঁহারই পৈতৃক-গ্রামবাসিনী এক কুটুম্বিনী। বহু দিন পরে বিদেশে তীর্থস্থানে দৈবাৎ পরস্পর সুপরিচিতা

দুই বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইল, দুই জনেই যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মুখামুখি বসিয়া দুইজনে কত সুখদুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঝি কহিল, "তা দিদিমা, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল—তোমরা বসে আলাপ কর, তার পর জপ টপ সার, আমি এর মধ্যে দিদিমণিকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসিগে।" শ্যামাশশী ও অপরা বৃদ্ধা সানন্দ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। ঝি বিজলীকে লইয়া বাহির হইল। এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া, এটা ওটা দেখিয়া, মন্দিরের পিছনের দিকে একটা মণিহারী দোকানের কাছে গিয়া তারা দাঁড়াইল।

পিছনের দিকে অতি স্নিগ্ধ গম্ভীর উদারা স্বরে কে কহিল, "কি, কিছু কিন্‌বে নাকি ঝি?"

"ওমা, নিরঞ্জন বাবু যে, তাই ত!" ঝি একটু সলজ্জ-ভাবে হাসিয়া নিরঞ্জনের দিকে ফিরিল। বিজলীও ফিরিয়া চাহিল,—ওমা! তাইত! তিনিই যে! এখানে—এত কাছে! কম্পিত রোমাঞ্চিত দেহে বিজলী ঝির গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসিয়া বিজলীর একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজলী যে কোথায় যাইবে, কি করিবে, তার রক্তরাঙ্গা লজ্জানত মুখখানি কোথায় লুকাইবে, ভাবিয়া কূল পাইল না।

ঝি কহিল, "আপনি আবার কখন এলেন কালীঘাটে ?"

"এইত কতক্ষণ এসেছি। এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি যে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে।"

"হুঁ—আমরা যে কালীঘাটে এসেছি, তা দেখেছিলেন বুঝি ?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বিজলীর দিকে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, দেখেছিলাম বই কি ?"

"হুঁ—তাই বুঝি অমনি ছুটে এসেছেন ?"

"তা—এসেই যদি থাকি ত এমন দোষ কি ? এসেছিলাম তাই না তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা হ'ল। তা—কি কিন্‌তে যাচ্ছিলে তোমরা ?"

ঝি কহিল, "ভাবছিলাম, দিদিমণির জন্যে একযোড়া ভাল চুড়ী, লাল ফিতে, আর দুই এক শিশি তেল আর এছেন্ কিনব।"

"তা বেশ ত; আমি দেখে দিচ্চি, এস।"

বিজলী মৃদুস্বরে কহিল, "না ঝি, চল, কিছু কিন্‌তে হবে না। দিদিমা অনেকক্ষণ ব'সে আছেন যে।"

নিরঞ্জন কহিল, "কেন বিজলী, পালিয়ে যেতে চাচ্চ কেন ?—এত লজ্জা কি, আমি ত একেবারে অচেনা লোক নই। এস না ?"

বিজলী মুখ ফিরাইয়াই অতি মৃদুস্বরে কহিল,—"দিদি-মা ব'সে আছেন যে, আমি কিন্‌বনা কিছু—"

"দিদিমা বোধ হয় পূজো টুজো ক'চ্চেন, এক্ষুণি কি হ'য়ে যাবে? এত ব্যস্ত হচ্চ কেন?"

"আমার কিন্‌বার কিছু দরকার নেই।"

ঝি কহিল, "ওমা, দরকার নেই, বল কি দিদিমণি? এইত ব'লছিলে চুড়ী আর ফিতে কিন্‌বে। আমি ভাবছিলাম, একশিশি ভাল তেল আর একশিশি এছেন্ তোমায় কিনে দেব—"

নিরঞ্জন হাসিয়া কহিল, "ওহো, আমি এসে পড়েছি ব'লেই বুঝি পালিয়ে যেতে চাচ্চ? ছি! এত পর মনে কর আমাকে?—সে হবে না বিজলী। যা কিন্‌তে এসেছিলে, না কিনে যেতে পারবে না,—আর আমিই সব কিনে দেব। এত পরের মত মনে ক'চ্ছিলে আমায়! ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলে যেন আমি একটা বাঘ কি ভাল্লুক! তা তার শাস্তি এইটুকু নিতে হবে। তোমার যা দরকার তা আমিই কিনে দেব—"

নিরঞ্জন এমন জোরের সঙ্গে কথাগুলি বলিল, যেন বিজলীকে কিছু উপহার দেওয়ার বড় একটা দাবী তার আছে। যতই লজ্জা করুক, বিজলী স্পষ্ট 'না' বলিতে পারিল না।

নিরঞ্জন দোকানের সম্মুখে গিয়া যতদূর ভাল পাওয়া যায়, একজোড়া চুড়ী ও চওড়া লাল ফিতে, কয়েকখানি সাবান, কয়েক শিশি তেল ও এসেন্স কিনিয়া আনিল।

"নেওনা দিদিমণি? উনি কিনে এনেছেন, আদর ক'রে দিচ্চেন, হাত পেতে নেও।"

বিজলী নড়িল না,—মুখ ফিরাইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন কহিল, "আমি দিচ্চি, নেবে না বিজলী? আমার কি এইটুকু দাবী নেই?"

বিজলী কহিল, "অত জিনিস দিয়ে কি হবে?—মা দেখ্‌লে রাগ ক'র্‌বেন।"

নিরঞ্জন ঝির দিকে চাহিল। ঝি কহিল, "তা রাগ কর্‌বেন কেন? বলব, আমি কিনে দিয়েছি। কত ভালবাসি তোমাদের,—আদর ক'রে দুটো ভাল জিনিস কিনে দিতে পারি নে?"

নিরঞ্জন কহিল, "তবে আর কি? এখন নেও।"

"ঝির কাছে দিন।"

"না, তোমাকেই হাত পেতে নিতে হবে। নইলে দেব না। সব নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেব।"

বিজলী অগত্যা হাত বাড়াইল। নিরঞ্জন এক একটি করিয়া জিনিষগুলি বিজলীর হাতে দিল।

"বেশ! এইত লক্ষ্মীটির মত! তা চলনা ঝি, তোমাদের একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেখিয়ে আনি। দিদিমার পূজো এখনও হয়নি। এস বিজলী, জিনিসগুলো বরং ঝির হাতে এখন দেও।"

ঝি হাত বাড়াইয়া জিনিষগুলি নিয়া আঁচলে বাঁধিল। কহিল, "তা চলই না দিদিমণি। আর একটু ঘুরে টুরে দেখে আসি।"

বিজলী কহিল,—"এখন যাই বরং, এই ত কত দেখ্‌লাম।"

নিরঞ্জন কহিল,—"কি আর দেখেছ? কতক্ষণই বা বেরিয়েছ? তুমি পালাতে চাচ্চ। না, তা হবে না। একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে চল দেখি, তারপর যাবে। যত আপত্তি ক'র্‌বে তত বেশী কিন্তু ধ'রে রাখব, যেতে দেব না। দিদিমা শেষে খুঁজ্‌তে বেরোবেন,—পথ হারিয়ে যাবেন। এস!"

ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া নিয়া নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনজনে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটের দিকে গেল,—এদিক ওদিক অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা স্থানে অনেকক্ষণ ঘুরিল। নিরঞ্জন বেশ প্রফুল্ল স্মিতমুখে সহজ সপ্রতিভভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল—যেন সে ইহাদের বহুদিনের পরিচিত অতি নিকট আত্মীয় কেহ! ক্রমে বিজলীরও সঙ্কোচ অনেকটা

দূর হইল,। কিছু সলজ্জ ও সংযত হইলেও সহজ ভাবেই সে সব কথার উত্তর দিতে লাগিল,—দুই একটা কথা নিজেও জিজ্ঞাসা করিল। বড় ভাল তার লাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, এমন সরল ভাল লোক বুঝি আর এ পৃথিবীতে কেহ নাই!

প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। শেষে ঝি কহিল, "বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্চে নিরঞ্জন বাবু। দিদিমা সত্যিই বেরিয়ে না পড়েন,—কালীঘাটের এক বুড়ীও তাঁর সঙ্গে আছে—তাঁর পুরোণ চেনা লোক।"

নিরঞ্জন ঘড়ী খুলিয়া দেখিল,—সত্যই অনেক দেরী হইয়াছে। সকলে তখন ফিরিল, মন্দিরের পথের মোড়ে আসিয়া নিরঞ্জন বিদায় নিল। কহিল,—"তা হলে আমি আসি —বিজলী!—একেবারে ভুলে যেও না যেন। চিঠি লিখ্‌লে উত্তর দিও কিন্তু। কেমন দেবে ত?"

বিজলী একটু হাসিয়া লালিম মুখখানি ফিরাইয়া নিল। কিছু বলিল না।

নিরঞ্জন আবার কহিল,—"সে হবে না বিজলী, ফাঁকি দিয়ে এড়াতে পারবে না। বল, উত্তর দেবে। না ব'ল্লে কিন্তু আমি ছেড়ে দেব না। দিদিমা যদি এসে পড়েন, ত আসুন।"

বিজলী অগত্যা কহিল,—"আচ্ছা।"

"বেশ! লক্ষ্মীটি! তা—কথা দিলে মনে থাকে যেন।

ভুলো না। তাহলে পাপ হবে কিন্তু। কালীঘাটে আসা মিথ্যে হবে। আচ্ছা, এস এখন।"

বিজলী ও ঝি মন্দিরের দিকে চলিল। নিরঞ্জন কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বিজলী দুই একবার ফিরিয়া চাহিল—মোড় ঘুরিবার সময় শেষ একবার চাহিল। দেখিল, নিরঞ্জন সেই এক বিভোরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে! বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস তার উঠিল।

১০

কালীঘাট দর্শনের পরদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই ঝি নিরঞ্জনের একখানি করিয়া চিঠি লইয়া আসিত, বিজলীও প্রথম দুই একদিন লজ্জায় ও ভয়ে আপত্তি করিয়া, শেষে যা পারিত, একটু উত্তর লিখিয়া দিত। এদিকে স্বর্ণময়ীর নিয়ত তাগিদে মহীন্দ্রবাবুও তার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বর যেমনই হউক, খুঁজিলে বর মিলে—যদি কন্যাপক্ষ বরের রূপগুণ যোগ্যতাদির বাছাই বড় বেশী না করেন। মহীন্দ্রবাবুরও কন্যার জন্য বরপ্রাপ্তির অতি নিকট সম্ভাবনা ঘটিল। বরটি অতি সরস না হইলেও একেবারে নীরস নহে। অবস্থা চলন সই, দেখিতেও চলন সই, সাধারণ ভাবে বি, এ, পাশ করিয়া কোনও সরকারী আফিসে কাজে

ঢুকিয়াছে। বেতন আপাততঃ ৪০৲ কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। পণযৌতুকাদি সম্বন্ধেও দাবী একেবারে মহীন্দ্রবাবুর সাধ্যাতীত নহে। বরপক্ষীয়েরাও মেয়ে দেখিয়া গেল, মেয়ে পছন্দও করিল, দেনাপাওনার খুঁটিনাটি লইয়া কথা চলিতে লাগিল। শীঘ্রই একটা মীমাংসা অবশ্য হইবে এবং হইলেই পাকা দেখার পর খুব শীঘ্রই—সম্ভব হইলে এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই—একটা দিনস্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে।

স্বর্ণময়ী একদিন স্বামীকে কহিলেন, "সম্বন্ধ ত ক'চ্চ, কিন্তু—মেয়ের যেন এ বিয়েতে তেমন মন নেই।"

"কেন, কিসে বুঝ্‌লে ?—কিছু বলেছে নাকি সে ?"

"না, ব'লেনি কিছু, তাইকি কেউ ব'ল্‌তে পারে ? তবে ভাবে সাবে বুঝি। বিয়ে হবে, একটু হাসি খুসী কখনও দেখি না। সর্ব্বদাই যেন কেমন আনমনা, ভার ভার, মনমরা মতই দেখ্‌তে পাই।"

মহীন্দ্রবাবু একটু ভ্রূকুটি করিলেন। কহিলেন "ওসব কিছু না। বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে। আর এর চাইতে ভাল কোথায় পাব ? আমার ত মেয়ে, রাজপুত্তুর বর চাইলে মিলবে কেন ? মেয়ে যে ঘরের, যেমন বাপের— তার বিয়েও তেম্‌নি ঘরে, তেম্‌নি বরের সঙ্গেই হ'তে পারে। আমিও গেরস্ত লোক—ছেলেও গেরস্ত ঘরের।

আমি যা রোজগার কচ্চি, কাল ছেলেও তা রোজগার ক'ত্তে পারবে। মেয়ের এই অবস্থায় এর চাইতে বড়ঘর আর খুব ভাল বর পাওয়া—সেটা বড় বেশী ভাগ্যের কথা। সে ভাগ্য সকলের হয় না।"

"তা ত বটেই! যার যেমন অবস্থা তার তেমনই সব ঘটে, তাতেই তার সুখী হ'য়ে থাকতে হয়। বেশী ভাল চাইলে তা ঘটবে কেন? এইত ছেলেরাও বড় হ'য়ে উঠ্‌ল, তাদেরই কি খুব বড়লোক ক'রে তুমি দিতে পারবে?"

"কোত্থেকে পারব? তারা যেমন কলেজে প'ড়্‌ছে, অমন হাজার হাজার ছেলে প'ড়্‌ছে। হদ্দ আমাদের আফিসে কোনও কেরাণীগিরিতে যদি ঢুকিয়ে দিতে পারি। তার বেশী কিছুই ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই। গরীবের ছেলে যদি খুব বড় হ'তে পারে, খুব বড় প্রতিভা আর ভাগ্যের জোরেই পারে। তা সে রকম কোনও লক্ষণ ওদের মধ্যে দেখ্‌তে পাইনে। ওরা যদি বায়না ধরে, রাজা নবকেষ্ট হ'তেই হবে, তা হ'লে চল্‌বে কেন?"

"সেত ছুশোবার! আর বিজলীরই কি এই রকম কিছু হ'ত? তবে—ঐ এক পাপ এসে সাম্‌নে ব'সেছে—ছেলে মানুষ—অত ত বোঝে না!, হয়ত মনটা—"

"ওসব কিছু নয়। প্রথম বয়সে সংসারটা যে বাস্তবিক

কি—কে সেখানে কতটুকু প্রত্যাশা ক'র্ত্তে পারে—এ সব বিবেচনা কারও বড় হয় না—মনটা ভাবের ঘোরেই থাকে, চোকের নেশাও অমন এক আধটু লাগে। ও ছেলেদেরও লাগে, মেয়েদেরও লাগে। সত্যিকার অবস্থার মধ্যে যখন এসে দাঁড়ায়, তার পক্ষে সংসারটা যে বাস্তবিক কি, তা যখন দেখ্তে পায়, ও সব ভাবের ঘোর, আর চোকের নেশা স্বপ্নের মত ভেঙ্গে যায়। ও ত একেবারে ছেলেমানুষ। ওর চাইতে বড় বড় ছেলে মেয়ে কত এমন ভাবের ঘোরে পড়ে, আবার বেশ কাটিয়ে ওঠে। নেহাৎ বাতিকগ্রস্ত না হ'লে এই ঘোরে সারাটা জীবন কেউ কাটায় না।"

স্বর্ণময়ী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "এর চাইতে আগেই ভাল ছিল। ছেলে বেলায় বিয়ে হ'য়ে যেত, এসব-বালাই কিছু ঘট্‌ত না।"

"সে আর ভেবে কি হ'বে?—তা যে আর হবার যো নেই। দিন কাল ব'দ্‌লে যাচ্ছে। ছেলেবয়েসে আর ছেলেদেরও বিয়ে হয় না, মেয়েদেরও হয় না। এসব বালাই নিয়েই এখন চ'ল্‌তে হবে। তবে যতটা কম ঘটে, সেটা সবারই দেখা উচিত। সে যাই হ'ক্, ওতে ঘাব্‌ড়ে যেও না। বেশ বিয়ে হ'চ্ছে, বেশ ফুর্ত্তি ক'রে চল্‌বে, ফুর্ত্তিতে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌বে—কাজ কর্ম্ম সব ক'রবে। ওরও ফুর্ত্তি হবে দেখো।

এক একবার মনে হয় ছোঁড়াটাকে ডেকে দুকথা বলি। কিন্তু—সেটা বড় লজ্জার কথা। নিজের ঘর সামলাতে না পেরে যেন পরকে নিয়ে পড়া। বদ্‌লোক—মুখের উপরেই যা এই রকম অপমানের দুটো কথা ব'লে ফেল্ল। মেয়ের নামেই হয়ত দুটো কুৎসার কথা এখানে ওখানে ব'লে বেড়াল।"

"ওম্মা, সর্ব্বনাশ! তাতে কাজ নেই। তা খুঁটিনাটি নিয়ে আর গোলমাল না ক'রে তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে সব মিটিয়ে ফেল। এই জষ্ঠিমাসেই বিয়েটা যাতে হ'য়ে যায়, তাই কর।"

বিজলী সত্য সত্যই বড় বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। কেনই বা না হইবে? সে যে কেবল মনে নয়, বাক্যে এবং কর্ম্মেও নিরঞ্জনের সঙ্গে বড় একটা ভালবাসার খেলা খেলিতে-ছিল। ঝিও বুঝাইতেছিল, সেও মনে মনে ধরিয়া নিয়াছিল, নিরঞ্জন ব্যতীত আর কেহ তার বর হইতে পারে না। এখন পিতামাতা অন্য কার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেমন করিয়া সে এখন সেই বরকে ভালবাসিবে, তার বউ হইয়া গিয়া তার ঘরে থাকিবে? আর ওই নিরঞ্জন—আহা! তাকে কি তিনি আর ভুলিতে পারিবেন? তিনিও যে মনের দুঃখে আত্মঘাতী হইবেন। সর্ব্বনাশ! তা যদি হয় কেমন করিয়া সে দেহে প্রাণ ধরিয়া এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে?

ছাদে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে নিজেই সে একদিন মুখ ফুটিয়া কহিল; "এখন কি হবে ঝি?"

ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিল, "তাইত দিদিমণি, ভেবে যে তা'র কূল পাচ্চিনে। কি আর ক'রবে? এ ভালবাসা এখন ভুল্‌তেই চেষ্টা কর।"

"তা যে আর পারিনে ঝি! সেদিন দেখাও যদি না হ'ত—"

বিজলী আজ বড় মুখরা হইয়া উঠিতেছিল। আগে লজ্জার বাধা লঙ্ঘন করিয়া মুখে সে হাঁ, হুঁ, না—ছাড়া বেশী কোনও কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে আর তার উদ্বেল হৃদয়কে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

"হুঁ!" সশব্দে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঝি কহিল, "কপালে বিড়ম্বনা থাক্‌লে এমনিই সব ঘটনা এসে ঘটে। নইলে কোথাকার কে, কোনও জন্মে যার সঙ্গে কোনও পরিচয় হবার কথা নেই, সেই কিনা হঠাৎ এসে চোকের সাম্‌নে দাঁড়াল—আর এম্‌নি ক'রে মনটা প্রাণটা কেড়ে নিল! "হুঁ—!"

বিজলী একটু কি ভাবিয়া কহিল, "উনি কি এসব কথা কিছু শুনেছেন?"

"না—বলিনি ত কিছু এখনও। বলি বলি ক'রেও

বল্‌তে দিদিমণি ভরসা পাইনি। কে জানে এই সর্ব্বনেশে খবর শুনে তিনি কি ক'রে ব'স্‌বেন! তুমি আর কতটুকু পাগল হয়েছ,—তিনি যে আহার নিদ্রেই ত্যাগ করেছেন।"

"আচ্ছা—ওঁর সঙ্গে কি বিয়ে হ'তে পারে না?"

"তাইত হওয়া উচিত ছিল।"

"বাবা ওঁকে চেনেন না। তা উনি যদি এসে বাবাকে বলেন—হাঁ, উনি কে? বাড়ী কোথায়?"

"নাম ত নিরঞ্জনবাবু। বাড়ী শুনেছি বর্দ্ধমানের ওদিকে —জমিদারের ছেলে।"

"বাবা মা সব আছে?"

"হাঁ, আছেন ত শুনেছি।"

"তা বাবা কেন তাঁদের কাছে বলে পাঠান না?"

"জানা শুনো নেই কিছু,—আর তোমাদের যে এত ভালবাসাবাসি হ'য়েছে, তাও ত বাবু জানেন না?"

"তা'হলে মাকে কেন তুমি বুঝিয়ে সব বল না?"

ঝি শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "সর্ব্বনাশ! তাই কি বল্‌তে আছে? হিতে শেষে বিপরীত হবে। বাবু ভাব্‌বেন কচি মেয়ের মন ভুলিয়ে নিয়েছে—ও লোকটা অতি বদ। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কখনও দেওয়া যেতে পারে না। আর কি জানি, ওঁরা এখন বুড়ো হয়েছেন, ভালবাসার মর্ম্ম যে কি তা

বোঝেনই না। হয় ত ভাব্‌বেন—এসব বাজে খেয়াল—বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে। আরও তাড়াতাড়ি ক'রে বিয়ে দিয়ে ফেলবেন।"

বিজলী একটু ভাবিল,—কহিল, "তবে—এসব কথা ব'লে ফল নেই। তা উনি কেন ওঁর বাপ মাকে ব'লে কাউকে পাঠিয়ে বাবাকে জানান না যে আমাকে বিয়ে কর্‌বেন? তাহ'লে হয়ত বাবা আপত্তি করবেন না। এ সম্বন্ধ ত একেবারে ঠিক হয় নি এখনও। তুমি তাহ'লে ওঁকে গিয়ে সব বুঝিয়ে ব'লো ঝি। আজই ব'লো—বেশী দেরী যেন করেন না। মা আর বাবা যেরকম তাড়াতাড়ি কচ্ছেন—হয়ত খুব শীগ্‌গির এদের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে যাবে। তখন ত আর পথ থাকবে না কিছুই।"

"আচ্ছা, তাই আজ ব'লব—'

"হাঁ, তাই ব'লো, ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো। একটা পথ যেন তিনি শীগ্‌গির করেন। এই বিয়ে যদি হয়—তাহ'লে—তাহ'লে—য়ে আমি মরে যাব।—"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল। ঝি কহিল, "চুপ কর—চুপ কর দিদিমণি! কেঁদনা। ছি! হঠাৎ কেউ এসে প'ড়লে কি ব'ল্‌বে?—ভয় কি?—তিনি তোমায় ভালবাসেন, বড়লোকের ছেলে—যা হয় একটা উপায় তিনি ক'রবেনই। তোমায় এত

ভালবেসেছেন, এখন আর কেউ তোমায় নিয়ে যাবে এটা কি প্রাণ থাকতে তিনি হ'তে দেবেন ?"

বিজলী একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাইত! কেন সে এত ভাবিতেছে? অমন তিনি—সেদিন, আহাঁ, কি সব কথাই বলিতেছিলেন—কেমন জোর করিয়া তাকে সব জিনিস দিলেন, সঙ্গে নিয়া বেড়াইলেন—যেন সত্যই কত বড় দাবী তার উপরে তাঁর আছে। কত চিঠি লিখিতেছেন,—তাতেও কত ভালবাসার কথা কেমন জোরে লিখিতেছেন। আহা, অমন তিনি—অমন ভালবাসা, অমন জোর, অমন তেজ,—সব জানিতে পারিলে, যেভাবেই হউক, তিনিই তাকে বিবাহ করিবেন। ভয় কি তার? তিনি আছেন, কেন সে এত ভাবিতেছে, এত ভয় করিতেছে?

১১

পরদিন দুপুরে যাইবার সময় ঝি বিজলীর হাতে নিরঞ্জনের একখানি পত্র দিয়া গেল। লম্বা পত্র, বিজলী লুকাইয়া রাখিল। মা ঘুমাইলে নিভৃতে গিয়া সেই পত্র সে পড়িল। নিরঞ্জন যাহা লিখিয়াছিল, তার সার মর্ম্ম এই :—

কিছুদিন আগেই সে তার পিতাকে একথা জানাইয়াছিল। এইজন্য ইতিমধ্যে একদিন সে বাড়ীতেও গিয়াছিল। কিন্তু

পিতার সম্মতি পায় নাই। এমন কতকগুলি বাধা আছে, যাহাতে প্রচলিত সামাজিক নিয়মে সহসা তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না। তার পিতা কাজেই অনুমোদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিজলীর পিতাও অনুমোদন করিবেন না। তাই সে তাঁহার কাছে কোনও প্রস্তাব লইয়া আসিতে পারে নাই। নতুবা এতদিন সে কখনও অপেক্ষা করিত না। যাহাই হউক, দুজনে তারা দুজনকে যখন এত ভালবাসিয়াছে, মিলনে এসব কাজে বাধা কেন তারা মানিবে? কেন পরস্পরকে ছাড়িয়া জীবনে মরার অধিক দুঃখ তারা ভোগ করিবে? বিজলী অন্যের স্ত্রী হইবে, তার আগে গঙ্গায় সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। পিতারা তাহাদের সুখের দিকে প্রাণের দিকে যদি নাই চান, তাহাদের বিবাহে অনুমোদন নাই করেন, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সে নিজে বিজলীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু বিজলী কি তাহাতে প্রস্তুত আছে? তার স্ত্রী হইয়া তার সঙ্গে সুখে থাকিবে, এজন্য বিজলী কি তার পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে? বিজলীর জন্য সে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বাহির হইতে যতই লাঞ্ছনা অত্যাচার তার উপরে আসুক আপন ঘরে তার বুকের মধ্যে বিজলীকে পাইলে, কিছুই সে গায়ে তুলিবে না। বিজলীকে ভালবাসিয়া বিজলীর ভালবাসা পাইয়া—বিজলীকে নিয়া বিজন বনে পাতার কুটীরেও

সে রাজাধিরাজ অপেক্ষা অধিক সুখে থাকিবে। কিন্তু বিজলী তা পারিবে কি? সে যেমন সরল প্রাণে বিজলীকে ভালবাসিয়াছে, বিজলী তাকে তেমন বাসিয়াছে কি? বিজলী তার প্রাণের প্রাণ—বুকের রক্ত—চোকের মণি। বিজলীকে ভালবাসিয়া এই পৃথিবী তার স্বর্গের নন্দন-কানন হইয়াছে—থরে থরে সেখানে পারিজাত ফুটিয়া উঠিয়াছে—লহরে লহরে সুধার তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই বিজলী যদি আজ তাকে ছাড়িয়া পরের ঘরে যায়—সমস্ত পৃথিবী তার শ্মশান হইবে,—সেই শ্মশান ভরিয়া কেবল তার চিতাই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে! বিজলী কি তাহাতে সুখী হইবে? বিজলীর পায়ে ছোট একটি কাঁটা ফুটিলেও, বুক চিরিয়া তার প্রাণ সে হাসিতে হাসিতে বাহির করিয়া দিতে পারে, যদি তা দিয়া সে কাঁটা তুলিয়া নেওয়া যায়! আর বিজলী—সেকি তার জীবন শ্মশান করিয়া চিতানলে তাকে বিসর্জ্জন দিয়া অনায়াসে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে?—

এই রকম আরও কথা ছিল।

পত্রখানির প্রতি শব্দে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রেমের এমনই একটা আকুল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছিল, যাহার স্পর্শে বিজলীর প্রাণ ভরিয়া তেমনই একটা আকুল উচ্ছ্বাস উঠিল, সমস্ত দেহ ভরিয়া ঘন ঘন যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ

ছুটিল। অতি আনন্দময় একটু উদ্বেলিত ভাবের আবেশে সে বিভোর হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে আবার পত্রখানি পড়িল—আবার পড়িল। ক্রমে ভাবের বিভোরতা একটু কাটিয়া পত্রের মর্ম্মার্থের দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। তিনি কি চান?—তাঁর বা তার কাহারও পিতামাতার অনুমোদনে বিবাহ হইবে না। তবে—কেমন করিয়া তাঁর সঙ্গে মিলন হইবে? তিনি কি লিখিয়াছেন?—পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে!—কেমন করিয়া? একা—পলাইয়া! সর্ব্বনাশ!—ওকি কথা তিনি লিখিয়াছেন!

বিজলী শিহরিয়া উঠিল। তার মুখ শুকাইয়া গেল। বুক দুব দুব করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।—ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে হইবে! সর্ব্বনাশ। তাও কি কেউ পারে? চিঠিখানি সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িল। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া নিকটে কেউ নাই দেখিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। কিন্তু মনটা তার একেবারে ভাঙ্গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী তার পক্ষেই এক মহা অন্ধকার শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—সেই শ্মশানে তারই চিতা জ্বলিতেছে!

মার ঘুম ভাঙ্গিল,—কি কাজে তিনি বিজলীকে ডাকিলেন। বিজলী ধীরে ধীরে উঠিয়া মার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তার

মুখের দিকে চাহিয়া মা চমকিয়া উঠিলেন।

"কিলো! কি হয়েছে তোর? মুখ যে তোর একেবারে শুকিয়ে পাংশে হ'য়ে গেছে?"

বিজলী একটু থতমত খাইয়া বলিল, "কিছু না মা,—খেয়ে উঠে বড্ড মাথা ধ'রেছিল—তাই—"

স্বর্ণময়ী একটু ভ্রূকুটি করিলেন,—বিজলী মার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। এক পাশে একটা টেবিলে বই ও কাগজ-পত্র ছিল তাই নিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। মা একটু তীব্রস্বরে কহিলেন, "কদ্দিন অবধিই দেখ্‌ছি,—কেমন অনমনা, কেমন ভার ভার হ'য়ে থাকিস। কি ভাবিস্ তুই? কি হ'য়েছে?"

বিজলী উত্তর করিল, "কি ভাব্‌ব? এই মাঝে মাঝে মাথা ধরে—আর বুকটার মধ্যে কেমন দুব্ দুব্ করে—"

— "তা ব'ল্‌তে হয় না? অসুখ হয়ে থাকে—ব'ল্‌বি, উনি কাউকে দেখিয়ে ওষুধ বিষুধ একটা ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

বিজলী কোনও কথা বলিল না। তার বুক ফাটিয়া রোদন-বেগ উঠিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মার বুকে ক্লিষ্ট মুখখানি রাখিয়া সব কথা তাঁকে বলে—বলিয়া বুকের ভার একটু হাল্‌কা করে,—মার কাছে সান্ত্বনা চায়—উপদেশ চায়। কিন্তু তা পারিল না। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ

করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আহা অভাগী! যদি তা সে পারিত! স্বর্ণময়ী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।—না! আর দেরী করা মোটেই উচিত হইতেছে না। উনিও যেমন, কিছু ত বোঝেন না। বলিতে গেলেও উড়াইয়া দেন। খুঁটিনাটি নিয়া গোলমাল করিতেছেন। দুই একশ টাকা বেশী এমন লাগে, লাগিবে। যা তারা বলিতেছে, তাতে সম্মত হইয়া কেন বিবাহটা দিয়া ফেলুন না।

রোজই ঝি বেলা পড়িলে চুল বাঁধার উপলক্ষ করিয়া বিজলীকে লইয়া ছাদে যাইত। কিন্তু আজ বিজলীর নিভৃতে ঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কেমন যেন ভয় ভয় তার করিতেছিল। কে জানে, ঝি কি বলিবে? না-না, আর ওতে কাজ নাই। আর সে ঝির সঙ্গে ওসব কথা কিছু বলাবলি করিবে না। তার কোনও কথাই শুনিবে না। মা নীচে রন্ধনের আয়োজন করিতেছিলেন, বিজলী গিয়া তাঁর কাছেই বসিল। ঝি ডাকিল,—"চুল বাঁধবে না দিদিমণি?"

বিজলী উত্তর করিল, "না বড্ড মাথা ধ'রেছে—আজ আর চুল বাঁধব না।"

ঝি একটু চমকিত ভাবে বিজলীর মুখের দিকে চাহিল, বিজলীও ঝির মুখের দিকে চাহিল। ঝি একটু থমকিয়া শেষে

কহিল, "তা চুল না বাঁধ—মাথা ধ'রেছে, ছাদে গিয়ে একটু বেড়াও না? এই গুমটের মধ্যে বসে থাক্‌লে যে আরও বাড়বে।"

স্বর্ণময়ীও বিজলীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা মাথাই যদি ধ'রে থাকে—ছাদে উঠে হাওয়ায় একটু বেড়াগে না? এখানে হাওয়া বাতাস নেই—এই গরম আর ধোঁয়া—এর মধ্যে কেন এসে বসে আছিস্? মেয়ের যে দিন দিন্ কি হ'চ্চে! সবই অনাছিষ্টি। যা ছাদে যা, একটু বেড়াগে।"

ঝি কহিল, "তাই যাও দিদিমণি। এখানে ব'সে থাক্‌লে, মাথা তুল্‌তেই শেষে পার্‌বে না। আর ওই এক রাশ চুল—সারা রাত লুটুপুটু হবে—সইতে পার্‌বে কেন? তার চাইতে চলনা, আল্‌গা একটা বেণী ক'রে চুলটা জড়িয়ে দিগে। কি বল মা? তাই ভাল হবে না?"

"তাই যা,—বেশ ঢিলে করে চুল জড়িয়ে দিগে যা। এলো চুল চোকে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, রেতে কি ঘুমুতে পার্‌বে?"

অগত্যা বিজলী উঠিয়া ছাদে গেল। ঝিও চিরুণী ও চুলের ফিতা লইয়া পিছনে পিছনে গিয়া উঠিল।

ঝি চুলে চিরুণী দিতে আরম্ভ করিল। বিজলী চুপ করিয়াই রহিল। একটু পরে ঝি কহিল, "চিঠি পড়েছ দিদিমণি?"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। চুলে আর কয়েকটা

চিরুণীর আঁচড় দিয়া ঝি আবার জিজ্ঞাসিল, "কি লিখেছেন?"

বিজলী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "থাক্, আর ওসব কথায় কাজ নেই ঝি।"

"কেন, কি হ'য়েছে দিদিমণি? কি লিখেছেন তিনি? বিয়ের কোনও ব্যবস্থা কি হবে না?"

"না।"

"ওমা, সে কি? এ কেমন কথা? এত ভালবেসেছেন, তুমি এত ভালবেসেছ তাও জানেন, তবে বিয়ে ক'ত্তে চান না কেন?"

"বিয়ে তাঁর বাবাও দেবেন না, আর আমার বাবাও দেবেন না। তিনি পালিয়ে যেতে বলেন।"

"ওমা, কি সর্ব্বনেশে কথা! লোক ত তা হ'লে ভাল নয় দিদিমণি! একেবারে ডাকাত যে!"

এই নিন্দাটাও বিজলীর প্রাণে গিয়া একটু আঘাত করিল। বুঝাইয়া সে বলিল, "তিনি লিখেছেন, এঁরা যখন বিয়ে দেবেনই না, ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে তিনি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে নিজে বিয়ে ক'র্‌বেন।"

"তবু রক্ষে! তা হ'লে কি কর্‌বে?"

"না, তা পারব না।"

"তা হ'লে—কি ক'রে বিয়ে হবে?"

"হবে না।" রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বিজলী এই ছোট 'হবে না' কথাটি উচ্চারণ করিল। ঝি একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "তার পর ? কি হবে তা হ'লে ? প্রাণধরে কি বেঁচে থাক্‌তে পারবে ?"

"না পারি, মরব,—তবু ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারব না। সর্ব্বনাশ ! তাই কি কেউ পারে ?"

"ভালবাসার টান তেমন হ'লে লোকে সবই পারে। যমুনার কূলে কদমতলায় যখন শ্যামের বাঁশী বাজত্, রাত দুপুরেও যে রাধা ঘর ছেড়ে পাগল হয়ে ছুটত !"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। ঝি আবার কহিল, "সেকালে বেশ ছিল, ভালবাসাবাসি হলেই লোকে গন্ধর্ব্ব বিয়ে ক'রত। এইত দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা—

"তোমার পায়ে পড়ি ঝি, ও সব কথা আর তুলো না, আমার ভাল লাগে না।"

একটু কাল নীরবে থাকিয়া ঝি আবার কহিল, "কিন্তু আর এক যায়গায় যে তোমার বিয়ে ওঁরা দিচ্চেন। শুনলাম ত এই মাসেই বিয়ে হবে।"

বিজলীর বুকের মধ্যে বড় তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিল,—বড় গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস সে ত্যাগ করিল। ঝি কহিল, "একজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে কি ক'রে আর একজনের বউ হয়ে তার ঘরে যাবে দিদিমণি ?"

বিজলী উত্তর করিল, "দেখি—শেষে না হয় মাকে সব ব'ল্‌ব।"

"তাতে কি হবে?"

"মন যখন আমার এই রকম হ'য়ে গেছে, আর কোথাও বিয়ে হ'লে ভাল হবে না। তাই বুঝিয়ে ব'লব, বিয়ে তাঁরা দেবেন না।"

ঝি একটু হাসিয়া বলিল, "তাই কি হয় দিদিমণি? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিয়ে না হ'লে যে জাত যাবে। তা ওঁরা শুন্‌বেন কেন? ধম্‌কে চম্‌কে জোর ক'রে বিয়ে দেবেন।"

বিজলীর চোখ মুখ যেন আগুণ হইয়া উঠিল। একটু কি ভাবিয়া সে বলিল, "তা যদি দেনই, নাই যদি শোনেন, তবে—"

"তবে—কি ক'র্‌বে।"

"মর্‌ব—বিষ খেয়ে পারি, গলায় দড়ি দিয়ে পারি, কি আগুণে পুড়ে পারি,—মর্‌ব।"

ঝি শিহরিয়া উঠিল।

"কি সর্ব্বনাশ! বল কি দিদিমণি! অমন কথা মুখে আন্‌তেও আছে? ওতে যে মহাপাপ হয়। এর চাইতে এই প্রথম বয়স—কত সুখ ক'র্‌বে—ভালবেসে ভালবাসা পেয়েছ—সেই ভালবাসার জনের কাছে পালিয়ে যাওয়াও কি ভাল

নয় ? সে যে মাথায় করে তোমায় রাখ্‌বে, পৃথিবীতে স্বর্গের সুখে থাকবে।"

"না—না—না—তা পারব না। পারব না বল্‌ছি! চুপ কর তুমি!"

যারপরনাই উত্তেজিত ভাবে চুল ছাড়াইয়া নিয়া, বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ওমা, রাগ ক'ল্লে দিদিমণি ? তা রাগ কর, আর ব'ল্‌ব না। তোমার দুঃখু দেখে প্রাণ নাকি বড় কাঁদে, তাই যা বলি! নইলে আমার আর কি ? আমার সুখদুঃখ ত সব কবেই গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করেছি। তা ব'স, চুলটা বেঁধে দিই। আধা চুল বাঁধা নিয়ে ছুটে যদি নীচে যাও, মা কি ব'লবেন ?"

"ও কথা আর ব'লবে না বল!"

"না। তোমার দিব্বি দিদিমণি, আর ব'লব না।"

বিজলী বসিল। ঝি তাড়াতাড়ি করিয়া বেণী বিনাইয়া সহজে একটা ঢিলা খোপায় তা জড়াইয়া দিল।

বিজলী উঠিয়া নীচের দিকে চলিল। ঝি কহিল, "মাথা ধ'রেছে, একটু বেড়াবেনা ছাদে ?"

"না, ভাল লাগ্‌ছে না। শুয়ে থাকিগে।"

"হাঁ, রাগ ক'রো না—একটা কথা শুধু সুধোব।"

"কি ?"

"চিঠির একটু উত্তর—"

"না,—দরকার নেই।"

"সুধোলে কি ব'লব ?"

"ব'লো—তা হবে না। পালিয়ে যেতে আমি পারব না।"

নিরঞ্জন ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।—হঠাৎ বিজলীর দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল, দুপদাপ করিয়া ছুটিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। গিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

১২

পরদিন দেখা গেল, বাড়ী তালাবন্ধ,—নিরঞ্জনও নাই, লোকজনও কেহ নাই। দিন দুই পরে দারোয়ান আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া অনেক আসবাব পত্র লইয়া বাড়ী আবার তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

ঝিও কিছু বলিল না,—বিজলীও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আরও দিনদুই গেল। বিজলী মনে মনে বড় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি কোথায় গেলেন ? মনের দুঃখে কোনও অত্যাহিত কাণ্ড ত করেন নাই। কেন সে অমন নির্ম্মম ভাবে এক কথায় 'না' জবাবটা তাঁকে পাঠাইয়াছিল ? কেন সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া তাঁকে একটা চিঠি লিখিল না ?—যদি

তিনি কিছু করিয়া থাকেন! সর্ব্বনাশ! কি হইবে তবে? কেমন করিয়া বিজলী তা সহিবে? মরিলেও যে এত বড় একটা দুঃখের বোঝা—পাপের বোঝা নিয়া সে মরিবে। তার ছার প্রাণ থাকিলেই বা কি আর গেলেই বা কি? কিন্তু তিনি যদি তার জন্যে—না—না, সে যে আর সহ্য করিতে পারে না! ঝি কি একটা খবর তাকে আনিয়া দিতে পারে না? পোড়ারমুখী কথাটিও যদি আর বলে! কেন বলিবে? সে যে তাকে ধমকাইয়া দিয়াছে। তার কি? প্রাণে এই অসহ্য যাতনা ত সে ভোগ করিতেছে না।

বিজলী আর পারিল না, নিজেই ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল।

ঝি কহিল, "এখন আর ওকথায় কাজ কি দিদিমণি? কোথায় তিনি চলে গেছেন, কে জানে? অমন ভাবে জবাবটা পাঠালে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল, "তাঁকে কি ব'লেছিলে?"

"না ব'লে আর করি কি বল? এখান থেকে ত এড়িয়ে গেলাম, রাত্তিরে একেবারে আমাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত।"

"তারপর?"

"বল্লাম—ও সব কথা আপনি কেন লিখেছেন? দিদিমণি কি ঘরছেড়ে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে?"

"শুনে কি ব'ল্লেন ?"

"শুনে ত একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়্লেন। দেখি যে মূর্চ্ছা যান আর কি! পাখাখানা নিয়ে হাওয়া ক'ত্তে লাগ্‌লাম। একটু সোস্তি, হ'য়ে শেষে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, চিঠি আছে কিছু? আমি বল্লাম, না, চিঠি আর দিদিমণি লিখ্‌বে না, আপনিও লিখ্‌বেন না।—এসব কথাই এখন ভুলে যান্। ব'ল্‌ব কি দিদিমণি সর্ব্বনেশে কথা— ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে একেবারে মূচ্ছো হ'য়েই পড়্‌লেন। ভয়ে আর আমি বাঁচিনে। চোকে মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া ক'ত্তে লাগ্‌লোম। শেষে কতক্ষণ পরে দেখি চোকমেলে চাইলেন। ধড়ে আমার প্রাণ এল। তারপর কতক্ষণ শুয়ে থেকে একটু সুস্থ হ'য়ে উঠে চ'লে গেলেন।"

"কিছু ব'ল্লেন না আর ?"

"নাঃ। আর ভাল মন্দ কোনও কথাই ব'ল্লেন না। যতক্ষণ ছিলেন, একেবারে চুপ ক'রেই ছিলেন, যাবার সময় কেবল ব'ল্লেন, 'আসি তবে এখন ঝি।' আমারও আর কোনও কথা মুখে সর্‌ল না। পরদিন সকালে এসে দেখি, বাড়ীতে তালা বন্ধ। আর কোনও খবর জানি না।"

বিজলীর মুখ একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছিল। ঝির মনে হইল, সেও যেন মূর্চ্ছা যায়। কহিল, "তোমার বোধ

হয় খুব অসুখ বোধ হ'চ্চে দিদিমণি। যাও একটু শুয়ে থাকগে।"

ছাদেই কথা হইতেছিল। বিজলী কম্পিত চরণে নীচে নামিয়া আসিল,—আসিয়াই শুইয়া পড়িল। সারারাত্রি—সেদিন বিজলী ঘুমাইতে পারিল না। দারুণ দুঃসহ অন্তর্দ্দাহ, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই। নিঃশব্দে একবার শুইয়া একবার বসিয়া যেন বিষাক্ত কণ্টকশয্যায় সে রাত্রি কাটাইল।

১৩

পরদিন গেল, সে রাত্রিও বিজলী তেমনই কণ্টক-শয্যায় কাটাইল। তার পরদিন বৈকালে ঝি তাকে ছাদে ডাকিয়া নিয়া কহিল, "আজ নিরঞ্জন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল দিদিমণি।"

"দেখা হ'য়েছিল! কোথায়? ভাল আছেন ত?"

"বেঁচে আছেন এই পর্য্যন্ত। নইলে ভাল আর কি? একেবারে পাগলের মত, উস্কো-খুস্কো চুল, চোক দুটো লাল, আহা অমন যে সুন্দর মহাদেবের মত চোক্ দুটি—একেবারে রক্তজবা হ'য়ে ফুলে উঠেছে! অমন যে রাজপুত্তুরের মত শ্রী—একেবারে যেন শুকিয়ে কালী হ'য়ে গেছে!"

"আহা ! কিছু ব'ল্লেন ?

"হাঁ—একটা চিঠি দিয়েছেন। ব'ল্লেন, এখানে আর টি'ক্তে পাচ্ছি না, আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। যাবার আগে একটিবার তার সঙ্গে দেখা যদি হয়—শেষ দুটো কথা যদি ব'লে যেতে পারি,—এই চিঠিখানা তাকে দিও। যদি না প'ড়ে, তুমি একটু বুঝিয়ে ব'লো। আর কিছু চাইনে শেষ একটিবার তাকে দেখব—শেষ দুটো কথা তাকে বলে যাব।—তা—চিঠিটা কি দেব ?"

"হাঁ দেও।" বিজলী হাত বাড়াইল। ঝি আঁচলের খুঁট হইতে চিঠিখানা খুলিয়া বিজলীর হাতে দিল। বিজলী পড়িল। ঝি যাহা বলিয়াছিল, চিঠিতে আকুল উচ্ছ্বাসে সেই সব কথাই লেখা ছিল ! চিঠিখানি পড়িয়া বিজলী একটু কাল চুপ করিয়া রহিল,—মুখখানি একবার লাল হইয়া, আবার পাংশু হইয়া গেল, আবার লাল হইয়া উঠিল। চোক তুলিয়া বিজলী ঝির মুখ পানে চাহিল। চক্ষু দুটি ছলছল—অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল !

ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কি ব'লব দিদিমণি ?"

"কি ক'রে দেখা হ'তে পারে ?"

"তা'ত কিছু বলেননি। সন্ধ্যের আগে আবার আস্‌বেন ব'লেছেন। তুমি যদি বল, তা হ'লে ব'লেছেন একটা ফিকির যা হয় বুঝে ক'র্‌বেন।"

"আচ্ছা—জিজ্ঞাসা ত ক'রে এস। যদি সুবিধে হয়—তা হ'লে—আচ্ছা—দেখাই না, হয় ক'রব। কিন্তু কি ক'রে হবে বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।"

"আচ্ছা শুনি ত—দেখি তিনি কি বলেন। ফকির কিছু ক'ত্তে পারেন দেখা হবে, না পারেন নেই। উপায় আর কি আছে?"

সন্ধ্যার আগেই ঝি একটা ছুঁতা করিয়া বাসায় গেল। কতক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বিজলী ছাদেই বেড়াইতেছিল। বালাই দূর হইয়াছে, এখন যতক্ষণ ইচ্ছা একা ছাদে বেড়াক না! ভয় কি?—মা কিছু বলিলেন না। সত্যই যদি মাথাধরার ব্যারাম হইয়া থাকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু বেড়াইলে ভালই হইবে।

ঝি ছাদে গিয়ে বিজলীকে নিরঞ্জনের ফিকিরের কথা সব বুঝাইয়া বলিল। ওই বাড়ীটা সে ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়া দেয় নাই। গভীর রাত্রিতে পিছনের দরজা দিয়া সে ওই বাড়ীতে আসিবে। বিজলী যদি তখন ঝির সঙ্গে কোনও মতে একেবার বাহির হইয়া যাইতে পারে, তবে দেখা হয়। বেশীক্ষণ দেরী হইবে না। একটু পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। সে দিন কালীঘাটে যেরূপ সুযোগ ঘটিয়াছিল,—সেরূপ দ্বিতীয় সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম।

ঘটিলেও কতদিনে ঘটিবে, কে জানে? অতদিন কি নিরঞ্জন অপেক্ষা করিতে পারে? তাহা হইলে যে সে একেবারে পাগল হইয়া যাইবে। বিজলীর কোনও ভয় নাই। একটুকাল মাত্র, শেষে বিদায় নিয়া—শেষ দুটি কথা বলিয়াই সে চলিয়া যাইবে। বিজলী আবার ঝির সঙ্গে গৃহে ফিরিবে। কেহই টের পাইবে না।

বিজলীর তখন হিতাহিত বুদ্ধি ছিল না। সে ভয় পাইল, মনটার মধ্যে যেন্ কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু একেবারে না বলিতে পারিল না। এযে শেষ দেখা—শেষ বিদায়! কোন প্রাণে সে 'না' বলিবে! একবার সেই নির্ম্মম ব্যবহারে সে যে তাঁকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিল। আজ যদি শেষ এই অনুরোধ উপেক্ষা করে, তবে যে একেবারেই তিনি মরিয়া যাইবেন, আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইবে—কেহ যদি টের পায়! কি সর্ব্বনাশ তখন্ হইবে! না না, টের পাইবে কেন? খুব সাবধানে নিঃশব্দে যাইবে। আবার সাবধানে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে। আর টের যদি পায়ই, সে ত মরিতেই প্রস্তুত, না হয় মরিয়াই লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু তাঁকে ত সে একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে না। কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বিজলী শেষে সম্মত হইল। কিন্তু ঝির সঙ্গে কেমন করিয়া যাইবে? ঝি দশটায় বাসায় যায়, তখন ত কেহ ঘুমায় না?

ঝি কহিল, "রাত্তির বারটা বাজ্‌লেই আমি ফিরে আসব। ওই বাড়ীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। তুমি বেরোলেই তোমাকে নিয়ে আমি ভিতরে ঢুক্‌ব। দরজা খোলাই থাক্‌বে।"

বিজলীর সমস্ত প্রাণ—সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ঝি যা বলিল তাতেই শেষে রাজি হইল।

১৪

গভীর রাত্রি। ঘড়ীতে বারটা বাজিল,—বিজলী বিছানায় উঠিয়া বসিল। শ্যামাশশীর সঙ্গে সে শুইত। বৃদ্ধা নাক ডাকিয়া তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পাশের দুটি ঘরেও সব নিস্তব্ধ, সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। বিজলী একটুকাল বসিয়া থাকিয়া পা টিপিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিল। পা থর-থর কাঁপিতেছিল। কোনও মতে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া বিজলী থমকিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত যেন তার জল হইয়া যাইতেছিল। সর্ব্বনাশ! সে এ কি করিতেছে! কোথায় যাইতেছে! না না, কাজ নাই। যা হইবে হউক্, সে যাইবে না। যদি সময় মত ফিরিতে না পারে! যদি এর মধ্যে কেহ জাগে! কে জানে কি হইবে? যদি আর ফিরিতেই না পারে? বিজলী থর-থর কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি যে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। ঝি দরজায় অপেক্ষা করিতেছে! এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়! তবু তিনি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবেন। হয়ত কোনও দিন আবার সুখীও হইবেন। সে যাইবে বলিয়াছে, আশা দিয়াছে, এখন যদি না যায়,—হয় ত গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিবেন। না—না, যাইবে বলিয়াছে, একবার সে যাইবেই। শেষে যাই কপালে থাক, একবার তাকে যাইতেই হইবে। বেশী দেরী করিবে না,—এখনই আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু একবার যাইতেই হইবে। দৃঢ় সংকল্পে মন বাঁধিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একবার পিছনে ফিরিয়া ঘরগুলির দিকে চাহিল। শেষে, ধীর নিঃশব্দ চরণক্ষেপে নীচে নামিয়া, অতি সাবধানে নিঃশব্দে সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিল। ঝি যথাস্থানেই অপেক্ষা করিতেছিল,—নিঃশব্দে আসিয়া বিজলীর হাত ধরিল। আবার সমস্ত দেহ থর-থর কাঁপিয়া উঠিল। ঝি বাহুবন্ধনে বিজলীকে ধরিয়া নিয়া সম্মুখের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই ঝি আসিয়া আবার দরজার কাছে বসিল। আধ ঘণ্টার উপর চলিয়া গেল। তখন ঝি দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আবার ভিতরে গেল।

ঝি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চাপাস্বরে ডাকিল, "নিরুবাবু! নিরুবাবু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, শীগ্‌গিরি আসুন!"

"কি—কি হ'য়েছে ঝি!" একটি ঘরের দরজা খুলিয়া নিরঞ্জন বাহির হইল। বিজলীও ভীত বিশুষ্ক মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঝি কহিল, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এখন উপায়! ওবাড়ীতে গোলমাল শুনতে পেলাম,—আলো নিয়ে সবাই ছুটোছুটি ক'চ্চে। আর কি—সব টের পেয়েছে। এখন কি হবে?"

বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার মত হইল। নিরঞ্জন ছুটিয়া আসিয়া তাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। বিজলী একেবারে অবসন্ন হইয়া গা ছাড়িয়া নিরঞ্জনের বক্ষলগ্ন হইয়া রহিল।

"ভয় নাই! ভয় নাই বিজলী! আমি আছি, ভয় কি তোমার? কে কি ক'র্‌বে?"

ঝি যারপরনাই ভীত ভাবে কহিল, "কে কি না ক'রবে? যদি সন্দেহ ক'রে বাড়ীতে এসে ওঁরা ঢোকেন—বাবু আছেন, দাদাবাবুরা আছেন, একেবারে যে খুনোখুনি কাণ্ড হবে। পুলিশ এসে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

"চট্ ক'রে দেখ ত আমার গাড়ী ওই পিছনের দরজায় আছে কি না?"

ঝি ছুটিয়া গিয়া একটা জানালা খুলিয়া চাহিয়া দেখিল। আবার ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "হাঁ, আছে।"

"বস্! তবে আর ভয় নেই। চল!—বিজলী! বিজলী! আর উপায় নাই। চল, এখন্ ত পালাই। তারপর যা হয়, একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

বিজলীর চলৎশক্তি, বাক্‌শক্তি, সবই তখন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। নিরঞ্জন ঝিকে ইসারা করিল। দুইজনে অবসন্না কম্পিতা বিজলীকে ধরিয়া প্রায় টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বিজলী ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিরঞ্জন আবেগে তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট প্রেম গদগদ স্বরে কহিল, "ভয় কি বিজলী! তোমার বাবা ক্ষমা না করেন, আমি আছি। আমার বুকে চিরকাল এমনি ক'রে তোমায় ধ'রে রাখ্‌ব! কাঁটার খোঁচাটি তোমার গায় কখনও লাগ্‌তে দেব না।"

১৫

রাত্রি প্রভাত হইল, সকলে জাগিল, কিন্তু বিজলী কোথায়? স্বর্ণময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। মহীন্দ্র বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহাও কি সম্ভব? ওই বিজলী—অতটুকু মেয়ে—তার পক্ষেও কি ইহা সম্ভব! এত বড় দুঃসাহসিক মত্ততা কি তার হইতে পারে? কিন্তু আর কি হইতে পারে? কোথায় যাইবে? কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? এতখানি সর্ব্বনেশে চাল সে চালিল—ওই অতটুকু

মেয়ে—আর তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই! ওই অতটুকু মেয়ে—সেও এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে! উঃ! চক্ষুমুখ তাঁহার অগ্নিবর্ণ হইল। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে, দন্তে অধর দংশন করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভাইরা কিছুই জানিত না, বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিজলী কাহারও সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে, এমন একটা অসম্ভব কথা তাহাদের কল্পনায়ও আসিতে পারে না। তন্ন তন্ন করিয়া তাহারা সকল বাড়ী খুঁজিল। বাড়ীই বা কতটুকু? কোথায় সে লুকাইয়া থাকিতে পারে? কেনই বা লুকাইবে? তবে কি হইল? কোথায় গেল সে?

বৃদ্ধা শ্যামাশশী ভয়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাই ত, বিজলী কোথায় গেল? কোথায় যাইতে পারে? কোনও দৈত্যদানা আসিয়া তাহাকে উড়াইয়া নিয়া যায় নাই ত! কি সর্ব্বনাশ! বিজলী যে তাঁর সঙ্গে তারই বিছানায় শুইয়া ছিল!

বেলা হইল, ঝি আসে না। সেই বা আসে না কেন? তবে কি সব সেই হারামজাদীরই কারসাজি? মহীন্দ্রবাবু যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া ছেলেদের একজনকে ঝির খোঁজ নিতে পাঠাইলেন। ছেলে আসিয়া বলিল, ঝি কাল রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিয়া আইসে নাই।"

তবে আর কি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সেই হতভাগীই মেয়েটাকে ভুলাইয়া নিয়া গিয়াছে! স্বর্ণময়ী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, দুই হাতে মুখ ও বুক চাপিয়া মাটিতে উবুর হইয়া পড়িলেন। হায়, হায়! তিনিই ত তবে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! সর্ব্বনাশী তাঁকে ছলে ভুলাইয়াছিল, তার হাতেই যে তিনি বিজলীকে একেবারে সঁপিয়া দিয়াছিলেন! বৈকালে দুজনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাদে বেড়াইত! হায়, হায়! কেন তিনি একবার গিয়া একদিনও দেখেন নাই, ওরা কি করে, কি বলে? তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেন।

এখন কি হইবে! এ লজ্জা, এ গ্লানি, এ কলঙ্ক কি করিয়া তাঁহারা চাপিয়া রাখিবেন? হতভাগী এমন করিয়া চিরদিনের মত তাঁহাদের মুখে কালি লেপিয়া দিল! অতটুকু মেয়ে—পেটে পেটে তার এত বজ্জাতী ছিল! এমন বিষ তিনি পেটে ধরিয়াছিলেন,—বুকের রক্তে এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন! আর সেই পোড়াকপালী—তারই বা কি গতি হইবে? উঃ! এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়। হতভাগী মরিল না কেন? কত মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরে, আজ যদি কালামুখী আগুনে পুড়িয়া তাঁরই চক্ষের সাম্‌নে ছট্-ফট্ করিয়া মরিত, তাও যে তিনি সহিতে পারিতেন! কিন্তু

এ লজ্জা, এ দুঃখ, এ গ্লানি, আর নিজের রক্তমাংস—স্নেহের পুত্তলী—বুকের ধন—তার এই দুর্গতি—কেমন করিয়া তিনি সহ্য করিবেন।

অতি আর্ত্ত স্বরে চিৎকার করিয়া তিনি কহিলেন, "ওগো দেখ! দেখ! চুপ ক'রে ঘরে ব'সে আছ তোমরা? দেখ, দেখ, খুঁজে দেখ! পাতা পাতা ক'রে খুঁজে দেখ! ওগো, শুধু এই খবরটা আমাকে এনে দেও সে ম'রেছে!—গঙ্গায় ডুবে ম'রেছে, বিষ খেয়ে ম'রেছে, আগুনে পুড়ে ম'রেছে! ওগো তোমরা কি পাষাণ! এখনও চুপ ক'রে ঘরে ব'সে রয়েছ! ওগো দেখ, দেখ! এখনও হয়ত সময় আছে—এখনও হয়ত তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বে! উহুহু! ওগো এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয় গো!"

অসহনীয় উত্তেজনায় স্বর্ণময়ী বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ছেলেরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। যতীন্দ্র বাবু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "চুপ! চুপ কর—চুপ কর—চেঁচিও না! পাড়ার লোক শুন্‌বে। কাউকে জানাবার দুঃখ ত নয়! গুম্‌রে মর—মুখ বুজে থাক্‌তে হবে। খুঁজব! কোথায় খুঁজব? এযে কল্‌কাতা, মহা অন্ধকার মহারণ্য! এখানে লুকুলে কাউকে খুঁজে বার করা যায়?"

উন্মত্তের ন্যায় মহীন্দ্র বাবু ঘর বাহির করিতে লাগিলেন।

"ওগো আমি যে চুপ করতে পাচ্ছিনে—কিছুতেই যে পাচ্ছিনে। ওরে, একটা বাঁশ এনে আমার বুকটা পিটিয়ে ভেঙ্গে ফেল্—গলায় পা দিয়ে আমায় মেরে ফেল্। আমার মুখে বালি পূরে দে—দম আটকে আমি মরি! ওরে দে দে—শীগ্‌গির দে! কিছু দোষ হবে না, কোনও পাপ হবে না! ওরে, এর চাইতেও পাপের ফল মানুষের কিছু হয়? আমি পাপী—মহাপাপী—নইলে এমন পাপও পেটে ধ'রেছিলাম। উঃ! আর যে পারিনে রে—আর যে পারিনে। ও সর্ব্বনাশী! ও বিজলী! তুই মর্‌লিনে কেন? একবার—দশবার—বিশবার কেন মর্‌লিনে? উহু হু হু! একটুও যদি বুঝতাম—একটুও যদি বুঝতাম! আমিই সর্ব্বনাশ করেছি! মহাপাপিনী আমিই সর্ব্বনাশ ক'রেছি। সর্ব্বনাশীকে বিশ্বাস ক'রেছিলাম। হায় হায় হায়! একটুও যদি বুঝতাম! কেন বুঝলাম না! কেন বুঝলাম না! কেন—কেন—কেন বুঝলাম না!"

আবার স্বর্ণময়ী অতি বেগে বক্ষে কয়েকটা করাঘাত করিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে ছেলে দুটি হায়রান্ হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে একেবারে অবসন্ন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন।

সমস্ত দিন গেল,—গৃহ যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। এক প্রাণীও জল স্পর্শ করিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ কাহারও ছিল না। ছেলেরা বাড়ীর বাহির হইল না,—মহীন্দ্রবাবুও অফিসে গেলেন না।—গৃহের মধ্যেও মুখ তুলিয়া কেহ কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। আকাশের সূর্য্য, দিনের আলো—তাও যেন এই মহাগ্লানির সাক্ষ্য হইয়া চারিদিক হইতে সকলকে অসহনীয় পীড়া দিতেছিল। বিশ্বের সকল লজ্জা, সকল মর্ম্মবেদনা যেন এই ক্ষুদ্র গৃহকেন্দ্রে ঘনীভূত হইয়া তার তীব্র জ্বালাময় ঘনকালিমায় সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বেদনাদিগ্ধ মন সে কালিমায় আঁধার—কিন্তু মুখ ঢাকিয়া রাখা যায়, সে আঁধার, হায়—কোথায়।

প্রথম আঘাতের অতি তীব্র বেদনায় দেহ মন যতই অবসন্ন হইয়া পড়ুক, করুণাময়ী প্রকৃতি দেবী তাঁহার কোমল হস্তে ক্রমে তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন,—চিন্তাশক্তি, প্রতিকারের উদ্ভাবনী শক্তি, ধীরে ধীরে তাহাতে সঞ্চার করেন। এই অতি পুরাতন ও চির নূতন সত্য এ ক্ষেত্রেও বৃথা হইল না।

দুঃখ ও লজ্জা এখনও বড় পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু পরদিন রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে অবসাদ ভাব অনেকটা লঘু হইল।—ছেলেরা উদ্যোগী হইয়া কিছু আহার সংগ্রহ করিয়াও পিতা-

মাতাকে খাওয়াইল। তাহাতেও দেহ মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল,—মহীন্দ্র বাবু আফিসে গেলেন। আফিসের বড় সাহেবকে বেশী কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। মহীন্দ্র বাবুর মুখ দেখিয়াই সাহেব বুঝিতে পারিলেন, তিনি অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলেন এবং এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই। আর কয়েক দিনের ছুটীর প্রার্থনা করিতেই সাহেব তাহা মঞ্জুর করিলেন।

মন অতি ক্লিষ্ট, দেহও ক্লান্ত অবসন্ন, মহীন্দ্র বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল তপ্ত ধূলিমলিন রাস্তার উপরেই তিনি উবুড় হইয়া শুইয়া পড়েন। কিন্তু তবু ট্রামে চড়িয়া বাড়ীতে না ফিরিয়া কত অলি গলির পথ ধরিয়া সহরের নানা পল্লীতে তিনি ঘুরিলেন। আশা—অতিক্ষীণ দুরাশা—যদি দৈবাৎ কোথাও তাহাদের সাক্ষাৎ বা সন্ধানের কোনও সূত্র পাওয়া যায়। শেষে দুঃসহ শ্রান্তির ক্লেশে প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া একটা বাড়ীর রকে তিনি বসিয়া পড়িলেন।—সে স্থান তাহার বাসা হইতে অনেক দূরে। অদূরে এক গলির মোড়ে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—ঐযে! ঝি কোথায় যাইতেছে!

"হারামজাদী! সর্ব্বনাশী!"—

উন্মত্তের ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া মহীন্দ্র বাবু ঝিকে ধরিলেন। ঝি চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এদিক ওদিক হইতে কতকগুলি লোক ছুটিয়া আসিল। ভদ্রবেশধারী এক

গুণ্ডা একটী অসহায়া স্ত্রীলোককে কু-অভিপ্রায়ে পথে আক্রমণ করিয়াছে, সহজেই সকলের এই ধারণা জন্মিল। তাহারা মহীন্দ্র বাবুকে টানিয়া লইয়া আনিয়া কত গালি দিল, কেহ প্রহারও কিছু করিল,—একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আরও কত লোক আসিল। পাহারাওয়ালাও দুইজন আসিয়া জুটিল। লোকেরা মহীন্দ্রবাবুকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিল। তখন ঝির খোঁজ পড়িল। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। পাহারাওয়ালারা অগত্যা মহীন্দ্রবাবুকে টানিয়া থানায় লইয়া চলিল। অনেক লোক হৈ চৈ করিতে করিতে পিছনে পিছনে গেল। মহীন্দ্রবাবু নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট! কি তিনি বলিবেন? কি বলিতে পারেন? যা বলিতে পারেন, সে যে আপন ঘরের বড় দুঃখময় কলঙ্কের কথা। তা কি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলা যায়? বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? দুটি চক্ষু বহিয়া দর দর-ধারে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আহা, মর্ম্মের কি গভীর স্থল বিদ্ধ হইয়াই যে সেই অশ্রুর উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

তখন বেলা প্রায় পড়িয়াছে। পাশে একখানি ট্রাম থামিল, একটি ভদ্রলোক এই দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"এ কি মহীন্‌বাবু যে! ব্যাপার কি?"

মহীন্দ্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আফিসের একজন কর্ম্মচারী। তিনি কিছু বলিলেন না,—মুখ ফিরাইয়া নিলেন। সেই কর্ম্মচারী—যোগেশবাবু—কহিলেন, "কি মহীনবাবু, কি হ'য়েছে? আপনাকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাচ্চে!"

"অদৃষ্ট!"

যোগেশবাবু পাহারাওয়ালাদের মুখে এবং লোকদের মুখে নানালঙ্কারে বহুলীকৃত কথাটা শুনিলেন। বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না। হাঁ, মহীন্‌বাবু। কি, ব্যাপার কি? এরা এ সব কি ব'ল্‌ছে?"

"যা হ'য়েছিল, তাই ব'ল্‌ছে ভাই। আমার অদৃষ্ট!"

যোগেশবাবু যারপরনাই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। মহীন্দ্রবাবু আবার কহিলেন, "আমি বড় অসুস্থ—মাথার ঠিক ছিল না।"

"তাই বলুন! ছুটী নিয়ে এলেন, বাড়ীতে না গিয়ে এখানে এসেছিলেন কেন? এ যে অনেক দূর!"

"কি জানি, মাথার ঠিক ছিল না!"

যোগেশবাবুর মনে হইল ইহার মধ্যে বড় একটা রহস্য আছে। অথবা সত্যই কি ইহাঁর মাথার কোনও ব্যারাম হইল?

পাহারাওয়ালাদের সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "হাঁগো,

তোমরা ভুল ক'রেছ। উনি ভাল লোক—ভদ্রলোক—ভাল কাজ করেন সরকারী আফিসে। মাথার অসুখ হ'য়েছে,—ওঁকে ছেড়ে দেও, আমি বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পাহারাওয়ালারা জানাইল,—তাহারা গ্রেফ্তার করিয়াছে, থানায় লইয়া যাইবে। বাবুর ইচ্ছা হইলে থানায় গিয়া দারোগার কাছে জামিন হইয়া আসামীকে মুক্ত করিয়া আনিতে পারেন।

অগত্যা যোগেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে থানায় গেলেন। দারোগাকে মহীন্দ্রবাবুর পরিচয় দিয়া সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ইঁহার কথা শুনিয়া এবং মহীন্দ্রবাবুকেও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া দারোগা সে কথা বিশ্বাস করিলেন। এদিকে বাদিনীও উপস্থিত নাই,—মোকদ্দমা চলিতে পারে না। যোগেশবাবুর জামিনে দারোগা মহীন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়া দিলেন। কেবল পরদিন পুলিশ আদালতে একবার তাঁহাকে হাজিরা দিতে হইবে। হায়, কেলেঙ্কারীর উপরে আদালতে আবার কেলেঙ্কারী! হয়ত খবরের কাগজেও উঠিবে। কাতর স্বরে তিনি কহিলেন, "সেটা কি না হ'লে হয় না?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, আমাদের একটা রিপোর্ট যে ক'ত্তেই হবে।"

মহীন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হায়, কত বিড়ম্বনাই যে তাঁহার অদৃষ্টে আছে!

যোগেশবাবু একখানি গাড়ী করিয়া মহীন্দ্রবাবুকে লইয়া তাঁহার বাসার দিকে যাত্রা করিলেন। হাতে মাথা রাখিয়া নীরবে নতমুখে মহীন্দ্রবাবু বসিয়া রহিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে যে কত বিপদ্—কত লাঞ্ছনা—প্রথম দিনেই তাহার কিছু নমুনা দেখিয়া তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাসায় পৌঁছিয়া কিছু সুস্থ হইলে ছেলেরা কহিল, "আপনি আর বেরোবেন না বাবা। কোথায় ঝিকে দেখেছিলেন বলুন, আমরা পাতা পাতা ক'রে খুঁজব।"

"না বাবা, আর কাজ নেই। আবার কোথায় কোন্ বিপদে পড়্বি! যা হ'বার তা ত হ'য়েছে। তোদের আবার না হারাই। কোথায় আর খুঁজবি? যদি সত্যিই কাছে থাকে; আজই আর কোথাও পালিয়ে যাবে। গেছে—যাক্! কপালে তার বড় দুর্গতি আছে, নইলে এ বুদ্ধি কেন হবে?"

"তবু চুপ ক'রে কি আমরা থাক্তে পারি? এখনও যদি ফিরিয়ে আন্তে পারি—"

"কি হবে? কোথায় তাকে রাখ্‌ব? কলঙ্ক কি দিয়ে চাপা দেব? আর আজ যা ঘট্‌ল, আফিসে একটা আন্দোলন হবে। পুলিশ আদালতে আবার হাজিরে দিতে হবে; হয়ত

খবরের কাগজে উঠ্‌বে। লোকে সন্ধান নেবে। সব হয় ত প্রকাশ হ'য়ে পড়বে।"

"তাই বলে কি তাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া যায়? তা কি পার্‌বেন বাবা?"

মহীন্দ্রবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন,—কহিলেন, "না, তাও কি পারি? যদি খোঁজ পাই তা'কে নিয়ে আসব। লোকে নিন্দে ক'রবে,—দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। যা কপালে থাকে হবে। তোরা মানুষ হ'য়ে সুখে থাকিস্। আমরা তাকে নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌ব। কেউ খোঁজ নিলে ব'লব—কি ব'লব? ও বিধবা—কেউ নেই!"

মহীন্দ্রবাবু শুইয়াছিলেন। বলিতে বলিতে চক্ষু বুজিলেন। ছেলেরা তখন আর কিছু বলিল না। স্বর্ণময়ীও নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

১৬

"রাত দিনই কেবল কাঁদ্‌বে—আর ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রবে। কাহাতক আর এ সব ভাল লাগে বল ত।"

৭৮ দিন চলিয়া গিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দ্বিতল ছোট একটি সুন্দর বাড়ী, বেশ সুসজ্জিত একটি কক্ষে সুদৃশ্য পালঙ্কের উপরে বিন্যস্ত সুপরিপাটি সুকোমল

শয্যা, পর পর ২।৩টি বালিসের উপরে ঈষৎ হেলিয়া নিরঞ্জন গড়গড়ার নলে ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। চক্ষু দুইটি মদিরাঘোরে তখনও কিছু আরক্ত, মুখে বিরক্তির ভাব, ললাট ভ্রূকুটিকুটিল। বিজলী নীচে একধারে দুইটি হাঁটুর উপরে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। রুক্ষ চুলগুলি এলাইয়া পিঠ ও দুই বাহু ভরিয়া লুঠিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে চাপা রোদনধ্বনি ব্যক্ত হইতেছে।

নিরঞ্জনের কথায় বিজলী কোনও উত্তর করিল না, তেমনই বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরঞ্জন আবার কহিল, "আচ্ছা, কেন এ রকম জ্বালাতন ক'চ্ছ বল ত? আমি কি তোমাকে কিছু দুঃখে রেখেছি?"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না, আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। দুঃখ! হায়, বিজলী যে অন্তরে বাহিরে আজ অসহনীয় আগুনে দগ্ধ হইতেছে। ইহার বেশী দুঃখ আর কি হইতে পারে? তাই সে যেন এই কথায় আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের ভ্রূকুটি কুটিলতর হইল। গড়গড়ার নলে জোরে আরও গোটাকতক টান দিয়া ঘনধারে ধূম্রকুণ্ডলী উদ্গীরণ করিয়া কহিল, "দেখ, দুজনে মিলে বেশ সুখে থাক্‌ব এই মনে করেছিলাম। তুমিও যাতে বেশ আরামে আর সুখে থাকতে

পার, তারও ক্রটি কিছু কচ্চিনে। কিন্তু তবু যদি কেবলই ঘ্যান্‌ঘ্যানি প্যান্‌প্যানি ক'রে এই রকম দেক ক'রে তোল আমাকে, তাহ'লে বল্‌ছি আমি চ'লে যাব, আর আসব না— কোনও খবরদারী তোমার ক'রবনা। তখন কি হ'বে, কোথায় দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখছ না?"

বিজলী যেন একটু ভয় পাইল। অতি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে মলিন শীর্ণ মুখখানি একবার তুলিয়া নিরঞ্জনের দিকে চাহিল। কিন্তু তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া নিল।

নিরঞ্জন কহিল, "আমার কথা তবে শুন্‌বে না?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বিজলী উত্তর করিল, "কি বল।"

"তুমি কি চাও বল দিকি?"

"কি আর চাইব, কিছুই চাই না।"

"তবে কেবলই কাঁদ কেন? খাওনা, দাওনা, স্নান কর না, কাপড় চোপড় ছাড় না, চেহারা কি হ'য়ে গেছে, আরসীতে একবার দেখেছ? দুটো কথা পর্য্যন্ত এখন আর বল না, কত আর এসব পাগলামো ভাল লাগে বল ত?"

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। কি উত্তর দিবে?

নিরঞ্জন কহিল, "এই রকমই যদি করবে, নিজে দুঃখ পাবে আর আমাকে জ্বালাবে, তবে এসেছিলে কেন?"

বিজলী ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "আমি কি এসেছিলাম? আমি কি আস্‌তে চেয়েছিলাম? কেন ভুলিয়ে আমাকে নিয়ে এলে? আমার যে কিছুই ভাল লাগে না! আমি কি করব? কি কল্লাম! কি কল্লাম। আমার মা, আমার বাবা, আমার দাদারা, আমার ছোট ভাইবোনরা, কেন তাদের ফেলে এলাম? ওগো, কেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এলে? একটিবার তাদের কাছে যেতে পাল্লে যে আমি বাঁচতাম!"

নিরঞ্জন চাপা বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "তা বেশ, ইচ্ছে হয়, তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে দেও না? তিনি এসে তোমায় নিয়ে যাবেন।"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তিনি কি আসবেন? আর কি আমায় নিয়ে যাবেন? আমি যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আমার জাত গেছে। কোন্ মুখে তাঁকে আর চিঠি লিখব? কি ক'রে এ মুখ আর তাঁকে দেখাব? তিনি যে আমার মুখ আর দেখবেন না।"

"তা যদি বোঝ, তবে আর ও কথা ভেবে কেন মন অত খারাপ ক'চ্চো? যখন তাঁদের ছেড়েই এসেছ, ও সব ভেবে আর ফল কিছুই নেই। এখন আমার সঙ্গেই মিলে মিশে যাতে সুখে থাক্‌তে পার, বুদ্ধি থাকে ত তাই কর।"

সহসা নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া বিজলী কহিল, "একটা কাজ করবে? বড় সুখী হব; একটি কথা আমার রাখ্‌বে?"

"কি?"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিজলী মাথা নীচু করিল। কিছু বলিল না। নিরঞ্জন কহিল, "কি, বল না?"

বিজলী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া ফেলিল—"তাঁরা কেমন আছেন, কি ক'চ্চেন, বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে। নিজে যদি না পার, কাউকে পাঠিয়ে আমায় তাদের খবর এনে দিতে পারবে? ফাঁকি দিও না, সত্যি কথা এসে বলো, তোমার পায়ে কেনা হ'য়ে থাকব।"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া কহিল, "তাতে কি লাভ হবে?"

বিজলী আবার ফুঁকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দুটি চক্ষে আবার অশ্রুধারা বহিল, কহিল,—"লাভ! লাভ আর কি? তবু জান্‌তে বড় ইচ্ছে ক'রে। সেদিন সকালে উঠে আমায় না দেখে—" বিজলী আর বলিতে পারিল না, আকুল উচ্ছ্বাসে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"ভাল আপদে প'ড়েছি যা হ'ক! দেখ, কেবলই যদি ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদবে, তাহ'লে সত্যি বল্‌ছি এক্ষুণি বেরিয়ে যাব, আর আসব না।"

বিজলী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কেন আমাকে ফাঁকি

দিয়ে নিয়ে এলে? আমি যে আর সইতে পাচ্চি না। মা, বাবা, দাদারা—ওগো আমি যে তাঁদের কথা মনেও ক'ত্তে পাচ্চিনে! বড় দাগা তাঁদের দিয়েছি! কি হবে! কি করব! বাবা—দাদারা সবাই যে পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছেন! মা যে মাটীতে প'ড়ে কত কাঁদছে। ছি ছি ছি! কি কল্লাম! কি কল্লাম। আর কি তাঁদের কাছে ফিরে যেতে পারব না?"

"না—তা আর পার্‌বে না। এখন আমি ছাড়া আর কোনও গতি তোমার নেই। সেইটে বুঝে যদি চ'ল্‌তে পার ত ভাল। নইলে, যা খুসী কর,—আমি এ জ্বালাতন সইতে পার্‌ব না ব'ল্‌ছি।"

"বিয়ে ক'র্‌বে ব'লেছিলে, তাও যদি ক'ত্তে—"

নিরঞ্জন একটু হাসিল,—কহিল, "বিয়ে—ধর না হ'য়েই গেছে। কেবল কি মন্তর প'ড়্‌লেই বিয়ে হয়?"

ছি ছি ছি!—ইহাও কি বিবাহ? ঘৃণায় লজ্জায় বিজলী ত মরিয়াই ছিল। এই কথায়—এই বিদ্রূপে সর্ব্বাঙ্গে যেন তার বিষের ছিটা পড়িল। এই অবস্থার সকল গ্লানি তার সম্পূর্ণ কুৎসিত বীভৎস রূপ ধরিয়া—জাগ্রত জলন্ত হইয়া তার মন ভরিয়া উঠিল।

বুক ভরিয়া অসহ্য একটা কালো আগুনের জ্বালা হা হা

করিয়া জ্বলিল। তার ইচ্ছা হইল, সমস্ত দেহ সে নখে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেয়!

ফেলিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া নিরঞ্জন বার বার ভয় দেখাইতেছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজলীকে এখনই ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা যে তার হইয়াছিল, তা নয়। কারণ, দুইদিনও সে বিজলীকে লইয়া সুখে থাকিতে পারে নাই,—তার লালসা মিটে নাই। তবে বিজলীর ব্যবহারে মনে মনে সে বড়ই ত্যক্তবিরক্ত বোধ করিতেছিল। বড় রাগও মধ্যে মধ্যে হইত,—ভাবিত, দূর হ'ক্‌গে ছাই! এই হতভাগীর ঘ্যান্‌ঘেনি প্যান্‌পেনিতে এত জ্বালাতন হই কেন? হাঁ, বিজলী খাসা মেয়ে। তা—চোকে ধ'রেছিল ব'লে না? ওর মত মেয়ে ঢের আরও পাওয়া যাবে। ওর চাইতে অনেক ভাল মেয়েও কত আছে। রাগ হইত, এই রকমও মনে হইত, তবু আবার মনটা নরম হইয়া ফিরিত,—একেবারে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইত না। তখনও নিরঞ্জন বড় ত্যক্ত বোধ করিতেছিল, রাগও কিছু হইয়াছিল। আবার ইহাও ভাবিয়াছিল, ভয় দেখাইলে বিজলী যদি কিছু নরম হয়। তাই সে ধমকাইয়া বলিতেছিল, সে চলিয়া যাইবে, আর আসিবে না, বিজলীর কোনও খোঁজ খবর আর নিবে না। কিন্তু দেখিল, তাহাতে তেমন কিছু ফল হইতেছে না। তখন তার মনে হইল, ভাল,

মিষ্ট কথায় আদর করিয়াই দেখা যাউক না, বিজলীর মনটা একটু শান্ত হয় কিনা। বিজলীর জন্য মনে মনে একটু দুঃখও যে তার না হইতেছিল, তা নয়। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বিজলীর কাছে গিয়া বসিল, আদর করিয়া বিজলীর পিঠে হাত রাখিয়া আর এক হাতে তার হাত ধরিয়া কোমল গদগদ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "বিজলী! বিজলী!—"

দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির উত্তেজনায় বিজলী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া একদিকে সরিয়া গেল, কহিল, "যাও—যাও! সরে যাও! আমার কাছে এসো না—আমার গায় হাত দিও না!"

"বিজলী! ছি! অমন রাগ ক'ত্তে আছে?" নিরঞ্জন উঠিয়া আবার হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল।—বোধ হয় ভাবিয়াছিল, মানভঞ্জনের পালাই একবার অভিনয় করিয়া দেখিবে। বিজলী দ্রুত আর একদিকে সরিয়া গেল। অগ্নিমুখে অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া কহিল, "যাও—যাও! সরে যাও ব'ল্‌ছি। কাছে এসো না, আমার গায় হাত দিও না! কেন—কেন—আর আসছ! কে তুমি আমার? যাও—যাও—সরে যাও! দূরে থাক, কাছে এস না! ভাল হবে না, তাহ'লে!"

"আমি তোমার কে! আঁ! বিজলী, সত্যিই মনে মনে

এত বিরক্ত হ'য়েছ আমার উপর? এত ভালবাসা দুদিনেই ভুলে গেলে?"

"ভালবাসা! ছি—ছি—ছি—! ভালবাসা! এই কি ভালবাসা! ছি—ছি—ছি! ভালই যদি বাস্তে, তবে কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ে আমি—আমায় ঘরের বার ক'রে নিয়ে আস্তে? আমার যে আর কোনও গতিই নেই!"

"কেন বিজলী, আমি আছি। মনটা স্থির কর—আমার বুকে চিরকাল যে নিশ্চিন্ত সুখে থা'ক্তে পার্বে।"

"তোমার—ছি—ছি—ছি—! তোমার কাছে! ভয় দেখাচ্ছিলে চ'লে যাবে,আর আস্বে না।! যাও,এক্ষুণি যাও—এসো না।"

"বটে! কোথায় তুমি থাক্বে? কোথায় যাবে?"

"রাস্তায় প'ড়ে থাকব।—রাস্তায় প'ড়ে মরব। তোমার আশ্রয় আমি চাইনে। যাও—এক্ষুণি যাও! আর এসো না। উঃ! তোমার দিকে চাইলে আমার গা জ্বলে ওঠে! তোমাকে মনে হ'লেও আমার মন আগুন হ'য়ে যায়! কদিন কিছু বলিনি—মনের বিষ মনেই চেপে রেখেছি। আজ ব'ল্ছি—তুমি বিষ—বিষ—বিষ! বিষের মত তোমায় দেখি।—তোমার দিকে চাইলে—তুমি কাছে এলে—তুমি গায় হাত দিলে—সারা গায়ে আমার বিষ ছড়িয়ে দেয়!"

নিরঞ্জন কহিল, “বিজলী, তোমার মাথার ঠিক নেই এখন। একটু ঠাণ্ডা হও, ভেবে দেখ। সত্যি যদি অমন আগুণ হ'য়েই থাক, কাজেই আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। কিন্তু তুমি বুঝতে পার্‌ছ না, আমি ছেড়ে গেলে তোমার কি দুর্গতি হবে। রাস্তায় পড়ে থাকবে—রাস্তায় পড়ে ম'রবে—ও সব মুখে বল্লেই হয় না। অনেক শেয়াল কুকুর কাক শকুন আছে—টেনে হিঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে তোমায় নাস্তানাবুদ ক'রবে। পৃথিবীর খবর ত রাখ না কিছু। তখন মনে ক'র্‌বে, আমি হেলা তাচ্ছিল্য ক'ল্লেও আমি আমার এই আশ্রয়—যাকে আজ নরক মনে ক'চ্চ—তাও তোমার স্বর্গ ছিল।”

বিজলী কোনও উত্তর করিল না। দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিল, তার পা দুটি থর থর কাঁপিতেছে। ভাবিল, বিজলী তার ভুল বুঝিতেছে, হয়ত বা এই সব কঠোর উক্তির জন্য মনে মনে কিছু পরিতপ্তও হইতেছে। এইবার তবে মানভঞ্জন পালার শেষাঙ্কের চরম অভিনয় করিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে। সহসা সে বিজলীর পদতলে পতিত হইয়া গদগদ স্বরে অনুনয় আরম্ভ করিল।

“কি! আবার! কি ভেবেছ আমাকে? দূর হও!”

বিজলী তার মুখে পদাঘাত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

“কি! আমায় লাথি মাল্লে? মুখে আমার পা দিয়ে

নাথি মাল্লে ?—বিজলী ! এত বড় দুঃসাহস কোনও মেয়ে মানুষের আজ পর্য্যন্ত হয়নি তা জান ?"

নিরঞ্জন রুখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী কহিল, "না জানি না,—জান্‌তেও চাই না। আমি মেরেছি—বেশ ক'রেছি—খুব ক'রেছি ! আবার যদি এস, আবার মারব !"

নিরঞ্জনের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল,—কহিল, "কি, আমার বাড়ীতে থেকে আমার এই অপমান। হারামজাদী ! এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে বেরো। দেখি, তোর কোন্ বাবা এসে তোকে রক্ষে করে ?"

ক্রোধভরে নিরঞ্জন বিজলীর দিকে অগ্রসর হইল। বিজলী কয়েক পা পশ্চাতে সরিয়া দৃপ্তরোষে মুখ তুলিয়া কহিল, "সাবধান ! গায়ে হাত তুলোনা বল্‌ছি। প্রাণের মমতা আমার কিছু নেই, তোমার হয়ত আছে। তাই বল্‌ছি, সাবধান !"

নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল। বিজলী অবিলম্বে কক্ষান্তরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল। কঠোর ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরঞ্জন বাহিরে চলিয়া গেল। সিঁড়ির কাছে ঝির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তার সঙ্গে আস্তে আস্তে কি কথাবার্ত্তা বলিয়া নিরঞ্জন চলিয়া গেল।

১৬

গভীর রাত্রি, কলিকাতার রাস্তাও প্রায় নিঝুম হইয়াছে। অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর হয়ত কোনও এক পথিকের খট্‌খট্‌ জুতার শব্দ আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দূরে কোথাও একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছে। কচিৎ কখনও কারও মোটর তীব্র পোঁ তুলিয়া ভস্ ভস্ শব্দে ছুটিয়া যাইতেছে। ইহার অধিক নিস্তব্ধতা সারা রাত্রিতেও কলিকাতার কোথাও বড় হয় না।

সেই দুপুরের পর হইতেই বিজলী সেই ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়াই পড়িয়াছিল। ঝি কয়বার আসিয়া ধাক্কা দিয়াছে, ডাকিয়াছে, কিন্তু সাড়া শব্দ কিছু পায় নাই। গভীর এই নিস্তব্ধ নিশায় বিজলী তার ভূমিশয্যা হইতে উঠিল। ঘরের একটি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। তার মনে পড়িল—সেইদিনকার সেই কালরাত্রি—এমনই গভীর নিস্তব্ধ সেই রাত্রি—যখন ঘর ছাড়িয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। সে ত সবে এই আটদিনের কথা! আজ বৃহস্পতিবার, গত বৃহস্পতিবারের কথা! তার সেই ঘর, সেই তার পিতা মাতা, ভাই বোন্ সব—কোনও দুঃখ ত তার ছিল না। আটদিন মাত্র আগে এই পৃথিবীতে সব তার ছিল, কিন্তু আজ!

কি কুক্ষণেই সে ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল, কি ভুলই সে বুঝিয়াছিল,—সেই সুখের ঘরের দ্বার চিরদিনের তরে তার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়াছে! তার সেই স্নেহময় পিতা মাতা—আর ত সে তাদের কোলে যাইবে না!—বড় স্নেহের তার ছোট সেই ভাই বোনগুলি—আর ত সে এ জীবনে কখনও তাদের কোলে তুলিয়া নিতে পারিবে না! আর ত সে তাঁদের চক্ষেও কখন দেখিবে না। দৈবাৎ কখনও দেখা হইলেও যে তাকে মুখ-ঢাকিয়া সরিয়া যাইতে হইবে। উঃ! কি পাপ সে করিয়াছিল! কোন্ রুষ্ট দেবতা তাকে এমন অভিশাপ দিলেন! কেন তার এমন কুমতি হইয়াছিল? কেন সে ঘরের বাহির হইয়া-ছিল? কতক্ষণ দাঁড়াইয়া বিজলী কাঁদিল। সমস্ত হৃদয় যেন তার দারুণ তাপে দ্রব হইয়া তপ্ত অশ্রুধারায় চক্ষু ফুটিয়া নির্গত হইতে লাগিল।

সেই একদিন সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, আর আজ আবার সে ঘর ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সেই ঘর আর এই ঘর! এও কি ঘর?—এ যে নরক! দারুণ জ্বালাময় নরক! বাহির হইতে পারিলে যে সে বাঁচে!

কিন্তু কোথায় সে যাইবে? এ জগৎ-সংসারে তার মত অভাগীর স্থান কোথায় আছে? কে তাকে দয়া করিবে? কে তাকে আশ্রয় দিবে? দুঃখের কথা যদি কাহাকেও বলে,

সে যে দূর দূর করিয়া তাকে তাড়াইয়া দিবে। কোথায় সে যাইবে! কিন্তু তবু ত তাকে যাইতেই হইবে। নিরঞ্জনও তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আর না দিলেই বা কি? সে কি আর তিলার্দ্ধকাল এখানে থাকিতে পারে? ছি—ছি—ছি! ওই নিরঞ্জন—তার দেহপৃষ্ট বায়ুর স্পর্শও যে সে আর সহ্য করিতে পারে না—সর্ব্বাঙ্গে তার বিষ ছড়াইয়া দেয়! সে তাড়াইয়া দিয়াছে, হাজার আদর কেন করুক না—তবু কি আর সে তার বাড়ীতে তার কাছে থাকিতে পারে? সে বিবাহ করিবে বলিয়াছিল—ফাঁকি দিয়াছিল। যদি আজ সত্যাই আসিয়া বলে, এস বিজলী, এই যে সব আয়োজন হইয়াছে, এস তোমাকে বিবাহ করিব। তবু—তবু কি সে তাহাকে আর বিবাহ করিতে পারে? বিবাহে যে বর হয়, নারীর জীবনে সে নাকি দেবতা। কিন্তু ওই নিরঞ্জন—ছি—ছি—ছি! কি সে —বিষ—বিষ—বিষ! নরকের জ্বালাময় বিষ! জোর করিয়া টানিয়া নিয়া বিবাহ করিলেও যে সে তার কাছে থাকিতে পারে না, তার ঘর ছাড়িয়াই তাকে পলাইয়া যাইতে হয়।

না, আর এখানে নিরঞ্জনের আশ্রয়ে নিরঞ্জনের সঙ্গে কোনওরূপ সংস্রবে সে থাকিতে পারে না। গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ নিঝুম ওই পথ। এই রাত্রিতে ওই পথেই সে বাহির হইবে। তার পর, তার পর—যা তার কপালে থাকে হইবে।

অদৃষ্ট তার মন্দ—বড়ই মন্দ। কিন্তু ইহার চেয়ে বেশী মন্দ আর কি তার হইতে পারে? না হয়, গঙ্গায় ডুবিয়া সে মরিবে। একদিন ত সে ভাবিয়াছিল মরিবে, সেই বা কদিনের কথা? হায়, কেন সে তখন মরে নাই? তবু ত নিজের ঘরে বাপ মার কোলে ভাই বোন্‌দের দিকে চাহিয়া তাদের দেখিতে দেখিতে সে মরিত। হায়, কেন সে তখন মরে নাই! একবার —আর একবার কি তাদের দেখিতে পায় না? আজ যদি পথ চিনিয়া সে তাদের সেই বাড়ীতে যাইতে পারে, দ্বারে গিয়া যদি পড়িয়া থাকে, সকালে তার বাবার তার মার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলে—আমায় রক্ষে কর—তাড়িয়ে দিও না। আদর করো না, যত্ন করো না, মেয়ের মত দেখো না, মেয়ে ব'লে পরিচয় দিও না—শুধু দাসী ক'রে ঘরে রাখ। ওই ঝিকেও ত রেখেছিলে, আমাকেই না হয় রাখ। না হয় মেরে ফেল। না পার, আমায় মরতে দেও। তবু দূর ক'রে আমায় দিও না। এ পৃথিবীতে যে আমার আর স্থান নাই। যদি সে যায়, এমন করিয়া কাঁদিয়া বলে—তবু কি তাঁরা ঘরে কি ঘরের বাহিরেও একটু স্থান তাকে দিবেন না? না দেন, আবার সে রাস্তায় বাহির হইবে। রাস্তায়ই ত সে বাহির হইতেছে! একবার তাঁদের কাছে গিয়া দেখিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু কি করিয়া সে যাইবে? এই কলিকাতায় কোথায় সে আছে, কোথায় কত

দূরে তাদের সেই বাড়ী, কিছুই যে সে জানে না। কিন্তু কেহ কি তাকে পথ বলিয়া দিবে না? কেন দিবে না? রাত্রিকাল-টুকু না হয় সে কোথাও লুকাইয়া থাকিবে,—তারপর সকালে কত লোক রাস্তায় চলে, জিজ্ঞাসা করিয়া সে যাইবে। তার আর লজ্জা কি? ভয়ই বা কি? কিন্তু দিনের বেলায়—দিনের সেই আলোতে কি করিয়া সে তাদের সেই বাড়ীতে তার পিতামাতা ভাইবোনদের সামনে গিয়া দাঁড়াইবে? কেমন করিয়া এই কালামুখ তাদের দেখাইবে? জানালার শিকের উপর মাথা রাখিয়া কতকক্ষণ বিজলী ভাবিল,—ভাবিল আর কাঁদিল।

কিন্তু ভাবিয়া কি কাঁদিয়া যে কূল পাওয়া যায় না! কেবল একটি কথাই সে স্থির বুঝিল যে তাকে আজ এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তারপর—তারপর যদি কোনও দেবতা তার থাকেন—তিনি যেখানে নিবেন, যেদিকে তার পা চালাইবেন সেই দিকে সে যাইবে। সবই ত তার নরক—এই গৃহ নরক, বাহির নরক, সমস্ত পৃথিবী নরক—যেখানেই সে যাক্ না, তার বেশী কি ভয়, বেশী কি ভাবনা?

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে দরজাটি খুলিয়া বিজলী বাহির হইল। সিঁড়ির কাছে গিয়া পা বাড়াইতেই পিছন হইতে কে তার হাত ধরিল।

"কে গা!" বিজলী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় যাচ্চ দিদিমণি?"

"যেথায় খুসী! তোমায় কি? হাত ছেড়ে দেও!"

ঝি কহিল, "পাগল হ'য়েছ দিদিমণি? একা এই রাত্তিরে রাস্তায় বেরোচ্চ, কোথায় যাবে? পুলিশে যে ধ'রে থানায় নিয়ে গারদে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে।"

"রাখে রাখ্‌বে। তোমার কি তাতে? ছেড়ে দেও, আমি যাই।"

"কেন পাগলামি ক'চ্ছ দিদিমণি? এস ঘরে এস, খাবার রেখেছি, কিছু খেয়ে গে শুয়ে থাক। আহা, সারাটি দিন যে মুখে জলবিন্দু পড়েনি।" ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া টানিল।

"না—না—না! আমি যাব—থাক্‌ব না। কেন টানাটানি ক'চ্চ? জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে? তুমি কে যে এই বাড়ীতে আমাকে রাখ্‌তে চাচ্চ? তোমার বাবু নিজে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

ঝি হাসিয়া কহিল, "পোড়াকপাল! কি যে বল্‌ছ দিদিমণি! তুমি অত বড় অপমানটা কল্লে, আর ব্যাটাছেলে রাগ ক'রে দুটো কথা বল্‌বে না? ও ত মুখের কথা। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাবু চলে গেলেন। কাল সকালে এসে দেখো আবার কত পায় ধ'রে তোমার কাঁদ্‌বেন।"

বিজলী মুখ বিকৃত করিয়া জোরে হাত টান দিল। কহিল, "না—না—না! আর না—আর না! ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও আমাকে! রাত পোয়াবে? না—না! রাত পোয়াবার আগেই আমি চ'লে যাব। দূরে—অনেক দূরে চ'লে যাব। আঃ! ছেড়ে দেও না! কেন জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌ছ? বল্‌ছি আমি থাক্‌ব না।"

"কোথায় যাবে! কেনই বা যাবে? একটু ঝগড়া হয়েছে, অমন কত হয়, কত যায়। হাঁ, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে,—সে ত ক'রবেই। তা দুদিনেই সব সেরে যাবে। কিসের দুঃখ তোমার? অমন বাবু—প্রাণের মত তোমায় ভালবাসে—রাজরাণীর মত তোমায় রেখেছে——"

"আঃ! দূর হ হতভাগী!" অতিশয় উত্তেজনার আবেগে বিজলী ঝিকে ধরিয়া এমন এক ধাক্কা দিল যে ঝি কতদূর ছুটিয়া গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। বিজলী ত্রস্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। ঝিও উঠিয়া ছুটিয়া আসিল। সিঁড়ির আধাআধি পথ নামিতেই বিজলীকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল।

"আবার—আবার এসেছে! জোর ক'রে ধ'রেই রাখবে! আমি চেঁচাব! ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে পথের লোক—পাড়ার লোক ডাক্‌ব!"

"ডাক, আমিও বল্‌ব—বাবু বাড়ীতে নাই, বউ পালিয়ে যাচ্চে। তারাই জোর ক'রে তোমায় ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিল,—কহিল, "কেন আমাকে ধরে রাখছ? কি লাভ তোমাদের? আমি পাগলের মত হ'য়ে উঠেছি। দুদিন বাদে একেবারে পাগল হব! ওগো, তোমার পায় পড়ি ঝি—আমায় ছেড়ে দেও। আমি যাই—আমার মা বাবার কাছে আমি যাব, আমায় ছেড়ে দেও। না হয়, তুমিই নিয়ে যাও, তাঁদের দোরে আমায় রেখে এস।"

"মিছে আর এই রাত্রিরে দেক করো না দিদিমণি। ঘরে গিয়ে এখন শুয়ে থাক। সেখানে আর যাবার যো আছে? দোরে উঠলেই যে ঝাঁাটা মেরে তাড়িয়ে দেবে। এস, এখন ঘরে এস। যেতে তুমি পার্‌বে না। বাবুর হুকুম, তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই দেব না। আমাকে ঠেলে ফেলেও যেতে পার্‌বে না। সদর দরজায় কুলুপ দেওয়া—দরোয়ান বাইরে পাহারা আছে। ছাদের সিঁড়ির দরজাতেও কুলুপ দেওয়া। সব পথ বন্ধ। কি ক'রে পালাবে? কাল বাবু আসুন, তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া ক'রে যা হয় ক'রো। আমাকে রেহাই দেও এখন। সারাটা রাত আর খামোকা বসে থাক্‌তে পারি নে।"

অনাহারে অনিদ্রায় বিজলীর শরীর যারপরনাই ক্লিষ্ট

হইয়া পড়িয়াছিল। এই উত্তেজনায় ও শ্রান্তিতে সে একেবারে হয়রান হইয়া পড়িল। ঝির কথায়ও বেশ বুঝিল, পলাইয়া যাইবার কোনও উপায় আজ আর নাই। দেহের ক্লান্তিতে ও মনের অবসাদে সে একেবারে গা ছাড়িয়া দিল, সেই সিঁড়ির উপরেই বসিয়া দেয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

"এই দেখ! আবার ওখানে গড়িয়ে প'লে কেন? ঘরে এসো না? ভ্যালা এক আপদে প'ড়েছি যা হ'ক্। এমন স্যাকা মেয়েও ত কোথাও দেখিনি গা! উঠে এসো না বলে? সারা রাত ভ'রে এই ঠাট কর্‌বে নাকি?"

বিজলী ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, "আছি এইখানেই থাকি, ক্ষতি কি? পথ বন্ধ, পালাতে ত পারব না।"

"না না! সে হবে না! এখানে এ ভাবে প'ড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। কিসে কি হবে শেষে, তার পর জান নিয়ে পড়্‌ক টানাটানি। না, উঠে এস। ঘরে গে শুয়ে থাক। খাবার-টাবার আছে, খেতে হয় খাও—না হয় না খাও। আমি আর পারিনে বাপু!"

খুব জোরে ঝি বিজলীর হাত ধরিয়া টান দিল। উঠিয়া যাইবে, সে শক্তি তখন আর বিজলীর ছিল না। বকিতে বকিতে এক রকম হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঝি বিজলীকে শয়ন-

গৃহের মধ্যে নিয়া ফেলিল। তার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে শুইয়া রহিল।

১৭

আরও দিন দুই গেল।—বিজলী ওঠেও না, স্নানাহারও করে না। ঝি জোর করিয়া কখনও একটু দুধ, কিছু সরবৎ কি একটু ফলের রস তার মুখে দিত। নিরঞ্জনও বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন উপায় কি? যদি মরিয়া যায়, হয়ত ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। কোনও মতে কারও হাতে ফেলিয়া দিয়া এড়াইতে পারিলে সে এখন বাঁচে।—একলা ছাড়িয়া দিতেও পারে না,—কে জানে পুলিশের হাতে পড়িলে হয় ত বড় একটা ফ্যাসাদ হইবে।

একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিল। স্ত্রীলোক বয়সে প্রবীণা, মোটা সোটা, বিধবার বেশধারিণী। বিজলীকে সে মিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইল, অনেক সান্ত্বনা দিল। বিজলী কাঁদিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কে তুমি মা? আমার কেউ নেই, বড় দুঃখী আমি। এখানে আর থাক্‌তে পারি না। যেতেও কোথাও এরা দেয় না। তুমি আমায় নিয়ে যাবে? তোমার কোলে আমায় রাখবে?"

স্ত্রীলোক বড় গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,

"আহা, যাবে মা আমার কাছে? কেন নিয়ে যাব না? আহা, আমিও যে মা বড় দুঃখী। একটি মেয়ে ছিল, ঠিক তোমারই মত। ক মাস হ'ল তাকে হারিয়েছি! ত্রিসংসারে আর কেউ আমার নেই। আহা, তোকে যদি কোলে পাই মা, তার দুঃখু আমার সেরে যাবে।"

বিজলী বড় শক্ত করিয়া স্ত্রীলোককে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "যাব মা যাব, আমায় নিয়ে যাও। আমার মা ছিল, ফেলে এসেছি, আর তাকে পাব না। দয়া ক'রে যদি এসেছ—মা ব'লে ডাক্‌তে দিয়েছ—তুমিই আমার মা! আমার মা—আমার মা—আমার মা তুমি! মা—মা—মা! আমায় নিয়ে যাও মা। তোমার কোলে আমায় লুকিয়ে রাখ মা। বড় দুঃখু পাচ্চি। তোমার কোলে বুকটা কি জুড়োবে মা?"

স্ত্রীলোক বিজলীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, —"জুড়োবে—জুড়োবে, কেন জুড়োবে না? ভগবান্ আছেন—দয়াময় তিনি—কারও কোনও দুঃখু কি চিরকাল থাকে মা?"

বিজলী যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ! এ বুক কি আবার জুড়োবে?—বেশী দিন আর বাঁচব না মা;—মরবার আগে একটিবার কি বুক জুড়োবে? যেমন ছিলাম,

তেমনি কি আর একটিবার মনে হবে? ভগবান্ দয়াময়, কিন্তু তিনি কি আমার মত অভাগীকেও দয়া করেন?”

“তাঁর দয়া কে না পায় মা? বড় দুঃখী যে, তাঁকেই বেশী দয়া করেন। তাই ত মা তিনি দয়াময়!”

“আহা, যদি পাই—যদি একটু বুকটা জুড়োয়। উঃ! কি দুঃখুই যে পাচ্ছি মা! তা মা, নিয়ে যাবে ত আমাকে? কবে নিয়ে যাবে? আজই? ওরা কি যেতে দেবে? জোর ক’রে যে আমায় ধ’রে রেখেছে। নইলে আমি ত কবেই চ’লে যেতাম।”

“দেবে—দেবে, কেন দেবে না? কিন্তু তুমি যে একেবারে দুর্ব্বল হ’য়ে পড়েছ,—গাড়ীতে কি উঠতে পারবে? শুন্‌লাম, খাও না দাও না—”

“পারব—পারব মা। এই দেখ—” বলিতে বলিতে বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোক মাথায় জল দিয়া হাওয়া করিয়া তাকে একটু সুস্থ করিল। কহিল, “এই ত একটু উঠে দাঁড়াতেই ঘুরে পড়ে গেলে। কি ক’রে যাবে? শোন, আমার কথা শোন। কিছু খাও। আমি এনে দিচ্ছি, খাও। খেয়ে একটু সুস্থ হও। কাল তোমায় নিয়ে যাব।”

“না—না মা! আজই—আজই নিয়ে যাও। আচ্ছা, আমি খাব, খেলেই সুস্থ হব, তখন যেতে পারব।”

"আজ থাক্ বরং। বেলাটাও গেছে। খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ঘুমোও। কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাব। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে একবার আসি। রাত্তিরে বরং তোমার কাছে থাকব। কাল সকালে—কি না হয়, দুপুরে দুটি খাইয়ে দাইয়ে তোমায় নিয়ে যাব। কেমন ?"

"আচ্ছা, তাই হবে। তুমি আস্‌বে ত মা? রাত্তিরে আমার কাছে থাকবে ত মা ?"

"ওমা, আস্‌ব না ? বল কি মা ? তুমি যে আমার মেয়ে।"

স্ত্রীলোক উঠিয়া বাহিরে গেল। কিছু দুধ ও খাবার লইয়া আসিল। বিজলী উঠিয়া বসিয়া খাইল। খাইয়া একটু সুস্থ বোধও করিল।

স্ত্রীলোক একটু পরেই চলিয়া গেল। রাত্রি ৮টা ৯টায় সময় আবার আসিল। পাক হইয়াছিল। ভাত আনিয়া বিজলীকে সে খাওয়াইল। রাত্রিতে বিজলীকে কোলের কাছে লইয়া শুইয়া রহিল। পর দিন সকাল সকাল সে বিজলীকে স্নান করাইয়া তার চুল আঁচড়াইয়া দিল। পরিষ্কার একখানি কাপড় পরাইল। নিজে কাছে বসিয়া বিজলীকে খাওয়াইল। তার পর কহিল, "তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর। আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আহ্নিক ক'রে দুটি খেয়ে আসি,

তার পর দুপুরের পর তোমায় নিয়ে যাব। বাবুকে ব'লে ট'লে রেখেছি। তিনি আপত্তি কিছু করেন নি। তা একবার যদি দেখা ক'রে যেতে চাও—"

বিজলী মাথা নাড়িল।

"আচ্ছা, থাক্ তবে। তুমি বরং একটু ঘুমোও। আমি এই এলাম ব'লে।"

স্ত্রীলোক চলিয়া গেল। দুপুরের পর একখানি গাড়ী লইয়া আসিল। বিজলী তার সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া একটা বাড়ীর দ্বারে থামিল। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স্ত্রীলোক বিজলীর হাত ধরিয়া নিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর, দরজা সব ভিতর হইতে বন্ধ। বিজলীর মনে হইল, ঘরে ঘরে সব লোকেরা ঘুমাইতেছে। তাইত, কত লোক এই বাড়ীতে থাকে। এত লোকের মধ্যে কি করিয়া সে থাকিবে? ভিতরের দিকে দ্বিতলে একটি গৃহমধ্যে স্ত্রীলোক বিজলীকে লইয়া প্রবেশ করিল। একি! এই কি ইঁহার ঘর! এই খাট, এই বিছানা—আলনা, আলমারী, দেরাজ, টেবিল, চেয়ার!—দেয়ালে—ছি—ছি! কি সব বিশ্রী ছবি! এও কি ইহাঁর ঘর! কে ইনি? কেমন ভীত ও বিস্মিতভাবে বিজলী এদিক ওদিক চাহিল।

স্ত্রীলোক একটু হাসিয়া কহিল, "কি ভাবছ মা? এই আমার মেয়ের ঘর।—জামাই সৌখিন লোক—ঘরটি মনের মত ক'রে সাজিয়েছিল। সাজিয়েই রেখেছে, সে বলেছে, তুমি এই ঘরে থাক্‌বে। বেলা প'লে সে আস্‌বে, তার সঙ্গে আলাপ ক'রো, বড় খাসা জামাই।"

বিজলীর মনের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল, কেমন বিশ্রী একটা সন্দেহ তার হইল। সর্ব্বাঙ্গে তার ঘাম ছুটিল—কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

"ওমা, মাটিতে কেন ব'সে প'লে মা?—এস, উঠে এস। উঠে বিছানায় এসে বরং শোও একটু। ভয় কি? তোমার মা আমি,—কত সুখে তোমায় রাখব। এস,—" বিজলীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি টানিল।

বিজলী কহিল, "না—না, ও বিছানায় আমি যাব না। কে তুমি? কোথায় আন্‌লে আমাকে? ছেড়ে দেও, আমি চ'লে যাই। ওগো তোমার পায় পড়ি—আমার বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না? না হয় একটা গাড়ী ক'রে দেও, নিজেই আমি যেতে পারব।"

"পাগলীর কথা শোন! আর কি সেখানে যাবার যো আছে? তারা কি আর ঘরে নেবে? কিছু ভয় নেই তোর মা! ভাবৃছিস্ কেনে? আমার মেয়ে হ'য়ে এলি, রাজকন্যের

মত সুখে থাক্‌বি। কত খাবি, কত পরবি, গা-ভরা গয়না দিয়ে তোকে সাজাব। আমার ওই দেরাজে কত গয়না আছে,—এই দেখ্‌!"

স্ত্রীলোকটি দেরাজ খুলিয়া ঝক্‌ঝকে একরাশি গহনা বাহির করিল। কহিল, "এ সব ত তোরই। পরবি দুখানা এখন?"

"না না না! নাগো, আমার গয়নায় কাজ নেই। তুমি মা—তোমায় মা ব'লে ডেকেছি—দয়া ক'রে আমার বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না? বাবার, মার দুটি পা জড়িয়ে আমি প'ড়ে থাক্‌ব, কেন তাড়িয়ে দেবেন? ঘরে না রাখুন আর কোথাও—কি জানি কোথায়—তিনি বাবা—যা হয় একটা গতি আমার করবেনই। ওগো, তোমার পায় পড়ি, বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দেও না?"

স্ত্রীলোক কহিল, "তুমি দেখছি বাছা বড় সহজ মেয়ে ত নও। সাধে তারা বিদেয় ক'রে দিয়েছে? তা এখানে, বাছা, গোলমাল বেশী ক'রো না। তাতে সুবিধে কিছু হবে না। হাঁ, মা বাবা ক'রে এতই যদি দরদ ছিল, পরের সঙ্গে ভাব ক'রে ঘর ছেড়ে এলে কেন? মেয়েমানুষ একবার কুলের বার হ'লে আর ঘরে যেতে পারে? এখন এরি মধ্যে যাতে সুখে থাকতে পার, তাই দেখতে হবে। গোলমাল যদি কর, দুর্গতির একশেষ হবে। ভাল কাপড় চোপড় দিচ্ছি, গয়না দিচ্ছি, পর।

খাবার টাবার দেব, খাও। জামাই ও বেলা আস্‌বে তার সঙ্গে আলাপ সালাপ কর। আমোদ আহ্লাদে সুখে সচ্ছন্দে থাক। বস্।"

বিজলী শুনিল,—বুঝিল, কোথায় সে কিরূপ লোকের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

"ও মাগো! ও বাবাগো! তোমরা কোথায় গো!" চিৎকার করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—ছুটি হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িল।

"এই গেল যা! ওমা একি গা! বলি বাছা, ঘরে এমন-মড়া কান্না জুড়ে দিও না। থাম! তাতে সুবিধে কিছু হবে না। যদি চেঁচামেচি কর, কাপড় গুঁজে দিয়ে মুখ বেঁধে রাখব। হ্যাঁ!"

স্ত্রীলোক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা পড়িল, অন্যান্য ঘরে যারা ঘুমাইতেছিল তারা জাগিল। অনেকগুলি স্ত্রীলোকের কলরবে বাড়ী পূর্ণ হইল। বিজলীর ঘরের কাছেও কেহ কেহ আসিল। তাদের কথাবার্ত্তা বিজলীর কাণে গেল। ছি ছি ছি! ইহাও শেষে তার অদৃষ্টে ছিল। এখন উপায়? আর একবার অতি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বিজলী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

১৮

মাসাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে। বিজলী বড় রুগ্ন। ছোট একটি ঘরে ছেঁড়া ময়লা একটা বিছানায় সে পড়িয়া আছে। গভীর রাত্রি, ক্ষীণ একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি স্ত্রীলোক তার কাছে বসিয়া হাওয়া করিতেছে। এই নরকের আগুনের মধ্যেও এই নারীর হৃদয় একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিজলীর দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিত, অবসর হইলেই সে বিজলীর কাছে আসিয়া তার শুশ্রূষা করিত। ইহার নাম ছিল মোহিনী। কেহ কেহ বলিয়াছিল, উহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেও। কিন্তু বাড়ীওয়ালী তা দেয় নাই। কে জানে, হতভাগী কাকে কি বলিবে, শেষে বড় একটা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে। হয়ত বা জেলই খাটিতে হইবে। ও ত মরিবেই,—তা হাসপাতালে না মরিয়া বাড়ীতে মরিলেই বা ক্ষতি এমন কি ?

বিজলী ডাকিল, "দিদি !"

"কি হেনা ?" (বাড়ীওয়ালী এই নামেই বিজলীর পরিচয় দিয়াছিল। বিজলীও তার নাম কাহাকেও বলে নাই।)

"একটু জল।"

মোহিনী বিজলীর মুখে একটু জল দিল।

বিজলী আবার ডাকিল, "দিদি!"

"কি বোন্?"

"আর ক'দিন আছে? আর যে পারি না।"

মোহিনী অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিল। কহিল, "হেনা!"

"কি দিদি?"

"শুনেছিলাম, তোর বাপ মা আছেন। তাঁদের কি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে? তাহ'লে তাঁদের নাম ঠিকনা আমায় বল. আমি তাঁদের খবর পাঠাব।"

বিজলী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, দরদর ধারে অশ্রুধারা বহিল। একটু পরে ধীরে ধীরে কহিল, "না দিদি, ছি! এখানে—না তা পারব না দিদি! কপালে যা ছিল, তা ত হ'ল। এখন যেতে পাল্লেই বাঁচি। তবে একটি বড় ইচ্ছে হয়—"

"কি হেনা?"

বড় দাগা তাঁদের দিয়ে এসেছি। হয়ত কত খুঁজ্‌ছেন, কতদিন আরও খুঁজবেন, খোঁজ না পেলে সোস্তি হবেন না। আর ক'দিন আছে দিদি বলতে পার?—কেন ভাবছ? আমি যে যেতেই চাই। যেতে পাল্লেই যে এখন বাঁচি। আমি বুঝতে পাচ্চিনে, তুমি যদি পার দিদি, বল, ক'দিন আর আছে?"

মোহিনী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আর ক'দিন? দুই এক দিনের মধ্যেই বোধ হয় তোর দুঃখু শেষ হবে।"

বিজলী কহিল, "একটু কাগজ দোয়াত কলম আমায় এনে দেবে? একটু চিঠি আমি লিখে রাখ্‌ব,—বেশী দরকার নেই, পারবও না, শুধু দুটি কথা। আমি গেলে সেই চিঠিটুকু আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিও। দেবে ত দিদি?"

"দেব। কেন দেব না?"

"হাঁ, দিও দিদি। ভুলে যেও না। কাউকে দেখিও না, লুকিয়ে রেখো। ওরা দেখ্‌লে দিতে দেবে না। যেদিন যাব, চিঠিখানি পার ত নিজে দিয়ে এসো, না হয় ডাকে পাঠিয়ে দিও। আর কিছু না, আমি ম'রেছি, এই খবরটুকু তাঁদের শুধু দেবে। তাহ'লে—তাহ'লেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন।—"

"আচ্ছা, তাই দেব। তুই এখন একটু ঘুমো ত।"

"ঘুম! একেবারেই ঘুমোব দিদি! দিদি, ম'লে কি মানুষ ঘুমোয়? একেবারে চিরকালের তরে ঘুমোয়? আহা, তা যদি হয় দিদি!"

"কে জানে কি হয়? সে কথা কি আর ভাব্‌তে পারি বোন্? ভাব্‌তে ভয় করে। আহা, সত্যিই যদি মরণে চিরকালের ঘুম আস্‌ত! তা হ'লে কে না ম'র্‌ত বোন? তা

ভাবিস্‌নি হেনা, বড় দুঃখ পেয়েছিস্;—দেবতা যদি দেবতা হন, তোকে দয়া করবেনই।"

বিজলী কহিল, "দিদি, কে জানে, কাল হয়ত পারব না। সমস্ত শরীর—মাথা—যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে আস্‌ছে। একটু কাগজ দোঁয়াত কলম এনে দেবে? চিঠিটুকু এখনই লিখে রাখি। শেষে যদি না পারি, তবে সে ঘুমেও যে আমার ঘুম হবে না দিদি!"

মোহিনী উঠিয়া গেল। একটু কাগজ দোয়াত কলম আর একখানি খাম লইয়া আসিল। প্রদীপটি বিজলীর কাছে সরাইয়া দিল। কাত হইয়া বিজলী কষ্টে কয়েক ছত্র লিখিল। তারপর খামে ঠিকানা লিখিয়া মোহিনীর হাতে দিল। মোহিনী খাম আঁটিয়া চিঠিখানি সাবধানে তার ঘরে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া আসিল।

তিন চারি দিন পরে মহীন্দ্রবাবু বিজলীর পত্র পাইলেন। পত্রের মধ্যে মাত্র এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল :—

"মা! বাবা! কপালে আমার যা ছিল, তা হইল। সব সব দুঃখ শেষ করিয়া আমি চলিয়া গেলাম। আমার জন্ম আর তোমরা ভাবিও না। যদি পার, আমাকে ক্ষমা করিও।

বড় দুঃখ—বড় লজ্জা—তোমাদের দিয়াছি। কি করিব? কপালে আমার এই ছিল: ভরসা পাই না, তবু প্রণাম করিতেছি। তোমরা আমার প্রণাম নেবে কি? দাদাদের ব'লো—দিদিমাকে ব'লো--ব'লো সবাইকে আমি প্রণাম করিতেছি। আর বাণু, জটু, খোকা—তাদের কি বলিব? আমার আশীর্ব্বাদে তাদের ভাল হবে না। তাদের জন্য প্রাণটা বড় কাঁদছে। আর পারি না। পত্রখানা যখন পাবে,—আমি আর এ পৃথিবীতে তখন নেই। ক্ষমা করিও।"

"বিজলী"

সম্পূর্ণ।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে— সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয়। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

চিত্রালী—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ঠাকুর।

দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

শাশ্বত-ভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

নাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

হানাদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।

দুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রাণির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি,এ।

হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের

অন্যান্য উপন্যাস গ্রন্থ

ছোট বড় (উপন্যাস)	২৲
ঋণ পরিশোধ "	১৸৹
দাদার ঘরে "	॥৹
বাঙ্গলায় বিয়ে "	॥৹
দেবতার মেয়ে "	॥৹
কুলী "	॥৹
লহর (গল্প-সমষ্টি)	১।৹
পল্লব "	১॥৹
কুড়ান ফুল "	॥৹
সুখের ঘর "	॥৹

স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য গ্রন্থাবলী

ভারত নারী	১॥৹
রাজপুত-কাহিনী	১॥৹
রামায়ণের কথা	॥৵৹
পুরাণ কথা	৸৹
সরল চণ্ডী	৸৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ;
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।